শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—
৯৯৫৭২৬৪০২৭, ৬০০১৭৮৫২৯৬

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

রত্নলোক
GEMS & DIAMOND JEWELLERY
Contact Us : +91 91015 76757
SPECIAL DISCOUNT
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৪৮ | শিলচর ◻ বুধবার ◻ ৩ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ১৭ জেলহজ ১৪৪৭ হিজিরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

সুপ্রিম কোর্টে নয়া পাঁচ বিচারপতির শপথ, বেড়ে ৩৭

নয়াদিল্লি, ২ জুন : ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন নবনিযুক্ত বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান। এর ফলে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতির মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৭। নতুন বিচারপতিরা হলেন শীল নাগু, শ্রী চন্দ্রশেখর, সঞ্জীব সচদেব, অরুণ পল্লি এবং ভি মোহনা। সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁদের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি এই পাঁচজনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশ অনুসারেই এই নিয়োগ কার্যকর করা হয়েছে। গত ২২ ও ২৭ মে অনুষ্ঠিত কলেজিয়ামের বৈঠকে এই পাঁচজনের নাম সুপারিশ করা হয়। তাঁদের মধ্যে শীল নাগু ছিলেন পঞ্জাব ও হরিয়ানা *এরপর ছয়ের পাতায়*

সীমান্ত পরিস্থিতি দেখতে ৫ জুন ত্রিপুরায় অমিত শাহ

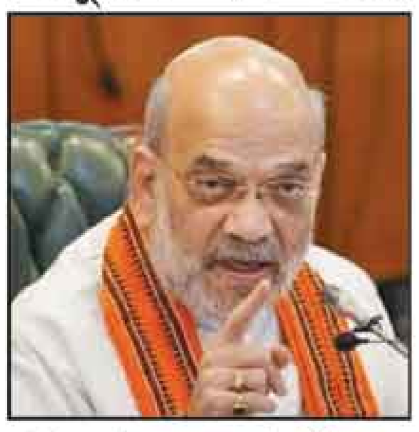

আগরতলা, ২ জুন : আগামী ৫ জুন ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যে অবস্থানকালে তিনি আগরতলার ঐতিহাসিক পুষ্পবন্ত প্যালেস প্রাঙ্গণে নির্মীয়মাণ তাজ হোটেল প্রকল্পের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ৪ জুন মেঘালয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ (এনইসি)-এর প্লেনারি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার পর ৫ জুন ত্রিপুরায় পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আগরতলায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি পুষ্পবন্ত প্যালেসে তাজ হোটেল নির্মাণ প্রকল্পের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এরপর সিপাহীজলা জেলার একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকায় গিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের *এরপর ছয়ের পাতায়*

অভিবাসন নিয়মে বড় পরিবর্তন আনল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ জুন : ভারতে আগত বিদেশি নাগরিক ও অভিবাসীদের জন্য নিবন্ধন সংক্রান্ত নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেসব বিদেশি নির্ধারিত ১৮০ দিনের বেশি ভারতে অবস্থান করতে চান, তাঁদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 'অভিবাসন ও বিদেশি নিয়ম, ২০২৫'-এ সংশোধন এনে মঙ্গলবার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে পূর্ববর্তী বিধান বাতিল হয়েছে।

আগের নিয়ম অনুযায়ী, ভারতে আগমনের ১৮০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর ১৪ দিনের মধ্যে বিদেশি নাগরিকদের নাম নিবন্ধন করতে হত। তবে নতুন সংশোধনীতে বলা হয়েছে, ১৮০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যে কোনও সময় নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮০ দিনের বেশি মেয়াদের ভিসায় ভারতে আগত এবং যাঁদের ভিসায় 'প্রতিটি অবস্থানের মেয়াদ ১৮০ দিনের বেশি হবে না' শর্ত উল্লেখ রয়েছে, তাঁরা যদি নির্ধারিত সময়ের বেশি ভারতে থাকতে চান, তবে তাঁদের অবশ্যই ১৮০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নিবন্ধন করতে হবে। নতুন বিধানে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে, নির্ধারিত সময় অতিক্রম করার পর নিবন্ধনের অনুমতি শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে দেওয়া হবে। *এরপর ছয়ের পাতায়*

প্রকল্পের সূচনা করছেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রেশম শিল্প বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে চালু ৪১১ কোটির 'মিশন সেঁহজরি'

উপকৃত হবেন আড়াই লক্ষের বেশি কৃষক, রেশমপালক ও তাঁতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২ জুন : অসমের ঐতিহ্যবাহী মুগা রেশম শিল্পকে আন্তর্জাতিক বিলাসবহুল বাজারে প্রতিষ্ঠা করতে ৪১১ কোটি টাকার 'মিশন সেঁহজরি' শুরু করল কেন্দ্র সরকার। আগামী তিন বছরে বাস্তবায়িত হবে এই প্রকল্প এবং এর মাধ্যমে উৎপাদন, মানোন্নয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ও রফতানি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরাসরি উপকৃত হবেন ২.৫ লক্ষেরও বেশি কৃষক, রেশমপালক, তাঁতি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, মঙ্গলবার এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী। নয়াদিল্লির সঞ্চার ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকল্পটির সূচনা করেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা এবং ডোনার প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

প্রকল্পের সূচনা করে সিন্ধিয়া বলেন, বিশ্বের একমাত্র প্রাকৃতিক সোনালি রেশমের উৎপাদনস্থল হিসেবে অসমের যে অনন্য পরিচিতি রয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বিলাসবহুল বাজারে মুগাকে প্রতিষ্ঠা করাই এই মিশনের লক্ষ্য। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'অসম থেকে বিশ্বের সেরা বিলাসবহুল বাজার পর্যন্ত মুগা রেশমের সোনালি সুতো এক নতুন বিকাশের গল্প বুনতে চলেছে। 'সেঁহজরি', অর্থাৎ 'ভালোবাসার সুতো', নামের এই ৪১১ কোটি টাকার রোডম্যাপ মুগা রেশমের মূল্যশৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করবে এবং একে অসমের বিশেষ পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি বলেন, 'বিশ্বের *এরপর ছয়ের পাতায়*

শুক্রবার ১২.৪৫ টায় শপথ, মন্ত্রীর তালিকায় চর্চায় অনেকের নাম

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ জুন : চূড়ান্ত হল মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সময়। আগামী শুক্রবার দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে শপথ নেবেন নতুন মন্ত্রীরা। জ্যোতি-বিষ্ণু প্রেক্ষাগৃহে হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। তবে শপথ গ্রহণের দিন-ক্ষণ চূড়ান্ত হলেও, নতুন মন্ত্রীর তালিকায় কাদের স্থান পাকা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে আলোচনা করেই নতুন মন্ত্রীর তালিকা চূড়ান্ত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, আগামী শুক্রবার নতুন মন্ত্রী হিসেবে দশজন বিধায়কের শপথ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই এখন দিসপুরে। মন্ত্রীত্বের আশায় অনেকেই বুক বেঁধে থাকলেও, শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্য উদয় হবে, আগামী বৃহস্পতিবার তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম তালিকা নাকচ হয়ে গেছে। নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছে বেশ কয়েকজন বিধায়কের নাম। তবে তালিকায় পীযূষ হাজরিকা, জয়ন্ত মল্ল বরুয়া, রণোজ পেগু এবং হিন্দিভাষীর প্রতিনিধি হিসেবে কৌশিক রায়ের নাম নিশ্চিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বলিন চেতিয়া এবং অশ্বিনী রায় সরকারের মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। বরাক উপত্যকা থেকে দ্বিতীয় মন্ত্রী হিসেবে শুরু থেকেই চর্চায় ছিল কৃষ্ণেন্দু পালের নাম। কিন্তু সেই চর্চায় এবার নাম জুড়েছে রাজদীপ রায়ের। সংঘ পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক *এরপর ছয়ের পাতায়*

শিক্ষকদের আরও মনোযোগের পরামর্শ

স্কুলশিক্ষার জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৭ থেকে দ্বাদশ স্থানে উঠে এল অসম

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ জুন : পারফরম্যান্স গ্রেডিং ইনডেক্স (পিজিআই) ২.০-এ অসম স্কুলশিক্ষার জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৫ ধাপ এগিয়ে দ্বাদশ স্থানে উঠে এসেছে। আগের মূল্যায়ন চক্রে ২৭তম স্থানে ছিল অসম। রাজ্যটির সামগ্রিক স্কোর ৫১১.৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৯৩.৬। এর ফলে অসম 'আকাঙ্ক্ষী-২' গ্রেড ব্যান্ড থেকে উন্নীত হয়ে 'প্রচেষ্টা-৩' গ্রেডে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিবেদনে একে অসমের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এবার জাতীয় পর্যায়ে গুজরাট, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিকেও পিছনে ফেলেছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অসমের সবচেয়ে বড় উন্নতি হয়েছে প্রশাসন প্রক্রিয়ায়। এই বিভাগে রাজ্যটি ১৩০-এর মধ্যে ৮৫.৩ নম্বর পেয়ে 'উত্তম-৩' গ্রেড অর্জন করেছে, যা *এরপর ছয়ের পাতায়*

হিমন্ত-শিবরাজ বৈঠকে মনরেগার অর্থ বরাদ্দ, চা-শ্রমিকদের জন্য ঘর

অসমের কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে অর্থের অভাব হবে না : কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২ জুন : অসমে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে অর্থের অভাব হবে না। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে বৈঠকে মঙ্গলবার এমনই আশ্বাস দিল কেন্দ্র। নয়াদিল্লির কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে কৃষি পরিকাঠামো, গ্রামীণ আবাসন, মনরেগা, মহিলা স্বনির্ভরতা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অসমের কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদের কোনও ঘাটতি হতে দেওয়া হবে না। কৃষি পরিকাঠামো তহবিল (এআইএফ), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ, মনরেগা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা যাতে রাজ্যের মানুষ সম্পূর্ণভাবে পান, তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের আধিকারিকরা বৈঠকে জানান, মনরেগা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রযুক্তিগত জটিলতাগুলি ইতোমধ্যেই দূর করা হয়েছে। অসম সরকারের চাহিদা অনুযায়ী মনরেগার অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি চা-বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার রাজ্য সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করে কেন্দ্র জানিয়েছে, এই শ্রমিকদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় আনতে বিশেষ সমীক্ষা পর্ব চালু করা হবে। এর মাধ্যমে যোগ্য উপভোক্তাদের নাম ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করা হবে।

বৈঠকে অসমের কৃষির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা একটি কৃষি কর্মপরিকল্পনার খসড়া মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন শিবরাজ সিং চৌহান। রাজ্যের জলবায়ু, মাটির গঠন এবং *এরপর ছয়ের পাতায়*

অসমে বাল্যবিবাহ ও কুমারী মাতৃত্বের হার কমেছে : রিপোর্ট

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ জুন : অসমে মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস)-এর ষষ্ঠ সংস্করণের প্রতিবেদনে। সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজ্যে বাল্যবিবাহ ও কুমারী মাতৃত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পাশাপাশি বেড়েছে শিক্ষার হার, ডিজিটাল সুবিধার ব্যবহার এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এই সমীক্ষার প্রতিবেদন গত ২৯ মে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অসমে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১৮ বছরের আগে বিয়ে হওয়ার হার এনএফএইচএস-৫-এর ৩১.৮ শতাংশ থেকে কমে এনএফএইচএস-৬-এ ২৫.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সঙ্গে কিশোরী মাতৃত্বের হারেও উল্লেখযোগ্য পতন লক্ষ্য করা গেছে। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী যেসব কিশোরী ইতোমধ্যে মা হয়েছে অথবা *এরপর ছয়ের পাতায়*

রাজ্যে ৯১.৭ শতাংশ মহিলা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩ জুন : অসমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, বর্তমানে রাজ্যের ৯১.৭ শতাংশ মহিলা আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। নারীর ক্ষমতায়ন এবং সর্বস্তরে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যখন একজন নারী ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হন, তখন একটি পুরো পরিবার এগিয়ে যায়। আজ অসমের ৯১.৭ শতাংশ নারী আনুষ্ঠানিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার *এরপর ছয়ের পাতায়*

'আমিনুল সমর্থক'-দের হাতে প্রহৃত আনসার, ১২ জনের নামে মামলা

ভোট পর্যালোচনায় শিলচর কংগ্রেস কার্যালয়ে ধুন্দুমার, ছুটল পুলিশ

উত্তেজিত দলীয় কর্মীদের নিরস্ত করতে প্রাঞ্জল ঘাটোয়ার ও আমিনুল হক লস্কর।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : আশঙ্কা ছিল আগে থেকেই। এই আশঙ্কা বাস্তবায়িত হয়ে মঙ্গলবার নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা পর্বে শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে সৃষ্টি হয় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির। সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের সমর্থক বলে কথিত দলীয় কর্মীদের হাতে মার খেতে হয় জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান আনসার হোসেন বড়লস্কর ওরফে রিঙ্কুকে। দল বিরোধীতার অভিযোগ এনে আনসারকে মারপিটের জেরে পরিস্থিতি এতটাই উত্তেজক হয়ে ওঠে *এরপর ছয়ের পাতায়*

নিজের গ্রামেই জানাজা হল না রোজ আলির, থামেনি ক্ষোভ

সাময়িক প্রসঙ্গ, নলবাড়ি, ২ জুন : নলবাড়িতে নাবালিকার উপর হামলা ও আসু কর্মী মাধুর্য বর্মন হত্যার অভিযুক্ত আসিফ খান ওরফে রোজ আলির প্রতি ক্ষোভ মৃত্যুর পরও থামেনি। পুলিশের গুলিতে নিহত রোজ আলির জানাজায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন তাঁর নিজের গ্রাম-সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় কবরস্থানেও দাফনের অনুমতি মেলেনি। ফলে শেষ পর্যন্ত আত্মীয়ের ব্যক্তিগত জমিতে সীমিত পরিসরে তাঁর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রোজ আলির নিজ গ্রাম দেহর-কালাকুচি-সহ আশপাশের অন্তত পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রামের বাসিন্দারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত *এরপর ছয়ের পাতায়*

সিবিএসই-র চেয়ারম্যান ও সচিবকে সরাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ জুন : সিবিএসই-র অনস্ক্রিন মার্কিং নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের মাঝেই এবার কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের। দায়িত্ব থেকে সরানো হল সিবিএসই চেয়ারপার্সন রাহুল সিং ও সচিব হিমাংশু গুপ্তাকে। পাশাপাশি ওএমএস সার্ভিসের টেন্ডার ও ক্রয় প্রক্রিয়ার তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

সিবিএসই-র চেয়ারম্যান পদে থাকা রাহুল সিং (আইএএস) পরীক্ষা, শিক্ষাকার্যক্রম, নীতি বাস্তবায়ন, *এরপর ছয়ের পাতায়*

বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ওয়াজেদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২ জুন : অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ছয় দিন আগে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের ছয়বারের বিধায়ক ওয়াজেদ আলি চৌধুরীকে বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব দিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রণজিতকুমার দাস। বিরোধী দলনেতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই অধ্যক্ষ দাসকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বিরোধী দলনেতা হিসেবে এখন থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমানে বেতন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন ওয়াজেদ আলি চৌধুরী। সেইসঙ্গে সরকারি কার্যালয়, কর্মচারীর পাশাপাশি অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধাও লাভ করবেন তিনি। তবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আগামী পাঁচ বছর কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে *এরপর ছয়ের পাতায়*

আজ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২ জুন : কর্নাটকের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। রাজ্যের মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বুধবার বেঙ্গালুরুর লোক ভবনে মুখ্যমন্ত্রী পদ ও গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করবেন। রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। বহু *এরপর ছয়ের পাতায়*

ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি অসম-বাংলাকে বেঁধে রেখেছে

একান্ত সাক্ষাৎকার : পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী আনন্দময় বর্মন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অভিন্ন ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানুষের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ দুই রাজ্যের সম্পর্ককে এক বিশেষ ভিত্তি দিয়েছে। সেই সম্পর্ক আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত বলে মনে করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবনিযুক্ত রাজ্যমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। সম্প্রতি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্র থেকে ১ লক্ষ ৪ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে রাজ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এই ছাত্র।

শপথ গ্রহণের পর *সাময়িক প্রসঙ্গ*-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অসম ও বাংলার সম্পর্ক কোনও নতুন বিষয় নয়। বহু দশক ধরে ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানুষের পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে এই বন্ধন আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত।' আনন্দময়ের মতে, দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সম্পর্ক শুধু প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেও তার গভীর ছাপ রয়েছে। তিনি বলেন, 'অসম এবং বাংলা সব সময়ই একটি সম্পর্ক ভাগ করে নিয়েছে, এবং সেই বন্ধন ভবিষ্যতেও থাকবে। অসমে বিপুল সংখ্যক বাংলাভাষী মানুষ বাস করেন। আবার রাজবংশী-সহ একাধিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসই আমাদের একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে।'

সাম্প্রতিক সময়ে দুই রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আবার গত মাসে গুয়াহাটিতে নতুন অসম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারীও।

আনন্দময়ের মতে, এই ধরনের রাজনৈতিক সৌজন্য দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে সাহায্য করে। তিনি বলেন, 'সীমান্ত এলাকার মানুষের সমস্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প, বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোতে দুই রাজ্যের মধ্যে আরও সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। সম্পর্ক তো আগে থেকেই রয়েছে, এখন সেটিকে মানুষের স্বার্থে আরও *এরপর ছয়ের পাতায়*

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
NAVRATNA COMPANY
(A Govt. of India Undertaking)
Website:www.ircon.org, CIN: L4520DL1976GOI008171
in Northeast Frontier Railway

ই-প্রোকিওরমেন্ট বিজ্ঞপ্তি

ই-প্রোকিওরমেন্ট নং: আইআরসিওএন/ইলেক্ট্/৫০৪০/আরই এনএফআর পিকেজি ২/ওটি-এমসি/১বি/II তারিখ: ২৯-০৫-২০২৬

ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের পক্ষে এবং তাদের পক্ষ থেকে "উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর লামডিং ডিভিশনের নব-চালুকৃত ওএইচই এবং পিএসআই সম্পদের পাঁচ (০৫) টি ওএইচই ডিপোর অধীনে টিআরডি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্রেকডাউন অ্যাটেনশন কাজের আউটসোর্সিং" কাজের জন্য বিভাগের থেকে ডাবল প্যাকেট সিস্টেমে ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

সমস্ত কর, শুল্ক, লেভি এবং জিএসটি @ ১৮% (টাকা) সহ কাজের আনুমানিক খরচ: ১১,৯৭,৭৩,৭৫২/-

ই-বিড জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ১৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা

বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://etenders.gov.in/eprocure/app ওয়েবসাইট দেখুন, যদি কোনও সংশোধনী থাকে, তাহলে সেটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

চিফ জেনারেল ম্যানেজার/ইলেকট্রিক্যাল/পিএইচ,
ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, হাউস নং-২৭, ওয়ার্ড নং-২৫,
তারাপুর, চাঁদমনি রোড, শিলচর-আসাম পিন ৭৮৮০০৩

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
NAVRATNA COMPANY
(A Govt. of India Undertaking)
Website:www.ircon.org, CIN: L4520DL1976GOI008171
in Northeast Frontier Railway

ই-প্রোকিওরমেন্ট বিজ্ঞপ্তি

ই-প্রোকিওরমেন্ট নং: আইআরসিওএন/ইলেক্ট্/৫০৪০/আরই এনএফআর পিকেজি ২/ওটি-এমসি/১বি/I, তারিখ: ২৯-০৫-২০২৬

"ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের পক্ষে এবং তাদের পক্ষ থেকে "উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর লামডিং ডিভিশনের নব-চালুকৃত ওএইচই এবং পিএসআই সম্পদের ছয় (০৬) টি ওএইচই ডিপোর অধীনে টিআরডি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্রেকডাউন অ্যাটেনশন কাজের আউটসোর্সিং" কাজের জন্য বিভাগের থেকে ডাবল প্যাকেট সিস্টেমে ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

সমস্ত কর, শুল্ক, লেভি এবং জিএসটি @ ১৮% (টাকা) সহ কাজের আনুমানিক খরচ: ১৩,৫১,৩১,৮৩৬/-

ই-বিড জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ১৮-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা

বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://etenders.gov.in/eprocure/app ওয়েবসাইট দেখুন, যদি কোনও সংশোধনী থাকে, তাহলে সেটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

চিফ জেনারেল ম্যানেজার/ইলেকট্রিক্যাল/পিএইচ,
ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, হাউস নং-২৭, ওয়ার্ড নং-২৫,
তারাপুর, চাঁদমনি রোড, শিলচর-আসাম পিন ৭৮৮০০৩

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে

LOST

BBA Final Grade Card of Puspojit Das (Roll 062522 No. 600100202, Registration No. 20220003679, Year of Passing 2025), issued by Assam University, Silchar, through Gurucharan College, was lost while travelling from Silchar Medical College to Premtala, on 25.05.2026. Please Finder may contact Mobile No.
9101464715

Affidavit

I, Md. Masum Choudhury, S/O. Selim Uddin Choudhury, Vill-Kajidahar Pt-III, P.O. Boaljur, P.S. Sonai, Dist. Cachar. My actual and correct name is Md. Masum Choudhury which is written in my Aadhar Card, Pan Card, Voter ID Card and all other relevant documents for all legal purpose. Only my name has been written in my HSLC Certificte, Marksheet vide Roll-B-23-0153 No. 0261 as Masum Choudhury instead of Md. Masum Choudhury. I declaration Md. Masum Choudhury and Masum Choudhury is the one and same person.
MD MASUM CHOUDHURY
Deponent

WANTED

Smart, Good Looking Lady Staff wanted for a Private Firm.
Salary : Ten Thousand per month.
Contact- 9706959009

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।
কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

WALK – IN – INTERVIEW

A Pharmaceutical Organization requires minimum 1 year experience candidates for the posts of Salesman, Billing Operator and Storekeeper. Interested Candidates are invited for a Walk-In-Interview on first come first serve basis on Saturday, 6th June, 2026 at the campus of Ramanuj Gupta Junior College, Ambikapatty, Silchar-04 at 11:00 am.For any queries, please contact 8638089668/ 7002414710 from 10 am to 07:00 pm.

Affidavit

I, Jahura Khanam Raj Barbhuiya, D.O.B 01/01/1985 W/O- Jahir Alom Raj Barbhuiya, resident of Vill- Kanakpur Pt-I, near Kanakpur Idgha Masjid, P.S. Silchar, Dist. Cachar, Assam. That, my actual and correct name is Jahura Khanam Raj Barbhuiya which is recorded in my all relevant documents including my Aadhar Card Vide No. 3078 7117 6779.That, inadvertently in the Birth Certificate of my daughter's namely Saniya Khanam Raj Barbhuiya DOB 13/05/2009, Vide Regn. No. 3356/09, date of issue 21/05/2012 and Sadia Khanam Raj Barbhuiya, DOB 26/07/2011, Vide Regn. No. 3046/11, date of issue 02/05/2012. alongwith Birth Certificate of my son's namely Maksud Alom Raj Barbhuiya DOB 07/08/2010 Vide Regn. No. 2941/10, date of issue 21/05/2012 issued by registrar Birth & Death S.M.B, Silchar, wherein my name has been recorded as Jowhura Khanam Raj Barbhuiya instead of my actual and correct name is Jahura Khanam Raj Barbhuiya. Jahura Khanam Raj Barbhuiya and Jowhura Khanam Raj Barbhuiya is one and same person. By this affidavit on this the 2nd day of June 2026 before Notary Public, at Silchar.
Jahura Khanam Raj Barbhuiya, Deponent.

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE SR. DIVN. HAILAKANDI
MONEY EXECUTION NO. 05/2024
Smti. Shanti Sahu............ Decree Holder Vs. Smti. Nibedita Nath .... Judgment Debtor.
PROCLAMATION OF SALE (Order XXI, Rule 66)

In Money Suit No. 09 of 2023, decided by this Court (Court of Civil Judge Senior Division, Hailakandi in which Smti. Shanti Sahu, W/O. Lt. Chaturi Prasad Sahu, Village Gaglacherra, P.O. Zafirbond, P.S. Lala, District. Hallakandi was plaintiff and Smti. Nibedita Nath, D/O. Lt. Promoth Kumar Nath, of Lala Town, W/No.2, P.O. and P.S. Lala, District. Hailakandi was defendant-Notice is hereby given that, under rule 64 of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908, **an order has been passed by this Court on 03/02/2026** for the sale of the attached property mentioned in the annexed Schedule, in satisfaction/towards the satisfaction of the claim of the decree-holder in the suit (1) mentioned in the margin, amounting with costs and interest up to date of sale to the sum of **Rs. 7,11,529/- (Seven Lakh Eleven Thousand Five Hundred Twenty Nine)** from the **base price/ minimum value of Rs. 1,95,000/- (One Lakh Ninety Five thousand)** and to submit report on or before **05-06-2026.**

The sale will be by public auction, and the property will be put up for sale in the lots specified in the schedule. The sale will be of the property of the judgment-debtors above-named as mentioned in the schedule below; and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.

In the absence of any order of postponement, the sale will be held by Nazir at the monthly sale commencing at 10:00 o'clock on the date fixed at Lala Town. In the event, however, of the debt above specified and of the costs of the sale being tendered or paid before the knocking down of any lot, the sale will be stopped.

At the sale the public generally are invited to bid, either personally or by duly authorized agent. No bid by, or on behalf of, the judgment-creditors above-mentioned, however, will be accepted, nor will any sale to them be valid without the express permission of the Court previously given. The following are the further.

CONDITIONS OF SALE

1. The particulars specified in the schedule below have been stated to the best of the information of the Court, but the Court will not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.
2. The amount by which the biddings are to be increased shall be determined by the officer conducting the sale. In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.
3. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot, provided always that he is legally qualified to bid, and provided that it shall be in the discretion of the Court or officer holding the sale to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so dearly inadequate as to make it advisable to do so.
4. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the officer conducting the sale to adjourn it subject always to the provisions of rule 69 of Order XXI.
5. In the case of movable property, the price of each lot shall be paid at the time of sale or as soon after as the officer holding the sale directs, and in default of payment the property shall forthwith be again put up and re-sold.
6. In the case of immovable property, the person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of 25 per cent. on the amount of his purchase-money to the officer conducting the sale, and in default of such deposit the property shall forthwith be put up again and re-sold.
7. The full amount of the purchase-money shall be paid by the purchaser before the Court closes on the fifteenth day after the sale of the property, exclusive of such, day, or if the fifteenth day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the fifteenth day.
8. In default of payment of the balance of purchase-money within the period allowed, the property shall be re-sold after the issue of a fresh notification of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the Court thinks fit, be forfeited to Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.

Given under may hand and the seal of the Court, this 30th day of May, 2026.

Signature and seal
Civil Judge (Sr. Div.)
Hailakandi

SCHEDULE OF LAND

Number of lot	Description of property to be sold with the name of each owner where there are more judgment debtors than one.	The revenue assessed upon the estate or part of the estate, if the property to be sold is an interest in an estate or a part of an estate paying revenue to government.	Detail of any encumbrances to which the property is liable.	Claims if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value.	The value of the property as stated by the decree holder.	The value of the property as stated by the judgment debtor.
01	District Hailakandi, Porgona Vernerpur, P.S. Lala, Sub Registry Office Hailakandi, Mouza Lala Part-II (Lala Town), 2nd R. S. Patta No. 04, Dag No. 36, 37 and 38, bounded by North Paresh Banik, South Road, East Brinda Devi Singha, West Pritom Kumar Nath and Ananda Kumar Nath, within the boundary land measuring 03 (three) Katha. Total decreetal amount:- **Rs. 7,11,529/- (Seven Lakh Eleven Thousand Five Hundred Twenty Nine). Base Value Rs. 1,95,000/-**	Rs. 120/- (One Hundred Twenty Only)	Nil	Not known	Rs. 2,50,000/- (Two Lakh Fifty Thousand) per Katha.	Not Known

Decreetal Amount:- Principal Rs. 6,00,000/- (Six Lakh).
Interest @ 6% p.a. w.e.f. = Rs. 83,500/- (Eighty Three Thousand Five hundred)
Cost.......................... = Rs. 28,029/- (Twenty Eight Thousand Twenty Nine)
Total = **Rs. 7,11,529/- (Seven Lakh Eleven Thousand Five Hundred Twenty Nine).**

Civil Judge (Sr. Div.)
Hailakandi

হাইলাকান্দি এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে ক্যান্সার কেয়ার বিভাগ চালু

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২ জুন : হাইলাকান্দি জেলার ক্যান্সার রোগীদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ক্যান্সার কেয়ার বিভাগ। এর ফলে কেমোথেরাপি করানোর জন্য আর রোগীদের শিলচরে যেতে হবে না বলে জানিয়েছেন হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস।

মঙ্গলবার সকালে ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন এবং সন্তোষকুমার রায় সিভিল হাসপাতালের যৌথ ব্যবস্থাপনায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে নবগঠিত ক্যান্সার কেয়ার বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জেলার ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য শিলচরে যেতে হতো। নতুন এই বিভাগের মাধ্যমে এখন থেকে হাইলাকান্দিতেই কেমোথেরাপির সুবিধা পাওয়া যাবে। এতে রোগী ও তাদের পরিবারের সময়, অর্থ এবং দুর্ভোগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক ড. মিলন দাস। মঙ্গলবার।

বিধায়ক জানান, হাসপাতালের পরিষেবার গুণগত মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে চিকিৎসক ও কারিগরি কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। কেমোথেরাপি-সহ অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবা যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়েও তিনি নিয়মিত তদারকি করছেন বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়াও হাসপাতালকে ঘিরে কয়েকটি অভিযোগ তাঁর নজরে এসেছে বলে জানিয়ে মিলন দাস বলেন, অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাইর জন্য অতিরিক্ত জেলা কমিশনারকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সহায়তা প্রদানের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান। এদিন তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১০ জন টিবি রোগীর মধ্যে বিশেষ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বিধায়ক মিলন দাস বলেন, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এসকে রায় সিভিল হাসপাতালকে আরও আধুনিক, কার্যকর ও জনবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব।

কনকপুর রোডের রাঙ্গিরখালের ওপর সেতু ঢালাইয়ের সূচনা দীপায়নের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : শিলচর কনকপুর রোড দ্বিতীয় খণ্ডে রাঙ্গিরখালের ওপর নির্মাণাধীন নতুন পাকা সেতুর কাজ মঙ্গলবার দুপুরে পরিদর্শন করেন প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। স্থানীয়দের অনুরোধে তিনি সরাসরি ঢালাইয়ের সূচনা করে সিমেন্ট মিশ্রণ ঢালেন। দীপায়ন বলেন, তিনি বিধায়ক থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে চলমান মুখ্যমন্ত্রীর নগরিয়া পাকা পথ নির্মাণ আঁচনি প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই পুলটি নির্মাণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। রাঙ্গিরখালের দুই পাশে গার্ড দেওয়াল নির্মাণ শেষ হলে শিলচর শহরের জমে থাকা জলের সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি কনকপুর রোডের সব স্তরের জনগণ ও বিজেপি নেতা-কর্মীদের অঙ্গীকারবদ্ধতার জন্য ধন্যবাদ জানান। স্থানীয় কনক সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে ধীরেন্দ্র দাস ও প্রদীপ দে জানান, ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় প্রাক্তন সাংসদ ও বর্তমান বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায়ের উপস্থিতিতে দীপায়ন চক্রবর্তী পুরনো সেতুটির প্রতিস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। তাঁরা বলেন, নতুন সেতুটি নির্মিত হলে এলাকার মানুষের যাতায়াতে ব্যাপক সুবিধা হবে ও যার দরুন বৃহত্তর কনকপুরবাসী প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। অনুষ্ঠানে মিঠুন দত্ত, রণজিৎ রায়, পার্থ রায়, মান্না দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নির্মাণকাজ চলমান আছে এবং স্থানীয়রা দ্রুত কাজ সম্পন্নের অনুরোধ করেছেন।

দুলালী সূত্রধর প্রয়াত

সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ২ জুন : কোকরাঝাড় টেঙাপাড়া ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুলালী সূত্রধর আর নেই। হয়েছিল ৭৯ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণে বৃহস্পতিবার আচমকা তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কোকরাঝাড় রূপনাথ ব্রহ্ম সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বেসরগাঁওস্থিত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। একদিন হাসপাতালে থাকার পর কিছুটা স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় সেখান থেকে ছুটি দিয়ে দেয়। ফের রবিবার সিভিল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় সোমবার বিকেল ৩টায় রূপনাথ ব্রহ্ম সিভিল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবদ্দশায় তিনি অমায়িক স্বভাবের মহিলা ছিলেন। রেখে গেছেন স্বামী-সহ দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ, তিন মেয়ে ও নাতিনাতনি ও বহু গুণমুগ্ধ।

কাছাড় জেলায় মাসব্যাপী ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’ শুরু

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : সমগ্র ভারতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসম তথা কাছাড় জেলায় শুরু হয়েছে ‘ক্ষেত বাঁচাও অভিযান’। ১ জুন শুরু হওয়া এই অভিযান চলবে মাসব্যাপী। কাছাড় জেলার সব ক’টি কৃষি বিভাগীয় ব্লকের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রাম পর্যায়ে এই অভিযানের আওতায় অনুষ্ঠিত হবে সচেতনতামূলক সভা ও বিভিন্ন কার্যসূচি। সভাগুলোতে উপস্থিত থাকবেন নানা স্তরের কৃষি কর্মী-আধিকারিক, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক-সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা। জেলা কৃষি আধিকারিক ড. রাহুল চক্রবর্তী জানান, ক্ষেত বাঁচাও অভিযান হলো ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাকৃতিক কৃষি প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। তিনি বলেন, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, তৈলবীজ শস্য চাষ বর্ধিত করা, বহু ফসল এবং সমন্বিত কৃষিকাজ বৃদ্ধি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে মাটিকে রক্ষা করা, জল সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কম জলে চাষ ও ভূগর্ভস্থ জল রক্ষা করা, ভোজ্য তৈল ব্যবহার কমানো ইত্যাদি হলো এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে কেঁচো ও গোবর সারের ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ, উপকারী পোকামাকড় বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে কৃষকের খরচ কমানোও এই অভিযানের লক্ষ্য। অভিযানের মাধ্যমে রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে গোবর, জীবামৃত, বীজামৃত দিয়ে চাষ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হবে। মাটি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবামৃত, ঘনজীবামৃত, নিমাস্ত্র, অগ্নিঅস্ত্র উপযোগে প্রাকৃতিক চাষ এবং তৈলবীজ উৎপাদন বাড়ানো নিয়ে কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি। জেলার কৃষকদের নিজ গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবিরের অধিক তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক অথবা কৃষি সম্প্রসারণ সহায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আবেদন করা হয়েছে বিভাগ মারফত।

লঙ্কায় গাঁজা-সহ আটক দুই

সাময়িক প্রসঙ্গ, লঙ্কা, ২ জুন : সোমবার রাতে লঙ্কা রেলওয়ে স্টেশনের পাশেই পুলিশ উদ্ধার করে বৃহৎ পরিমাণ গাঁজা। পাশাপাশি আটক করে দুই সরবরাহকারীকে। ২১ কেজি গাঁজা-সহ আটক দুই সরবরাহকারী হলো আব্দুল ওয়াহিব এবং ফইজুল হক। তার মধ্যে আব্দুল ওয়াহিবের ঘর বরদোয়ায় ও ফইজুল হকের ঘর কামপুরে। বর্তমানে তাদের পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কালীগঞ্জে জলাশয়ে ডুবে শিশুর মৃত্যু

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ২ জুন : খেলার ছলে মর্মান্তিক পরিণতি। জলাশয়ে ডুবে মৃত্যু হলো আট বছর বয়সি এক শিশুর। মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক দেড়টায় চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীভূমি জেলার কালীগঞ্জ অঞ্চলের মধ্য গুয়াসপুর গ্রামে। মৃত শিশুর নাম মোঃ জিশান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, এদিন মধ্য গুয়াসপুর গ্রামের কাউসার আহমদের ছেলে জিশান দুপুরে আরও কয়েকটি শিশুর সঙ্গে বাড়ির উত্তর প্রান্তের একটি জলাশয়ের ধারে খেলাধুলা করছিল। খেলা শেষে বাকি শিশুরা বাড়ি ফিরে এলেও জিশান ফিরে আসেনি। দীর্ঘক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ তল্লাশির পর ওই জলাশয় থেকেই উদ্ধার হয় জিশানের নিথর দেহ। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় অচৈতন্য অবস্থায় জিশানকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় কালীগঞ্জ মিনি পিএইচসি হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মুসলিম উদ্দিন আহমদ শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছয় পুলিশ। পরবর্তীতে কালীগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জের উপস্থিতিতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীভূমি অসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কাছাড়ে এইচআইভি পরিষেবা মোবাইল আইসিটিসি ভ্যানের উদ্বোধন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : মারণব্যাধি এইচআইভি প্রতিরোধ ও আক্রান্তদের সেবামূলক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার জেলায় আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো মোবাইল আইসিটিসি (ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার) ভ্যানের। অসম স্টেট এইড্‌স কন্ট্রোল সোসাইটির অধীনে যাত্রা শুরু করা এই ভ্রাম্যমাণ গাড়ির উদ্বোধন-সহ যাত্রার শুভারম্ভ করেন কাছাড় জেলা কমিশনার আয়ুষ গর্গ। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ভ্যানটির উদ্বোধন-সহ এর যাত্রার সূচনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য পরিষেবার যুগ্ম সঞ্চালক ডাঃ সুমনা নাইডিং ও স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আইসিটিসি-র ভ্রাম্যমাণ ভ্যানটি জেলার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও উচ্চ-ঝুঁকিসম্পন্ন এলাকায় এইচআইভি-সংক্রান্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবে। এর মাধ্যমে এইচআইভি পরীক্ষা, পরামর্শদান (কাউন্সেলিং) এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃতভাবে পরিচালিত হবে। বিশেষ করে মূল জনগোষ্ঠী, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী (এইচআরজি) এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ আক্রান্তদের মধ্যে পরিষেবা প্রদানের মান উন্নত হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মোবাইল আইসিটিসি ভ্যান চালু হওয়ায় জেলা প্রশাসনের সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বাস্থ্য উদ্যোগ আরও শক্তিশালী হবে। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে এবং অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উদ্যোগটি কাছাড় জেলার এইচআইভি এইড্‌স নিয়ন্ত্রণ বিভাগের তরফে নেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে এইচআইভি এইড্‌স মোকাবিলা ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক প্রচার ঘটবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ।

দিনপঞ্জিকা

বুধবার, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ইং ৩ জুন, মুং ১৭ জেলহজ (ভাং তাং ১৩ জ্যৈষ্ঠ)। অ ১৯ জেঠ, ফসলী মল ৩ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ৩ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক। ৪।৫৪।৪৪ গতে সূর্যোদয়, ৬।১৪।৩ গতে সূর্যাস্ত। তৃতীয়া তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

বৃষ : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

মিথুন : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

কর্কট : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

সিংহ : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

কন্যা : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

তুলা : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

বৃশ্চিক : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

ধনু : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মকর : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

কুম্ভ : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

মীন : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

খাদিমানে প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ২ জুন : বদরপুর থানার খাদিমান গ্রামের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান চৌধুরীকে (৬৫) মঙ্গলবার সকালে নিজ বাসভবনের পরিত্যক্ত রান্নাঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে হাবিবুর রহমানের স্ত্রী স্বামীকে ঘরে দেখতে না পেয়ে এদিক- ওদিক খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেন। তাঁর ছেলেও চারদিকে বাবার অনুসন্ধান করতে গিয়ে বসতগৃহের নীচতলায় এলে পর হঠাৎ নজরে আসে হাবিবুর রহমান চৌধুরী পরিত্যক্ত রান্নাঘরের ভেতর গলায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। অথচ ঘরের দরজা বাইরে ভেতরে থেকে বন্ধ। ছেলে হল্লাচিৎকার করে পরিবারের সদস্য-সহ আশপাশের লোকজন ডেকে নিয়ে এসে বিষয়টি অবগত করান। খবর দেওয়া হয় আত্মীয়স্বজন-সহ বদরপুর থানায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বদরপুর পুলিশ। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে প্রেরণ করে। পারিবারিক সূত্র মতে, প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতে সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েন। মঙ্গলবার ভোরে ওই প্রৌঢ় ফজরের নামাজের জন্য উঠে অসুস্থতার কারণে ঘরে নামাজ আদায় করেন। ২০২২ সালে তিনি শিলং নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির (এনইএইচইউ) চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন আর কয়েক দিন যাবত তিনি অসুস্থতায় ভুগছেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী, এক ছেলে, বিবাহিত দুই মেয়ে, আত্মীয়স্বজন-সহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী। হাবিবুর রহমান চৌধুরীর পরিবার মূলত কাটিগড়ার শিয়ালটেক এলাকার। প্রাথমিকভাবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার সকাল দশটায় পৈতৃক বাড়ি শিয়ালটেক কালীনগরে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

৩৭ নং জাতীয় সড়কের উন্নয়নে ৫৪ কোটি বরাদ্দ, মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় পঞ্চমুখ কৃষ্ণেন্দু

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২ জুন : শ্রীভূমি শহর থেকে উলুকান্দি পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দীর্ঘদিনের বেহাল অবস্থার দ্রুত সংস্কার এবং শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট সমস্যা নিরসনে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিশনার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে মঙ্গলবার আয়োজিত এই বৈঠকে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল জাতীয় সড়ক সংস্কারে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভূমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য সর্বদা সক্রিয় রয়েছেন।

মঙ্গলবার শ্রীভূমির জেলা কমিশনার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী, এনএইচআইডিসিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দত্ত, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না), দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, শ্রীভূমি পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র চন্দ্র দেব, বিভিন্ন সরকারি বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক এবং জেলার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে জেলা কমিশনার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী, পুলিশসুপার লিনা দোলে, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, মিশনরঞ্জন দাস প্রমুখ।

বৈঠকে জাতীয় সড়কের বর্তমান দুরবস্থা, যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা, দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, শ্রীভূমি জেলার জাতীয় সড়ক সংস্কারের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়করির কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং তারই ফলস্বরূপ শ্রীভূমি শহর হয়ে উলুকান্দি পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সংস্কারের জন্য ৪৩.৫০ কোটির 'ওয়ান-টাইম ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' অনুমোদন লাভ করেছে।

বিধায়ক জানান, প্রকল্পের

এরপর সাতের পাতায়

প্রকল্প অনুমোদন করায় মুখ্যমন্ত্রী ও গাড়করিকে ধন্যবাদ

এএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২ জুন : শ্রীভূমি জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে এনএইচ-৩৭ (নতুন)-এর শিলচর-চুরাইবাড়ি অংশের ওয়ানটাইম ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পাথারকান্দির বর্তমান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়করির প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এক বিবৃতিতে কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, শ্রীভূমি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের

এরপর সাতের পাতায়

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ শ্রীভূমি বিজেপির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২ জুন : শ্রীভূমি শহরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের এই অর্থ বরাদ্দের ফলে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে বলে আশা প্রকাশ করেছেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। শ্রীভূমি জেলা বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিক এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাড়করি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বিজেপি নেতৃদ্বয় জানান, শ্রীভূমি শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সরকার ও বিজেপি দলকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে বিজেপি নেতৃত্ব অনেক আগে থেকেই বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করে আসছিলেন। তাঁদের দাবি, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই প্রচেষ্টারই ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে।

তাঁরা আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজেও রাস্তার উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয় এবং ইতোমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। জেলা বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য অনুযায়ী, খুব শীঘ্রই রাস্তার উন্নয়ন কাজ শুরু হবে। কাজ সম্পূর্ণ হলে শ্রীভূমি শহরের যান চলাচল আরও সহজ হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তিতে থাকা সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। বিজেপি নেতৃত্ব আশা প্রকাশ করেছেন যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে এবং এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

বরাক-মিজোরামে নয়া দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রেন চেয়ে রেলমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্র

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২ জুন : বরাক উপত্যকা, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার সাধারণ রেলযাত্রীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার রেলমন্ত্রী, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

হাইলাকান্দি জেলার জেলাশাসকের মাধ্যমে পাঠানো ওই স্মারকলিপিতে ২০৫০৭/২০৫০৮ নম্বর সাইরাং,আনন্দ বিহার টার্মিনাল, সাইরাং রাজধানী এক্সপ্রেসে প্রয়াগরাজ জংশন ও আলিগড় জংশনে বাণিজ্যিক যাত্রাবিরতির ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মিজোরামের সাইরাং থেকে বেঙ্গালুরু (যশবন্তপুর/এসএমভিটি) পর্যন্ত একটি নতুন দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রেন চালুরও দাবি

জেলা উন্নয়ন কমিশনার নরসিং বে-র হাতে স্মারকপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

উত্থাপন করা হয়।

জেলাশাসক অনুপস্থিত থাকায় স্মারকলিপিটি আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা উন্নয়ন কমিশনার নরসিং বে-এর হাতে তুলে দেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। একই সঙ্গে বিষয়টি দ্রুত সংশ্লিষ্ট মহলের নজরে আনার জন্য স্মারকলিপির অনুলিপি ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে,

এরপর সাতের পাতায়

সামাজিক মাধ্যমে বিধায়ক জুবের আনামের বিকৃত ছবি পোস্ট, আটক আমিনুল ঘনিষ্ঠ !

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২ জুন : সামাজিক মাধ্যমে আলগাপুর-কাটলিছড়ার বিধায়ক তথা অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি জুবের আনামের একটি বিকৃত ছবি পোস্ট করার অভিযোগে এক কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেফতার করেছে হাইলাকান্দি পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম আবেদ বড়ভুইয়া। তিনি কাছাড় জেলার উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা এবং সোনাই কেন্দ্রের বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত।

জানা গেছে, গত শনিবার হাইলাকান্দি কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত একটি পর্যালোচনা বৈঠককে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতির পরই এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। ওই বৈঠকে যুব কংগ্রেসের একাংশ কর্মী সোনাইয়ের বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের

বিরুদ্ধে 'মুর্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ঘটনাটি জেলা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চলমান গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে ফের প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এরপরই আবেদ বড়ভুইয়া তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিধায়ক জুবের আনামকে লক্ষ্য করে একটি বিকৃত ও আপত্তিকর ছবি পোস্ট করেন বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ অনুযায়ী, জুবের আনামের একটি পুরনো ছবি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর সাহায্যে সম্পাদনা করে তাঁর হাতে মদের বোতল ও সিগারেট যুক্ত করে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ছবিটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে হাইলাকান্দি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়ে শিলচরের উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকা থেকে আবেদ বড়ভুইয়াকে আটক করে। পরে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করে হাইলাকান্দিতে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর ও বিকৃত ছবি

এরপর সাতের পাতায়

লাঙটিঙে সড়ক দুর্ঘটনায় হত ১, আহত ১

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ২ জুন : সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক যুবক, মারাত্মক আহত হয়ে গুয়াহাটির এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেক যুবক। হত যুবক সাবির আহমদ কাজী, বয়স ২৬ বছর। বাড়ি বাঁশকান্দিতে। আহত যুবকের নাম সইদুর রহমান, বয়স ২৫ বছর। বাড়ি লক্ষীপুরের সাপরময়না গ্রামে। সোমবার রাতে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে লাঙটিঙয়ে। তারা দুই বন্ধু সোমবার বিকেলে বাইক নিয়ে সড়ক পথে হাফলঙ হয়ে হোজাই যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছিল। বাইক নিয়ে যাওয়ার পথে লাঙটিঙ যাওয়ার পর দুই বন্ধু দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কেমন করে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কেউ বলতে পারেনি। সেখানকার

এরপর সাতের পাতায়

পাতা পোকার বিরল উপস্থিতি কৌতূহলের সৃষ্টি হাফলঙে

বিপ্লব দেব

হাফলং, ২ জুন : হাফলং শহরের এক রাস্তার ধারে বিরল প্রজাতির একটি পাতা পোকা (লিফ ইনসেক্ট) দেখা যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রকৃতিপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সবুজ পাতার মতো অবিকল দেখতে এই পোকাটি রাস্তার উপর বিশ্রামরত অবস্থায় দেখা যায়। প্রথমে পথচারীদের অনেকেই এটিকে সাধারণ একটি গাছের পাতা বলে মনে করেছিলেন। পরে কাছ থেকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারেন যে এটি আসলে একটি জীবন্ত পোকা। এর পাতার মতো ডানা, দেহের গঠন এবং অসাধারণ ছদ্মবেশী বৈশিষ্ট্য উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে।

পাতা পোকারা ফিলিডি

পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রজাতির পোকামাকড় তাদের অসাধারণ ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষমতার জন্য পরিচিত। পাতার সঙ্গে হুবহু মিল থাকায় তারা সহজেই শিকারিদের চোখ এড়িয়ে বনাঞ্চলে টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

প্রকৃতিপ্রেমীদের মতে, এই বিরল পোকাটির উপস্থিতি হাফলং

এরপর সাতের পাতায়

সোনাইর ১১৩ জন কর্মকর্তার নামে নালিশ পর্যবেক্ষকদের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : দল বিরোধিতার অভিযোগকে ঘিরে নির্বাচনের সময়কালে সরগরম ছিল সোনাই কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ হাওয়া। এর সূত্র ধরে বর্তমানেও চলছে খেয়োখেয়ি। মঙ্গলবার নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা পর্বে ইন্দিরা ভবনে দেখা যায় যার প্রতিফলন।

জানা গেছে, দলীয় প্রার্থী আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধাচারণ করে প্রতিপক্ষ অগপ প্রার্থীর সমর্থনে কাজ করেছেন বলে ১১৩ জন দলীয় নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। খোদ প্রার্থী আমিনুল হক লস্কর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে সরাসরি অভিযোগ করেছেন দলের জেলা ও ব্লক পর্যায়ের ২৪ জন কর্মকর্তার নামে। এদিন পর্যালোচনা পর্বে পর্যবেক্ষকদের হাতেও এই অভিযোগপত্র তুলে দেওয়া হয় বলে

এরপর সাতের পাতায়

ইন্দ্রজিৎ রুদ্রপাল প্রয়াত, শোকস্তব্ধ ক্যান্সার হাসপাতাল সোসাইটি ও শুভানুধ্যায়ীরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : বরাক উপত্যকার সামাজিক পরিমণ্ডলে পরিচিত মুখ, কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল সোসাইটির সদস্য এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিইটি) ইন্দ্রজিৎ রুদ্রপাল আর নেই। ১ জুন, সোমবার শিলচরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী মঞ্জু রুদ্রপাল, এক পুত্র সন্দীপ রুদ্রপাল, দুই কন্যা সম্পা ধর ও স্বপ্না পাল, পুত্রবধু মহুয়া দাস, দুই জামাতা প্রদীপ ধর ও কুন্তল পাল সহ আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। এক সময় চিকিৎসার পর সুস্থতার আশা জাগলেও পরে রোগটি ফের ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত সেই মারণরোগের সঙ্গেই লড়াই করতে করতে তিনি চিরবিদায় নেন।

কর্মজীবনে দক্ষতা, সততা এবং দায়িত্বনিষ্ঠার জন্য সহকর্মীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন তিনি। অবসরের পরও বিভিন্ন সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল সোসাইটির সদস্য হিসেবে হাসপাতালের বিভিন্ন উদ্যোগেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শিলচরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং সক্রিয়পন্থী প্রবীণ নাগরিক মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপকুমার দে। শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'ইন্দ্রজিৎ আমার সহপাঠী ছিলেন। শুধু সহপাঠীই নন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী এবং একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।' তিনি আরও বলেন, ইন্দ্রজিৎ রুদ্রপাল ছিলেন অত্যন্ত সদয়, আন্তরিক ও নির্ভেজাল সৎ চরিত্রের মানুষ। মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সকলের মন জয় করেছিল।

এরপর সাতের পাতায়

কাছাড় জেলার শিলডুবি গ্রামে গরু চুরি ও মাংস উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ৫ মে : কাছাড় জেলার শিলডুবি গ্রামে গরু চুরি ও মাংস উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। অভিযোগকারী রিংকু নুনিয়ার দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে কাছাড় পুলিশ তদন্তে নামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের সময় অভিযুক্ত কাবুল হোসেনের বাড়ি থেকে প্রায় ১৩ কেজি মাংস উদ্ধার করে। এরপর পুলিশ কাবুল হোসেনকে গ্রেফতার করে। রিংকু নুনিয়ার অভিযোগ, চুরি যাওয়া গরুটি তার প্রতিবেশী কাবুল হোসেন চুরি করেছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিলডুবি গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় শিলডুবি জিপি সভাপতি, শিলডুবি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য পুতুল গোয়ালা, কাছাড় বিজেপির প্রতিনিধি সুচন্দ চক্রবর্তী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে।

একাধিক ইস্যুতে সরব দলের নেতাকর্মীদের একাংশ

শ্রীভূমি জেলা বিজেপি সভাপতি সঞ্জীবকে ঘিরে বাড়ছে অসন্তোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২ জুন : শ্রীভূমি জেলা বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিককে ঘিরে দলের অন্দরে অসন্তোষের সুর ক্রমশ জোরালো হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। রীতিমতো এনিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন জেলা সভাপতি।

দলীয় অন্দরে আলোচনার কেন্দ্রে

উঠে এসেছে সম্প্রতি শহরের পাবলিক স্কুল রোড এলাকায় সংঘটিত এক মারপিটের ঘটনা। ওই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে জানা গেলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রের দাবি, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জেলা বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব বণিক, দলের এক প্রবীণ নেতা এবং

এরপর সাতের পাতায়

ডিমা হাসাওয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২ জুন : ডিমা হাসাও জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে তুলতে মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হাফলংয়ে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। জেলার শিক্ষা বিভাগের বর্তমান অবস্থা, বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রূপালি লাংথাসা, পার্বত্য পরিষদে

এক কর্মকর্তার হাতে শংসাপত্র ও স্মারক তুলে দিচ্ছেন দেবোলাল গার্লোসা।

অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব এবং জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা।

বৈঠকে জেলার বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার

এরপর সাতের পাতায়

আমিনুল মুর্দাবাদ ধ্বনি, চার কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক সাসপেন্ড

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২ জুন : ফের প্রকাশ্যে কংগ্রেসের অন্দরমহলের দ্বন্দ্ব। গত ৩০ মে জেলা কংগ্রেস ভবনে সংঘটিত বিতর্কিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার কড়া সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সোনাই-র বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধে 'মুর্দাবাদ' স্লোগান তুলে তাঁকে কার্যত সভাস্থল ত্যাগে বাধ্য করার ঘটনায় হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের চার সাধারণ সম্পাদককে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার এপিসিসির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রমন্না বড়ুয়া এক নির্দেশ জারি করে জানান, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈয়ের নির্দেশক্রমে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। বহিষ্কৃত নেতারা হলেন জাহান উদ্দিন বড়ভুইয়া, সারিম ছাদিওল, মিতুজ্জামান লস্কর এবং নজমুল হুসেইন বড়ভুইয়া। চারজনই হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

উল্লেখ্য, গত শনিবার হাইলাকান্দি কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠক আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বৈঠকের মাঝপথে যুব কংগ্রেসের একাংশ কর্মী সোনাইয়ের বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে 'আমিনুল হক লস্কর মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিতে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যেই

এরপর সাতের পাতায়

কর্মী সমর্থকদের গামছা দিয়ে বরণ করলেন বিধায়ক

সাধারণ ভোটাররা আমার মূল সম্পদ : আমিনুল

ফয়জুর রহমান লস্কর

সোনাই, ২ জুন : গ্রামের সাধারণ ভোটার ও কর্মী সমর্থকরা আমার মূল সম্পদ। তারা হাত ভরে ভোট দেওয়ায় আমি বিধায়ক হিসাবে বিজয়ী হয়েছি। এই জয় আমার নয়, সোনাইর আমজনতার জয়। তাই চলতি পাঁচ বছর বিধায়ক নয়, জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর।

সোমবার রাতে সোনাই প্রত্যন্ত ঝাঞ্জারবালি গ্রামে বিশাল সংবর্ধনা সভায় আবেগতাড়িত হয়ে তিনি বলেন, 'আপনাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও সমর্থন পেয়ে আমি মুগ্ধ। আপনাদের সহযোগিতায় এবার আমাকে দালালরাজের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে মাঠে অবতীর্ণ হলেও

বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে।

ঘরে বাইরে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমজনতার আশীর্বাদ থাকায় কোনও অপশক্তি কাজ হাসিল করতে পারেনি। দালালরাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আমজনতা আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন।'

তিনি বলেন, জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করে যাব। মোবাইল ফোন ২৪ ঘণ্টা খোলা রেখে জনগণের সার্ভিস দিয়ে যাব।

এরপর সাতের পাতায়

সমতা, নারী অধিকার ও আইনি সুরক্ষার স্বার্থে ইউসিসি প্রয়োজন : রামকৃষ্ণ ঘোষ

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীভূমি, ২ জুন : অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি) পাস হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে মঙ্গলবার শ্রীভূমি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রদেশ বিজেপির নির্দেশে আয়োজিত এই সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য কমিটির নিযুক্ত মুখ্য বক্তা হোজাই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, অসম বিধানসভায় ইউসিসি ধ্বনি ভোটে পাস হওয়ার পর বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো হচ্ছে। তাঁর মতে, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিদ্যমান পৃথক পৃথক দেওয়ানি আইনগুলির

বক্তব্য রাখছেন রামকৃষ্ণ ঘোষ। সঙ্গে রয়েছেন সুব্রত ভট্টাচার্য, মিশন রঞ্জন দাস, সঞ্জীব বণিক প্রমুখ।

পরিবর্তে একটি অভিন্ন কাঠামো গড়ে তোলা, যা দেশের নাগরিকদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

জেলা বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিকের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে রামকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় ইউসিসি চালুর পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের কথা উল্লেখ রয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী সরকারগুলি এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পুনরায় ক্ষমতায় এলে ইউসিসি বিল আনা হবে এবং সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার এবং লিভ-ইন সম্পর্কের মতো বিষয়। তিনি বলেন, বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হওয়ায় নারীদের আইনি সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নিবন্ধনের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে। তাঁর দাবি, সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রেও সমতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীকে ইউসিসির আওতার বাইরে রাখার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জনসংখ্যাগত বাস্তবতা এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন, জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি ইউসিসি সম্পর্কে

এরপর সাতের পাতায়

জমি বিবাদ, এক ব্যক্তিকে হত্যার চেষ্টা, পলাতক দুই অভিযুক্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ২ জুন : হোজাই জেলার মোরাঝার থানার অন্তর্গত উত্তর ডিমরুপাড় গ্রামে সোমবার সকালে জমি-বাড়ি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিরোধকে কেন্দ্র করে এক চাঞ্চল্যকর রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, আত্মীয়দের হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন জহিরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি।

জানা গেছে, সোমবার সকালে জহিরুল ইসলাম নিজ বাড়িতে থাকা অবস্থায় খলিল উদ্দিন ও হিফজুর রহমান তাঁর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। পরিবারের অভিযোগ, হামলাকারীরা দা ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে জোরাপুখুরী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং তাঁকে

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪৮, বুধবার, ৩ জুন, জ্যৈষ্ঠ ১৯, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

পঃ বঙ্গকে গ্রাস করছে প্রতিহিংসার রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও শহরতলির রাজনীতিতে স্থানীয় স্তরের সম্পদ, সিন্ডিকেটরাজ এবং সরকারি প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এলাকা দখল করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বামফ্রন্টের শাসনকাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান— প্রতিটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নির্বাচনের সময়ই বাংলায় তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ দেখা গেছে। সাম্প্রতিক ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরও রাজ্যে দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং কর্মী খুনের মতো একাধিক প্রতিহিংসামূলক ঘটনা সংবাদ শিরোনামে এসেছে। সেই থকে শুরু হয়েছে বিজেপি-বিরোধী বিশেষত তৃণমূল সদস্য ও সমর্থকদের ওপর বেপরোয়া হামলা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও সহিংসতার ইতিহাস কয়েক দশক পুরনো এবং এটি রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি গভীর ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত। হিংসা ও হিংসার রাজনীতি বিরুদ্ধশিবিরের দিকে প্রাথমিক পর্যায়ে ধাবিত হলেও পরবর্তীতে সেটাই ব্যুমেরাং হয়ে স্ব-দলীয় মানুষের অথবা সমর্থকদেরও রেয়াৎ করে না। পশ্চিমবঙ্গে সেটা স্পষ্ট হচ্ছে।

নতুন সরকারের বিরুদ্ধে তাই শুরুতেই বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষত হকার উচ্ছেদের নামে অগুনতি বিজেপি সমর্থকের দোকানপাট গুঁড়িয়ে দেওয়া মেনে নিতে পারছেন না রুজি-রোজগার হারানো মানুষ। তবে বিকাশ বা সরকারি জমি দখলমুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করছেন না অনেকেই। কিন্তু কথা হলো, তাদের ভোটে জিতে এবার এভাবে পেটে লাথি মারা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? ঠিক যেমন বিদেশি সনাক্তকরণের বিষয়টি। তাছাড়া যাদের ভোটের অংশীদারিত্বে জয় হাসিল, পরবর্তীতে তাদের অস্বীকার করার অর্থ সেই নির্বাচনকে অবৈধ বলা নয় কি? যা হোক, প্রতিহিংসার রাজনীতি বা বদলার মানসিকতা সুস্থ গণতন্ত্র ও সমাজের জন্য চরম ক্ষতিকর। ক্ষমতা দখলের পর বা মতের অমিল হলে বিরোধীদের দমন, সম্পত্তি ধ্বংস বা হেনস্তা করার পরিবর্তে আলোচনা, উন্নয়ন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে একটি ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তা যেন ব্যক্তিগত শত্রুতা বা প্রতিহিংসায় রূপ না নেয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে প্রতিপক্ষকে শত্রু না ভেবে ভিন্ন মতাবলম্বী হিসেবে সম্মান করতে হবে। কোনও অপরাধের বিচার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে নয়, বরং নিরপেক্ষ তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া উচিত। বিরোধীদের কাজ শুধু সরকারের অন্ধ বিরোধিতা করা বা প্রতিশোধ নেওয়া নয়, বরং গঠনমূলক সমালোচনা ও বিকল্প জনকল্যাণমূলক নীতি প্রস্তাব করা। রাজনৈতিক দলগুলোর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। বঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শুরু মূলত ১৯৬০ ও ৭০-র দশকের নকশাল আন্দোলন এবং পরবর্তীতে বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনামলে। এলাকা দখল এবং বিরোধীদের দমনের মাধ্যমে দলীয় আধিপত্য টিকিয়ে রাখার যে 'পার্টি-সোসাইটি' কাঠামো তৈরি হয়েছিল, তা আজও বহাল রয়েছে।

২০১১ সালে পরিবর্তনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও হিংসার এই ধারা বন্ধ হয়নি। বিশেষ করে ২০১৮ ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসায় বহু মানুষ ঘরছাড়া হন ও প্রাণ হারান। ২০২৬ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরপরই কলকাতা, বীরভূম, হাওড়া-সহ বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে তীব্র সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার এসপ্ল্যানেড, কসবা এবং টালিগঞ্জ এলাকায় বেআইনি দখলদারিত্বের অভিযোগে তৃণমূলের একাধিক দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলার ঘটনা ঘটে। একে বিরোধীরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নতুন রূপ বা 'বুলডোজার পলিটিক্স' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

সম্প্রতি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার এবং পরবর্তীতে তাঁর ওপর হামলা ছাড়াও জাঁদরেল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জিকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে, যা প্রতিহিংসার রাজনীতিকে আরও উসকে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, কেন বাংলায় প্রতিহিংসার রাজনীতি এত তীব্র? পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও শহরতলির রাজনীতিতে স্থানীয় স্তরের সম্পদ, সিন্ডিকেটরাজ এবং সরকারি প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে এলাকা দখল করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন অনেক সময়ই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে বলে অভিযোগ ওঠে। এক দল ক্ষমতায় এলে পূর্ববর্তী দলের কর্মীদের ওপর চড়াও হওয়া এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর যে ধারা তৈরি হয়েছে, তা চক্রাকারে চলতেই থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করতে হলে এই সংস্কৃতির অবসান জরুরি।

নবীনের সঙ্গে বৈঠক লামিচানের, ভারত-নেপাল সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২ জুন : নেপালের শাসকদল ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি (আরএসপি)-র সভাপতি রবি লামিচানে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ভারত-নেপাল সম্পর্ক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের আমন্ত্রণে পাঁচদিনের ভারত সফরে এসেছেন লামিচানে। মঙ্গলবার সকালে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা, ফুলের মালা এবং ঢাকঢোলের মাধ্যমে বিজেপি নেতাকর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানান। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সদর দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অরুণ সিং, বিদেশ বিষয়ক বিভাগের প্রধান বিজয় চৌথাইওয়ালে-সহ একাধিক নেতা।

নীতিন নবীন ফুলের তোড়া দিয়ে লামিচানেকে স্বাগত জানান এবং স্মারক উপহার দেন। পাল্টা লামিচানে নেপালের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক পশুপতিনাথ মন্দিরের বিশেষ তিলক, রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা উপহার দেন। পাশাপাশি রুপোর তৈরি পশুপতিনাথ মন্দিরের একটি আকর্ষণীয় প্রতিরূপও তিনি নীতিন নবীনকে উপহার হিসেবে দেন। দুই দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত সম্পর্কের প্রতীক হিসেবেই এই উপহারকে দেখা হচ্ছে।

বৈঠকে বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কেও লামিচানেকে অবহিত করা হয়। দুই দলের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, এই সফরের মূল উদ্দেশ্য বিজেপি ও আরএসপি-র মধ্যে সংলাপ বৃদ্ধি, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং জনমুখী রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময় করা। 'নো দ্য বিজেপি' কর্মসূচির আওতায় বিদেশি রাজনৈতিক দল ও কূটনীতিকদের বিজেপির ইতিহাস, আদর্শ, সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পরিচিত করানো হয়।

আরএসপি নেতাদের মতে, এই উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে ভারত ও নেপালের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

শরণাগত মানুষের পরম আশ্রয়স্থল

চম্পক সাহা

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাধনাকাল ছিল দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠোর। গুরু ভগবান গাঙ্গুলির সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চলে, বনেজঙ্গলে এবং বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে কঠোর তপস্যা করেন। হিমালয়ের কনকনে ঠাণ্ডায় দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর তিনি নগ্ন শরীরে কাটিয়েছেন, যা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। এই দীর্ঘ সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন এবং লোকচক্ষুর সামনে এক পরম তত্ত্বজ্ঞানী মহাযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সাধনা শেষে লোকনাথ বাবা বর্তমান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ের বারদী গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা, অপরিসীম করুণা এবং রোগমুক্তির ক্ষমতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বারদী হয়ে ওঠে এক পূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসতেন মানসিক শান্তি ও আশীর্বাদের আশায়।

বাঙালি সনাতন ধর্মে এবং আধ্যাত্মিক চেতনায় যে কয়েকজন মহাপুরুষের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম লোকনাথ ব্রহ্মচারী। প্রতি বছর ১৯ জ্যৈষ্ঠ তাঁর তিরোধান দিবস হিসেবে গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। জ্যৈষ্ঠের এই পুণ্য তিথিতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁর অনন্য সাধনা, অলৌকিক লীলা এবং মানবকল্যাণে নিবেদিত জীবনকে স্মরণ করেন। তিনি কেবল একজন যোগী বা সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে পরম গুরু, পথপ্রদর্শক এবং শরণাগত মানুষের পরম আশ্রয়স্থল।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাকলা গ্রামে ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের (১১৩৭ বঙ্গাব্দ) ৩১ আগস্ট, ১৮ ভাদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এই মহাপুরুষ। তাঁর পিতার নাম রামকানাই ঘোষাল এবং মাতা কমলাদেবী। লোকনাথ ছিলেন তাঁর পিতামাতার চতুর্থ পুত্র। লোকনাথের জন্মের পর থেকেই তাঁর মধ্যে এক ঐশ্বরিক জ্যোতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং গুরু ভগবান গাঙ্গুলির সান্নিধ্যে এসে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাধনাকাল ছিল দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠোর। গুরু ভগবান গাঙ্গুলির সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চলে, বনেজঙ্গলে এবং বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে কঠোর তপস্যা করেন। হিমালয়ের কনকনে ঠাণ্ডায় দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর তিনি নগ্ন শরীরে কাটিয়েছেন, যা সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত। এই দীর্ঘ সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন এবং লোকচক্ষুর সামনে এক পরম তত্ত্বজ্ঞানী মহাযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সাধনা শেষে লোকনাথ বাবা বর্তমান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ের বারদী গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা, অপরিসীম করুণা এবং রোগমুক্তির ক্ষমতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বারদী হয়ে ওঠে এক পূর্ণ তীর্থক্ষেত্র। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসতেন মানসিক শান্তি ও আশীর্বাদের আশায়। বারদীতেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ ২৬ বছর অতিবাহিত করেন, তাই ভক্তদের কাছে তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী বা বারদীর বাবা লোকনাথ নামেই অধিক পরিচিত।

লোকনাথ বাবার জীবন ছিল নানা অলৌকিক ও ঐশ্বরিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ভক্তের চরম বিপদে তাঁর করুণা অলৌকিক রূপ নিয়ে প্রকাশ পেত। তাঁর জীবনের কয়েকটি বিখ্যাত অলৌকিক ঘটনা তুলে ধরা হলো—

১) হিমালয়ে সাধনা করার সময় একবার এক বিশাল হিংস্র বাঘ লোকনাথ বাবার সামনে এসে উপস্থিত হয়। গুরু ভগবান গাঙ্গুলি কিছুটা শঙ্কিত হলেও লোকনাথ বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ শান্ত ও নির্ভীক। তিনি বাঘটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং পরম স্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। অলৌকিকভাবে, সেই হিংস্র পশুটি সমস্ত হিংস্রতা ভুলে এক গৃহপালিত বিড়ালের মতো বাবার পায়ের কাছে বসে রইল এবং কিছুক্ষণ পর শান্তভাবে বনের গভীরে চলে গেল। প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর ওপর তাঁর এই আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণ ভক্তদের আজও বিস্মিত করে।

২) বারদী আশ্রমে অবস্থানকালে এক অন্ধ ব্যক্তি বাবার দরবারে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য আকুল প্রার্থনা করেন। বাবা লোকনাথ প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও ভক্তের অবিচল বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা দেখে তাঁর হৃদয় গলে যায়। তিনি পরম মমতায় লোকটির চোখের ওপর হাত রাখলেন এবং কিছু সময় ধ্যানমগ্ন রইলেন। কিছুক্ষণ পর হাত সরিয়ে নিতেই অলৌকিকভাবে সেই অন্ধ ব্যক্তি পৃথিবীর আলো দেখতে পান। এই ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বাবার অলৌকিক আরোগ্য ক্ষমতার কথা মানুষের মুখে মুখে রটে যায়।

৩) একবার এক দরিদ্র ভক্ত বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য বারদী আসছিলেন। কিন্তু পথে এক উত্তাল নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয় এবং মাঝিরা নৌকা চালাতে অস্বীকৃতি জানায়। নিরুপায় ভক্তটি তখন মাঝনদীতে বসে কেবলই বাবা লোকনাথের সেই অভয়বাণী স্মরণ করতে থাকেন 'রণে, বনে, জঙ্গলে যখনই যেখানে বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও...।' ঠিক তখনই দেখা গেল, ঝড়ের বেগ হঠাৎ থমকে গেল এবং এক অদ্ভুত জ্যোতির্ময় শক্তি এসে নৌকাটিকে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দিল। পরে বারদী আশ্রমে পৌঁছনো মাত্রই বাবা লোকনাথ হেসে তাকে বললেন, 'কী রে, বড্ড ভয় পেয়েছিলি তো?' ভক্তটি বুঝতে পারলেন, বাবা দূর থেকেই তাকে রক্ষা করেছেন।

৪. বারদীর জমিদার নাগ মহাশয়ের স্ত্রী একবার এক দুরারোগ্য মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকরা যখন আশা ছেড়ে দেন, তখন নাগ মহাশয় নিরুপায় হয়ে বাবা লোকনাথের শরণাপন্ন হন। বাবা রোগিণীর অবস্থা জেনে নিজের যোগবলে সেই ব্যাধি নিজের শরীরে আংশিক গ্রহণ করেন এবং ভক্তের স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। ভক্তদের রোগমুক্তির জন্য নিজের শরীরকে কষ্ট দিতেও তিনি দ্বিধা করতেন না।

৫) প্রতিবেদক একবার শ্রীভূমি থেকে শিলচর আসার জন্য একটি ৪০৭ বাসে উঠে বসেছিলেন। কিছু সময় পর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসে প্রতিবেদকের সঙ্গে বসলেন। খানিকক্ষণ পর বললেন, গাড়িতে অনেক ভিড়, চলুন পরের গাড়িতে চলে যাই। কোনও কিছু না ভেবে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরবর্তী গাড়িতে গিয়ে বসেন। ৩০ মিনিট পর গাড়িটি শিলচরের উদ্দেশে যাত্রা করে। গাড়িটি যখন বদরপুরের অদূরে মকইভাঙ্গা টার্নিং পয়েন্ট আসে, তখন রাস্তায় অনেক লোক দেখতে পান। চোখ যখন সড়কের নীচে যায় তখন দেখতে পান, শ্রীভূমিতে যে গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন, সে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। তখন দেখবার জন্য সবাই গাড়ি থেকে নামেন। তারপর যখন যাত্রীরা আবার গাড়িতে উঠে বসেন, আশ্চর্যজনকভাবে পাশের ভদ্রলোক নেই। অনেক খোঁজার পরও আর পাশের লোকটাকে পাওয়া গেল না। তখন মনে হলো পাশের লোকটি সাধারণ মানুষ ছিলেন না।

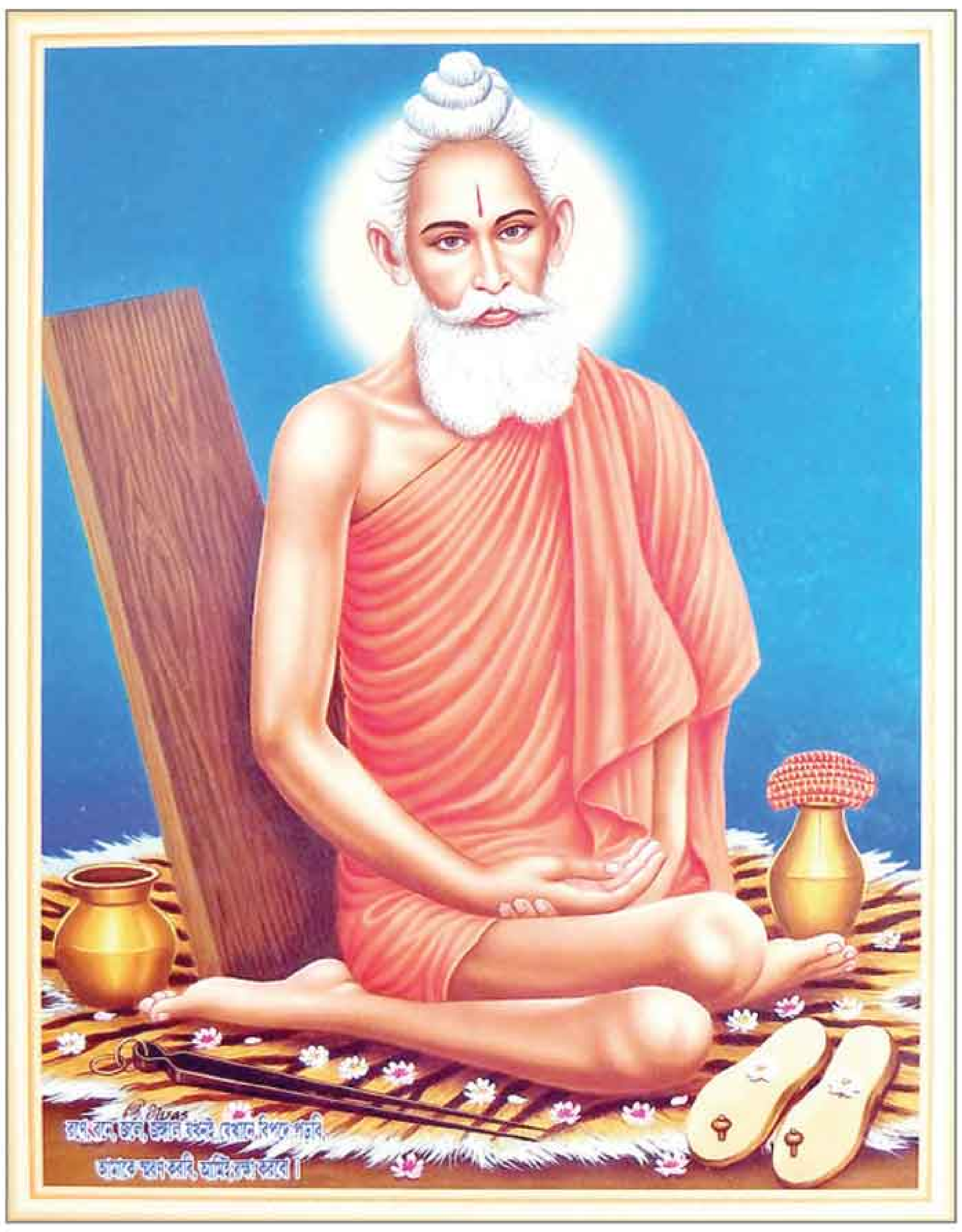

বাবা লোকনাথের জীবনদর্শন ছিল অত্যন্ত সরল কিন্তু গভীর। তিনি কোনও বাহ্যিক আড়ম্বর বা কঠিন শাস্ত্রীয় তর্কের ধার ধারতেন না। তাঁর কাছে মানবসেবাই ছিল ঈশ্বরের সেবা। তিনি অহিংসা, সত্য এবং আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং চিরস্মরণীয় বাণীটি আজও কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে আশার আলো জ্বালায় 'রণে, বনে, জঙ্গলে যখনই যেখানে বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।'

এই বাণীটি কোনও অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন নয়, বরং এটি ছিল ভক্তদের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা এবং অভয়বাণী। তিনি আরও বলতেন, 'যা হবার তা-ই হবে, চিন্তা করে কী হবে?' যা মানুষকে জীবনের সব পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার এবং ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখার শিক্ষা দেয়।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ এই মহাযোগী বারদী আশ্রমে ভক্তদের উপস্থিতিতে স্বেচ্ছায় মহাসমাধি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন, তাঁর স্থূল শরীরের অবসান ঘটলেও তিনি সূক্ষ্ম শরীরে সর্বদা তাঁর সন্তানদের পাশে থাকবেন। সেই থেকে প্রতি বছর ১৯ জ্যৈষ্ঠ তিথিটি তাঁর তিরোধান দিবস বা মহাপ্রয়াণ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

বর্তমান যুগের হানাহানি, অশান্তি এবং মানসিক অবসাদের সময়ে বাবা লোকনাথের শিক্ষা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ১৯ জ্যৈষ্ঠ উপলক্ষে ভারত এবং বাংলাদেশের সমস্ত লোকনাথ আশ্রম যেমন— চাকলা ধাম, বারদী আশ্রম এবং বিভিন্ন শহরের মন্দিরসমূহ মেতে ওঠে বিশেষ উৎসবের আমেজে।

বাবা লোকনাথ কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর দরবারে হিন্দু-মুসলিম সবারই সমান অধিকার ছিল। তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে সব ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে ভালবাসতে হয়। ১৯ জ্যৈষ্ঠের এই পুণ্যলগ্নে আমাদের প্রার্থনা হোক— আমরা যেন তাঁর দেখানো প্রেম, সহনশীলতা এবং ত্যাগের আদর্শকে নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারি। তবেই তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে।

বাংলায় শিল্পায়নে আশার আলো

মায়াঙ্ক চতুর্বেদী

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর রাজ্য রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পতন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিনের নীতিপঙ্গুত্ব, থমকে থাকা প্রকল্প এবং রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে বিনিয়োগকারীদের মনে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তা কাটছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্যের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে ইতোমধ্যেই বড় পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নিতি আয়োগ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করেছে।

তাজপুর বন্দর : পূর্ব ভারতের নতুন অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি রাজ্যের এই রূপান্তরের সবচেয়ে বড় প্রতীক হয়ে উঠতে চলেছে ২৫ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্প তাজপুর বন্দর। বিগত সরকারের আমলে বছরের পর বছর ধরে এটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর লাল ফিতের ফাঁসে আটকে ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকার আসার পর সেই তাজপুর বন্দর প্রকল্পটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যতে এই বন্দরটি সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনীতির ভোল বদলে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাজপুর বন্দর চালু হলে বিশালাকৃতির আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জাহাজগুলো সরাসরি বাংলার উপকূলে নোঙর করবে। এর ফলে বাণিজ্যের খরচ এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সংযোগও বাড়বে।

লজিস্টিক্স ও সংযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ নজর : তাজপুর বন্দরের পাশাপাশি নতুন সরকার রাজ্যের সড়ক, রেল এবং সামগ্রিক লজিস্টিক্স নেটওয়ার্ক মজবুত করার ওপর জোর দিচ্ছে। এই বহুমাত্রিক সংযোগ ব্যবস্থা সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ওপর অতিরিক্ত চাপ কমাবে। ফলে, পণ্য পরিবহন অনেক সহজ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিক্স কেন্দ্রে পরিণত হবে।

নতুন শিল্প রূপরেখা : রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের রূপরেখা তৈরির মূল দায়িত্ব মোদি সরকার অর্পণ করেছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা নিতি আয়োগের উপাধ্যক্ষ অশোক লাহিড়ির ওপর। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি জানান, বাংলার জন্য একটি ব্যাপক মাত্রায় ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে শিল্প পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, মজবুত সরবরাহ ব্যবস্থা, আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ, নদীভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কলকাতাকে পুনপ্রতিষ্ঠা করার কৌশল নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, একসময় দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে গণ্য হতো বাংলা। কিন্তু আজ শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলা তার পূর্বের অবস্থান থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের লক্ষ্য হলো একে তার পূর্বের মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

'ডবল ইঞ্জিন' মডেল : ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া-র আইটি প্রোডাক্টস কমিটির চেয়ারম্যান মিতেশ লোকওয়ানি এই কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দল (বিজেপি) ক্ষমতায় থাকায় নীতিগত সামঞ্জস্য অনেক বাড়বে। এর ফলে থমকে থাকা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলোয় দ্রুত গতির সঞ্চার করবে। তিনি শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়ে 'কর্নাটক মডেল' এবং 'গুজরাট মডেল' অনুসরণের আহ্বান জানান।

'কর্নাটক মডেল' থেকে শেখার পরামর্শ : মিতেশ লোকওয়ানি পরামর্শ দেন, কর্নাটক সরকার তার শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করার জন্য একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল। এই উদ্যোগটি অ্যারোস্পেস ও প্রতিরক্ষা (মহাকাশ প্রযুক্তি এবং ড্রোন-সহ), ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিক্স, অটোমোবাইল ও বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), কারিগরি ও কৃত্রিম তন্তু (এমএমএফ)-ভিত্তিক বস্ত্রশিল্প এবং ভোগ্যপণ্য (এফএমসিজি, জুতো এবং খেলনাসহ)-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল হয়েছে। আজ বাংলায়ও একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গুজরাটের শিল্প নীতি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ : মিতেশ লোকওয়ানি আরও উল্লেখ করেন, যে কাঠামোর জোরে গুজরাট আজ দেশের একটি প্রধান শিল্প কেন্দ্র এবং অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, গুজরাটের সেই শিল্পনীতি থেকেও অনেক কিছু শেখা যেতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট নীতিই বিনিয়োগকারীদের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বিনিয়োগকারীরা আশা করেন, প্রকল্পগুলো মাঝপথে বাধাপ্রাপ্ত হবে না এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে নীতি স্থিতিশীল থাকবে।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা হিন্দুস্থান সমাচার-এর কলকাতার ব্যুরো চিফ সন্তোষ মধুপ এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পেশ করেছেন। তাঁর মতে, রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর থেকে রাজ্যবাসীর মধ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি আশা জেগেছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই, এসব প্রত্যাশা পূরণ করাই হবে শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। তবে, বিগত চার-পাঁচ দশকে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর আমলে রাজ্য শোচনীয় জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। তা থেকে রাজ্যকে উদ্ধার করতে ধারাবাহিকভাবে ও পদ্ধতিগত উপায়ে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য— এই ক্ষেত্রগুলোতে ব্যাপক সংস্কারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, তিনি কর্মসংস্কৃতির কথাও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ইতিবাচক বিষয় হলো, নতুন সরকার এই চ্যালেঞ্জগুলো সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং তা উপলব্ধিও করছে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরপরই শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসন যেভাবে একের পর এক বড় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সরকারের দৃঢ় সংকল্প রয়েছে এবং বাংলার মানুষের মঙ্গলের জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে তারা দ্বিধা করে না। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকার এবং এর নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অবশ্যই ভবিষ্যতে এই 'সাহসী ভাবমূর্তি' বজায় রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, সবকিছু সঠিক পথে এগোলে আগামী বছরগুলোতে বাংলা আবারও ভারতের শিল্প মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, যা উন্নয়নের নতুন পথ খুলে দেবে এবং বিনিয়োগের এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে।

থমকে থাকা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলোয় দ্রুত গতির সঞ্চার করবে। তিনি শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়ে 'কর্নাটক মডেল' এবং 'গুজরাট মডেল' অনুসরণের আহ্বান জানান।

ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের প্রভাব : একটা সময় ছিল যখন কলকাতা দেশের শিল্পের ভরকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বাম আমলে ট্রেড ইউনিয়নের বাড়বাড়ন্ত এবং প্রায়শই ধর্মঘট শিল্পক্ষেত্রকে দুর্বল করে দেয়। পরবর্তীতে, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মতো আন্দোলন বিনিয়োগকারীদের আস্থা তলানিতে নিয়ে যায়। টাটা মোটরসের ন্যানো প্রকল্প রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া তারই একটা উদাহরণ। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং পুনের মতো শহরগুলো যখন আধুনিক পরিকাঠামো এবং গতিশীল স্টার্টআপ সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন বাংলা নীতিগত জটিলতার মধ্যে আটকে থেকে পিছিয়ে পড়ছিল। ফলে, রাজ্য থেকে পুঁজি এবং প্রতিভা উভয়ই হাতছাড়া হয়।

রাজ্যের নতুন সরকার যেভাবে শুরুতেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সবকিছু ঠিকঠাক চললে, দীর্ঘ খরা কাটিয়ে বাংলা আবারও ভারতের শিল্প মানচিত্রে তার পুরনো গৌরবময় স্থান ফিরে পাবে, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পলকে

আইনি নোটিস

মুম্বই, ২ জুন : অভিনেতা সলমন খান 'কালা হিরণ' নামে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে কাস্টিং ডিরেক্টর অক্ষয় পাণ্ডেকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছেন। মঙ্গলবার জানা গিয়েছে, ছবিটি সলমনের সঙ্গে জড়িত বহুল আলোচিত কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলার প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে। সলমনের আইনজীবীদের দাবি, ছবিটি অভিনেতার জনসমক্ষে গড়ে ওঠা ভাবমূর্তির ক্ষতি করতে পারে এবং রাজস্থান হাই কোর্টে বিচারাধীন মামলার উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। সলমন খানের আইনি দল ছবির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি অক্ষয় পাণ্ডের কাছে নিঃশর্ত প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ারও দাবি করা হয়েছে। নোটিসে অভিযোগ করা হয়েছে, ছবির প্রচার ও বিপণনের ক্ষেত্রে সলমন খানের নাম ও ভাবমূর্তি তাঁর অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্ষার কেরলমে

নয়াদিল্লি, ২ জুন : বর্ষার আগমন নিয়ে অবশেষে খানিকটা হলেও স্বস্তির খবর পাওয়া গেল। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) পূর্বাভাসে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার নাগাদ কেরলমে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় ৪ জুন থেকে লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জের আরও কিছু অংশ, কেরলম, তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের অবশিষ্ট অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল রয়েছে। এদিকে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়ে রয়েছে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবার গুজরাট ও রাজস্থানেও বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রেমিককে খুন

লখনউ, ২ জুন : স্বামীর সঙ্গে মিলে প্রেমিককে খুন করার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশের এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। পুলিশের দাবি, খুনের পর দেহ লোপাট ও সমস্ত প্রমাণ কী করে নিশ্চিহ্ন করা যায় তা ইউটিউবে সার্চ করেন ওই 'ঘাতক' দম্পতি। কেবল তাই নয়, দেহ টুকরো করে আগুনে পোড়ানোর চেষ্টাও তাঁরা করেন বলে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত পুলিশি জেরায় নিজেদের অপরাধ তাঁরা কবুলও করে নিয়েছেন বলে দাবি। গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম বিজয় নিশাদ। ৮ মে থেকে কোনও খোঁজ মিলছিল না তাঁর। বাড়িতে স্বাভাবিক ভাবেই উৎকণ্ঠা শুরু হয়ে যায়। তিন দিন পরও খোঁজ না মেলায় পুলিশে নিখোঁজ ডায়রি করে বিজয়ের পরিবার। তদন্তে নামে পুলিশ। দেখা যায়, বিজয়ের ফোন শেষবার ব্যবহৃত হয়েছিল কিরণ দেবী নামের এক মহিলার বাড়ির পাশে। খবর নিতেই জানা যায়, ওই মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে বিজয়ের।

'সনিক বুম'

ম্যাসাচুসেটস, ২ জুন : যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের আকাশে প্রকাণ্ড একটি উল্কাখণ্ড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর প্রায় ৩০০ টন টিএনটি বিস্ফোরকের সমপরিমাণ প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন করে সশব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সংস্থা এই বিরল মহাকাশীয় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। আনুমানিক ৩ মিটার চওড়া এই মহাজাগতিক পাথরটি অত্যন্ত উচ্চগতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর বাতাসের তীব্র ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে এবং একটি বিশাল আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করে বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট প্রচণ্ড শব্দ বা 'সনিক বুম' পুরো অঞ্চল জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

মায়ের শ্রাদ্ধে 'লন্ডা ডান্স'!

বেগুসরাই, ২ জুন : ভজন, ধর্মীয় আলোচনা বা গীতা পাঠ নয়। মায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে চটুল 'লন্ডা ডান্স' আয়োজনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঘটনাটি বিহারের বেগুসরাই জেলার। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৯ মে শিবনগর গ্রামের বাসিন্দা জানকী দেবী ওরফে ময়না দেবীর মৃত্যু হয়। ৩০ মে পরিবারের তরফে শ্রাদ্ধ এবং শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, মৃতার পুত্র মহারানা প্রতাপ পাসওয়ান প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিবর্তে নর্তকীদের ডেকে আনেন। এরপর মঞ্চ বেঁধে রাতভর সেখানে চলে চটুল 'লন্ডা ডান্স'।

ইউক্রেনে রাশিয়ান হামলা, মৃত ১৮

কিয়েভ, ২ জুন : প্রায় ৬০০ ড্রোন নিয়ে ইউক্রেনে ফের বড়সড় হামলা চালাল রাশিয়া। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহতের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। চলতি বছরে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম হামলা বলছে ওয়াকিবহাল মহল।

ইউক্রেনের সেনার তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার রাতভর ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে অন্তত ৭৩টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৬৫৬টি ড্রোন নিয়ে হামলা চালায় রুশ বাহিনী। কিয়েভ ছাড়াও তাদের লক্ষ্যে ছিল মধ্য ইউক্রেনের নিপ্রো, পূর্বের পোলতাভা, জাপোরিজিয়া এবং খারকিভের মতো বড় শহর। তবে ভ্লাদিমির জেলনস্কির সেনার দাবি, হামলার বেশিরভাগই তাঁরা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী ৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র, ৬০২টি ড্রোন ধ্বংস করেছে বলে সূত্রের খবর। গোটা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা প্রায় ১১৭। তাঁদের মধ্যে রয়েছে বহু শিশুও। জানা গিয়েছে, রুশ আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু বাড়িঘর এবং স্কুল। বিভিন্ন জায়গায় এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

উল্লেখ্য, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে সম্প্রতি তিন দিনের সংঘর্ষবিরতি হয়েছিল। তা শেষ হতেই ফের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে দু'দেশ। ইউক্রেনে নতুন করে হামলা শুরু করেছে রাশিয়া। গত মাসে কিয়েভে রুশ হামলায় নিহত হন অন্তত ২৫ জন। তার প্রত্যাঘাতও করে ইউক্রেন। কিন্তু জেলেনস্কির দেশে ফের আক্রমণ করল ভ্লাদিমির পুতিনের সেনা।

বিজেপি ছাড়ছেন আন্নামলাই, তামিলভূমে আসছে নয়া দল!

চেন্নাই, ২ জুন : যাবতীয় জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গেল বিজেপির সঙ্গে আন্নামলাইয়ের বিচ্ছেদ। দলত্যাগ ও নতুন দল গঠনের জল্পনার মাঝে মঙ্গলবার সকালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক বিএল সন্তোষের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আন্নামলাই। সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই তামিল বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি জানিয়ে দিয়েছেন সৌহার্দ্যপূর্ণ বিচ্ছেদ চান তিনি। দল অবশ্য আন্নামলাইকে ফেরানোর যাবতীয় চেষ্টা জারি রেখেছে। নির্বাচনের আগে থেকেই বিজেপির সঙ্গে ঠোকাঠুকি চলছিল আন্নামলাইয়ের। সিবিএসই-র শিক্ষানীতিতে তিন ভাষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের ব্যাপক বিরোধিতা করতে দেখা যায় তাঁকে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের আগে এআইএডিএমকে-র সঙ্গে বিজেপির জোটের বিরোধিতায় সরব হন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় নাইনার নাগেন্দ্রনকে। এমনকী নির্বাচনে দল তাঁকে টিকিটও দেয়নি। এই ঘটনায় বিতর্ক মাথাচাড়া দিলে সাংবাদিক বৈঠক করে আন্নামলাই জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেই ভোটে না লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও গত কয়েকমাসে একাধিকবার বিজেপির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান বিজেপির এই প্রাক্তন সভাপতি। এই পরিস্থিতিতেই শুরু হয়েছে আন্নামলাইয়ের বিজেপি ত্যাগের জল্পনা। আন্নামলাইয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর বিজেপিতে কোনও ভবিষ্যৎ দেখছেন না তিনি। যার জেরেই এই পদক্ষেপ। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, আন্নামলাইয়ের মান ভাঙাতে তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিল গেরুয়া শিবির তবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন আন্নামলাই। আপাতত সেই বৈঠকই শেষ আশা। তবে আন্নামলাই যতদূর এগিয়ে গিয়েছেন তাতে তাঁকে ফেরানো মুস্কিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

সোশাল মিডিয়ায় আন্নামলাইয়ের সমর্থকরাও সেই জল্পনায় ইন্ধন দিতে শুরু করেছে। এমনকী সোশাল মিডিয়ায় আন্নামলাইয়ের সম্ভাব্য দলের নাম ও প্রতীক সামনে এনেছেন বহু সমর্থক। তবে বিতর্ক চরম আকার নিলেও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি চর্চিত আন্নামলাই। উল্লেখ্য, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে বিজেপি সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন আন্নামলাই। তবে দ্রাবিড়ভূমে বিশেষ সাফল্য আসেনি গেরুয়া শিবিরের। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর আসনে আন্নামলাই নিজে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে হারেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ছাড়ছেন না সিদ্দা

বেঙ্গালুরু, ২ জুন : আট বছরের রাজ্যপাট শেষ। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন সিদ্দারামাইয়া। দক্ষিণী রাজ্যের মসনদে এখন ডিকে শিবকুমার। তবুও মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ছাড়ছেন না সিদ্দা। জানা গিয়েছে, তিনি কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনেই থাকবেন। এরপরই কংগ্রেসের কোন্দল নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে দক্ষিণী রাজ্যে। তবে সূত্রের খবর, সরকারি বাসভবনে থাকা নিয়ে কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা পারস্পরিকভাবে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছেছেন। এই বোঝাপড়া অনুযায়ী, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৮ সাল পর্যন্ত কাবেরী বাংলোতেই বসবাস করবেন। অন্যদিকে, শিবকুমার প্রাথমিকভাবে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত বাসভবন থেকেই তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে জানা গিয়েছে। তবে পরে তিনি কোনও সরকারি বাসভবনে স্থানান্তরিত হতে পারেন। বুধবার কর্নাটকের ২৫তম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন শিবকুমার। মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার পর রাহুল গান্ধীর বাসভবনে একদফা বৈঠক করেন সিদ্দা। রাহুল ও খাড়গের উপস্থিতিতে সেই বৈঠকে নিজের দাবি দাওয়া পেশ করেন সিদ্দারামাইয়া। এমএলসি পদে নিয়োগের জন্য নামের তালিকা পেশ করেন। এর পাশাপাশি মন্ত্রিসভায় কাদের নিয়োগ করতে হবে সে তালিকাও দেওয়া হয় হাইকমান্ডকে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ মিলিয়ন মশা ছাড়ার অনুমতি চাইল গুগল

নিউইয়র্ক, ২ জুন : গুগল এবার রোগ ছড়ানো মশার সংখ্যা কমাতে নতুন একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে মোট ৩২ মিলিয়ন (৩ কোটি ২০ লক্ষ) পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত পুরুষ মশা ছাড়ার অনুমতি চেয়েছে। গুগলের লক্ষ্য হলো, এসব জীবাণুমুক্ত পুরুষ মশা স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হলেও বংশবিস্তার করতে পারবে না। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগ ছড়ানো মশার সংখ্যা কমে আসবে। মশাকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী প্রাণী হিসেবে ধরা হয়। কারণ ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, জিকা, চিকুনগুনিয়া এবং ওয়েস্ট নাইল ভাইরাসের মতো রোগ ছড়িয়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (ইপিএ) বর্তমানে গুগলের আবেদন পর্যালোচনা করছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুই বছর ধরে প্রতিবছর ক্যালিফোর্নিয়া ও ফ্লোরিডায় ১৬ মিলিয়ন পর্যন্ত মশা ছাড়া হতে পারে। এ বিষয়ে জনমত গ্রহণের সময়সীমা ৫ জুন পর্যন্ত। এরপর ইপিএ সিদ্ধান্ত নেবে গুগলকে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে কি না। এই প্রকল্পে ব্যবহৃত পুরুষ মশাগুলো মানুষকে কামড়ায় না এবং কোনও রোগও ছড়ায় না। গুগলের পরীক্ষাধীন একটি প্রধান পদ্ধতিতে পুরুষ মশার শরীরে ওলবাকিয়া নামের একটি প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো হয়। এরপর এসব মশা বন্য পরিবেশের স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হলেও তাদের ডিম থেকে নতুন মশা জন্মায় না। গুগলের ভাষায়, 'প্রতিটি প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে মশার সংখ্যা কমতে থাকে।' এর ফলে সময়ের সঙ্গে রোগ ছড়ানো মশার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।

আফ্রিকা সিডিসিকে ৪৩ টন চিকিৎসা সহায়তা পাঠাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২ জুন : আফ্রিকা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (আফ্রিকা সিডিসি)-কে চিকিৎসা সহায়তার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৩ টন সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত। এই সহায়তার মধ্যে রয়েছে সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, ওষুধ এবং বিভিন্ন পুষ্টি-সহায়ক উপাদান। আফ্রিকার দেশগুলিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং ইবোলা মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার এক্স-এ পোস্ট করে জানান, আফ্রিকা সিডিসির জন্য চিকিৎসা সহায়তার দ্বিতীয় দফার চালান পাঠানো হয়েছে। ৪৩ টনের এই চালানে সুরক্ষা মূলক পোশাক, ডায়াগনস্টিক ও মনিটরিং সরঞ্জাম, ওষুধ এবং সাপ্লিমেন্ট রয়েছে। এস জয়শঙ্কর বলেন, এই সহায়তা আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির জনস্বাস্থ্য প্রস্তুতিকে আরও মজবুত করবে এবং ইবোলা মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে বলে ভারতের বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, আফ্রিকা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (আফ্রিকা সিডিসি) হল আফ্রিকান ইউনিয়নের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান সংস্থা। এর সদর দফতর ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় অবস্থিত। সংস্থাটি আফ্রিকা জুড়ে সংক্রামক রোগের নজরদারি, মহামারি নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষাগার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজ করে থাকে।

নিউ ইয়র্ক ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সাফল্য মণিপুরি চলচ্চিত্রের

মুম্বই, ২ জুন (হি.স.): বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতে ফের সমাদৃত হল ভারত। নিউ ইয়র্ক ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সাফল্য মণিপুরি চলচ্চিত্র বুং-এর। প্রযোজনায় ফারহান আখতারের প্রযোজনা সংস্থা এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট। চলচ্চিত্র উৎসবটি চলেছিল ২৮ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত। সেরা পরিচালকের শিরোপা অর্জন করেছেন ছবির পরিচালক লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। ছবির তরুণ অভিনেতা গুগুন কিপগেন সম্মানিত হলেন সেরা শিশুশিল্পী পুরস্কারে। এছাড়াও সেরা নবাগত চলচ্চিত্র হিসেবেও সম্মানিত হয়েছে এই ছবি। নিউ ইয়র্ক ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়েছিল দেশ - বিদেশের মোট ১৫টি ভাষার ছবি। বুং-এর সাফল্য গোটা ভারতের চলচ্চিত্র জগতের কাছে চিরকাল একটি মাইলফলক হিসেবে রয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, বুং মণিপুরের উপত্যকায় বসবাসকারী এক নিষ্পাপ বালকের জীবনের আবর্তে তৈরি আবেগঘন কাহিনী। মায়ের একাকীত্ব এবং পরিবারের কঠিন পরিস্থিতিকে কাছ থেকে উপলব্ধির পর পরিবারকে সুখী করতে সে ফিরিয়ে আনার সংকল্প করে। এই যাত্রাপথে তাকে সম্মুখীন হতে হয় বহু কঠিন পরিস্থিতির। এর আগেও বাফটা ২০২৬-এ ছবিটি জিতেছে সেরা শিশু ও পারিবারিক চলচ্চিত্রের সম্মান।

১০০ বছর পর সৌদিতে জন্ম বিলুপ্তপ্রায় বুনো গাধার

রিয়াধ, ২ জুন : সৌদি আরবে ১০০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো বিশ্বের বিরল বুনো গাধা (ওনাগার) জন্ম নিয়েছে। এটিকে আরব উপদ্বীপে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণী পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। এশীয় বুনো গাধা বা ওনাগার এশিয়া অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। এদের বৈজ্ঞানিক নাম 'ইকুয়াস হেমিওনাস'। এরা ঘোড়ার চেয়ে কিছুটা ছোট এবং আকারে গৃহপালিত গাধার সমতুল্য হলেও এদের গায়ের রং ফ্যাকাসে এবং খাড়া কেশর থাকে। প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান রয়্যাল রিজার্ভ জানিয়েছে, তাদের 'অ্যারাবিয়ান রিওয়াইল্ডিং' কর্মসূচির আওতায় ২০২৫ সালের জুন মাসে একটি পুরুষ ওনাগার জন্ম নিয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো আরব উপদ্বীপের ২৩টি স্থানীয় প্রাণী প্রজাতিকে তাদের ঐতিহাসিক আবাসস্থলে আবার ফিরিয়ে আনা। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের (আইইউসিএন) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বন্য পরিবেশে ৬০০টিরও কম ওনাগার অবশিষ্ট রয়েছে। এদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার আশঙ্কার কারণে ২০২৫ সালে প্রজাতিটিকে 'মহাবিপন্ন' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

ধুরন্ধর-২ নিয়ে ক্রুদ্ধ ডি কোম্পানি

করাচি, ২ জুন : পাকিস্তানে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও ভারতবিরোধী নাশকতার মদত দিতে কোনও ক্লান্তি নেই তাঁর! বলিউডের স্পাই থ্রিলার 'ধুরন্ধর-২: রিভেঞ্জ'-এ এমনই এক চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছেন 'বড়সাহেব'। আর তা নিয়েই নাকি ছবির পরিচালক আদিত্য ধর আর তাঁর টিমের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে ডি কোম্পানি। কারণ, চেহারা আর বাচনভঙ্গিতে নাকি পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে মিল রয়েছে 'বড়সাহেব'-এর! গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, বক্স অফিসে ধুরন্ধর-২ সাফল্য পাওয়ার পরে ডি কোম্পানি নতুন করে মুম্বইয়ে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীতে আবার নিজেদের 'উপস্থিতি' প্রমাণ করা। তারা চাইছে দাউদ যে এখনও সুস্থ এবং সক্রিয়, তা প্রমাণ করতে। ১৯৯৩ সালের মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, অস্ত্র ও জাল নোট সরবরাহ-সহ একাধিক নাশকতায় যুক্ত দাউদ দীর্ঘদিন ধরেই বাণিজ্যনগরী করাচির বাসিন্দা বলে দাবি করে আসছে দিল্লি। করাচিতে দাউদের ঠিকানার কথা ২০২০ সালে পাকিস্তানও কবুল করে। সেই ঠিকানা তার কয়েক বছর আগেই ইসলামাবাদের হাতে তুলে দিয়েছিল ভারত।

আমেরিকায় ৬ জনকে খুন করে আত্মঘাতী হামলাকারী

ওয়াশিংটন, ২ জুন : ফের রক্তস্নাত আমেরিকা। আইওয়া প্রদেশের মাস্কাটিন শহরে এলোপাতাড়ি গুলিতে মৃত্যু হল ৬ জনের। এত জনকে খুনের পর হামলাকারী নিজেও আত্মঘাতী হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরেই মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার দুপুরে এই মর্মান্তিক হামলার ঘটনা ঘটে। মাস্কাটিনের পুলিশ প্রধান অ্যান্থনি কিস জানিয়েছেন, দুপুর ১২টা নাগাদ গুলি চলার খবর পায় পুলিশ। হামলাকারী দু'টি বাড়ি ও একটি দোকানকে নিশানা করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জনের।

একটি বাড়ি থেকে ৪ জনের, অন্য একটি বাড়ি ও দোকান থেকে ২ জনের দেহ উদ্ধার হয়। জানা যাচ্ছে, হামলাকারী ৫২ বছরের প্রৌঢ় রায়ান উইলিস ম্যাকফারল্যান্ড। ৬ জনকে খুনের পর এলাকা থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। এই অবস্থায় অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। ব্যাপক তল্লাশির পর অভিযুক্তের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেললে গ্রেফতারির আশঙ্কায় নিজেই নিজেকে গুলি করেন রায়ান। পুলিশ তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, মৃতরা সকলেই রায়ানের আত্মীয় ছিলেন। পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই হিংসার সূত্রপাত। যদিও পুলিশের তরফে নিহতদের পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

নেতানিয়াহুর উপরে চটে লাল ট্রাম্প

বেইরুট, ২ জুন : হিজবোল্লাকে দুরমুশ করতে দক্ষিণ লেবাননের অভ্যন্তরে পা রেখেছে ইজরায়েল সেনা। সেদেশে নেতানিয়াহুর ক্রমবর্ধমান সামরিক অভিযানের জেরে প্রবল ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানা যাচ্ছে, ফোনে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট জানিয়েছেন, আমেরিকার হস্তক্ষেপ না থাকলে এতদিনে নেতানিয়াহুর ঠিকানা হত জেল। সংবাদমাধ্যম সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এক মার্কিন আধিকারিক দাবি করেছেন, ট্রাম্প নাকি ফোনে নেতানিয়াহুকে বলেছেন, 'তুমি এসব কী করছ? একটা আস্ত পাগল' (ছাপার অযোগ্য)। আমি না থাকলে তুমি জেলে থাকতে। আমি তোমার জীবন বাঁচাচ্ছি। এখন সবাই তোমাকে ঘৃণা করে।

এই কারণে সবাই ইজরায়েলকে ঘৃণা করে।' বেইরুটের দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলিতে হিজবুল্লার ঘাঁটিতে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন নেতানিয়াহু। দক্ষিণ লেবাননে হামলাকে সম্প্রসারিত করার এই পরিকল্পনা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না ট্রাম্প।

তাঁর সবচেয়ে বড় ভয়, এই যুদ্ধ জিগিরে ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার পরিবেশ বিগড়ে যেতে পারে। কোনওভাবেই যাতে তা না হয়, সেব্যাপারে ওয়াশিংটন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বলে রাখা ভালো, দক্ষিণ লেবাননে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি পাহাড় দখল করেছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। এই পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ঐতিহাসিক বেউফোর্ট দুর্গ। ৪৪ বছর পর সেই দুর্গে উঠেছে ইজরায়েলের পতাকা। আর এহেন পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহুকে তাই ফোনে রীতিমতো ভর্ৎসনা করেছেন ট্রাম্প। যা নিয়ে চর্চা আন্তর্জাতিক মহলে।

এদিকে, ইরান যুদ্ধ নিয়ে শুক্রবার জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু দীর্ঘ সেই বৈঠকেও কোনও রফাসূত্র মেলেনি। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি এবার তেহরানে হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন ট্রাম্প? এই জল্পনাই এখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

সূত্রের খবর, ট্রাম্প বৈঠকেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমেরিকার দেওয়া অন্যতম প্রধান শর্তগুলি যদি ইরান না মানে তাহলে তেহরানে ফের অভিযান শুরু করতে পারে ওয়াশিংটন। তবে তিনি এমন কথা বললেও আসলে তিনি যুদ্ধ আর বাড়াতে চান না। আপাতত হুঁশিয়ারি দিয়ে পরিস্থিতি কেবল নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন। মত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের।

অসম লোকসেৱা আয়োগ
ASSAM PUBLIC SERVICE COMMISSION
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-781022.

No. 94PSC/CON/Exam-04/2026-2027

RESULT

The Assam Public Service Commission hereby declares today, the 2nd June, 2026, the result of the recruitment to the posts of **Insurance Medical Officer (IMO) ESI Scheme, Assam under Labour Welfare Department** (Advt. No. 16/2025 dated 25/04/2025).

The interview for the said post was conducted by the Commission in collaboration with Experts deputed by the Govt. of Assam on 26th, 29th, 30th May & 2nd June, 2026. The Commission recommended the following candidates for the said posts, in order of merit:

Name of Post: **Insurance Medical Officer (IMO) ESI Scheme, Assam under Labour Welfare Department**
Total no. of posts: 13 (RFW: 2) | PwBD: Nil, Ex-Servicemen: Nil
Break up: OC- 5 (RFW: 1), OBC/MOBC- 5 (RFW: 1), SC- 2 (RFW: 0), STP- Nil, STH- 1 (RFW: 0)

Position	Roll No.	Name of Candidate	Category	Gender	Recommended against vacancy
1.	10112	SAMSUL ALOM	GEN	M	Open Category
2.	10114	SAURAV DEKA	GEN	M	Open Category
3.	10031	DEVASISH BHUYAN	GEN	M	Open Category
4.	10046	HRISHIKESH KALITA	GEN	M	Open Category
5.	10073	MD SADIQE AHMED	OBC	M	Reserved
6.	10022	CHANDAMITA CHAKRABORTY	GEN	F	Open Category
7.	10061	KRINALINI TANTI	MOBC	F	Reserved
8.	10029	DEEPRANJAN DAS	SC	M	Reserved
9.	10074	MEHBUB ALAM MAZUMDAR	MOBC	M	Reserved
10.	10067	MANGGIN LHOUJEM	STH	M	Reserved
11.	10015	ARIF AHMED	MOBC	M	Reserved
12.	10128	SUNDAR CHANGMAI	OBC	M	Reserved
13.	10034	DIPANKAR SARKAR	SC	M	Reserved

• Results may be accessed through the APSC's website www.apsc.nic.in

Principal Controller of Examinations,
Assam Public Service Commission,
Jawaharnagar, Khanapara, Guwahati-22

DIPR/D/SMK 25 3-Jun-26

একের পাতার পর

অসমের কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে

কৃষির বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পরে সামাজিক মাধ্যমে জানান, কৃষকদের কল্যাণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের কৃষকবান্ধব প্রকল্পগুলিকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কৃষিকে আরও লাভজনক করে তুলতে যান্ত্রিকীকরণ, শীতঘর নির্মাণ, উন্নত বিপণন ব্যবস্থা, কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল উন্নয়নের বিষয়েও আলোচনা উঠে আসে।

বৈঠকে 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পের অগ্রগতিও বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, অসমে ইতোমধ্যেই ৯ লক্ষেরও বেশি মহিলা 'লখপতি দিদি' হিসেবে গড়ে উঠেছেন, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকিউবেশন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের প্রসার, মহিলা কৃষকদের জন্য পাওয়ার উইডার সরবরাহ, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় অনুমোদিত প্রকল্প এবং জাতীয় ভোজ্যতেল মিশনের সম্প্রসারণ নিয়েও আলোচনা হয়। নিরাপদ কৃষিচর্চার জন্য চলতি বছরে রাজ্যে ১,৫০০টি নতুন বাণিজ্যিক পলিহাউস অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি কীটনাশক পরীক্ষাগার ও ভোজ্যতেল পরীক্ষাগারের ভবন নির্মাণেও ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

অসমের জৈব কৃষিপণ্যের রফতানি বাড়াতে এপিডা এবং ন্যাশনাল অর্গানিক কো-অপারেটিভ লিমিটেডের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে অসমের জৈব পণ্যের প্রবেশ আরও সহজ হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। বৈঠকে অসমের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করা, 'ফক্সটেল অর্কিড' এবং মশলা চাষ সংক্রান্ত গবেষণা সম্প্রসারণের বিষয়ও উঠে আসে। একই সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির কর্মীদের পেনশন ও অবসরকালীন সুবিধা সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের কিছু অমীমাংসিত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সহযোগিতার জন্য শিবরাজ সিং চৌহানকে ধন্যবাদ জানান। শিবরাজও বলেন, কৃষক, গ্রামীণ পরিবার এবং যুবসমাজের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য আগামী দিনেও যৌথভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

সুপ্রিম কোর্টে নয়া পাঁচ

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, শ্রী চন্দ্রশেখর বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সঞ্জীব সচদেব মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অরুণ পল্লি জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ভি মোহনা ছিলেন একজন বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ আইনজীবী।

উল্লেখ্য, গত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির অনুমোদিত সংখ্যা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৩৮ করেছে। এই সংখ্যার মধ্যে প্রধান বিচারপতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান দুই বিচারপতি পঙ্কজ মিথাল এবং জে কে মহেশ্বরী যথাক্রমে ১৬ জুন ও ২৮ জুন অবসর গ্রহণ করবেন। তাদের অবসরের আগেই পাঁচজন নতুন বিচারপতির নিয়োগের মাধ্যমে আদালতের বিচারিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রেশম শিল্প বিশ্ববাজারে পৌঁছে

একমাত্র প্রাকৃতিক সোনালি রেশমের আবাসস্থল হিসেবে অসম আন্তর্জাতিক বিলাসবহুল রেশম শিল্পের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। 'মুগাকে অসমের বিশেষ পরিচয় হিসেবে তুলে ধরে আমরা তাঁতি, রেশমপালক, কারিগর ও উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছি। একই সঙ্গে এই ঐতিহ্যবাহী পণ্যকে বিশ্বের বাছাই করা বাজারে পৌঁছে দেওয়ার পথও খুলে দিচ্ছি।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, এই উদ্যোগের লক্ষ্য 'ফার্ম গেট টু ফ্যাশন শোর'; অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে আন্তর্জাতিক বাজার পর্যন্ত মুগা রেশমের সম্পূর্ণ মূল্যশৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা। এর ফলে উৎপাদন বাড়বে, গুণমান উন্নত হবে এবং শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই প্রকল্পকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'মিশন সোঁজালি অসমের মুগা রেশম শিল্পের জন্য ৪০০ কোটিরও বেশি টাকার একটি পরিকল্পনা। এই মিশন মূলত শিল্পটির পেছনে থাকা মানুষদের:কৃষক ও তাঁতিদের:সুরক্ষা ও শক্তিশালী করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।' তিনি জানান, প্রকল্পের আওতায় ১,১৮০টি ফার্মার ইন্টারেস্ট গ্রুপ (এফআইজি) এবং ৩০টি ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) গঠন করা হবে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সংগঠিত করে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও লেখেন, 'ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি এবং কোনে জিআই প্রমাণীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা সহজেই অসমের মুগা হস্তশিল্পের সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। এই প্রকল্প ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সেই ভাবনারই প্রতিফলন, যেখানে আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের নতুন সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে এবং অসমের পরিচয়কে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশ থেকে জাপান এবং তার বাইরেও নতুন বাজারে পৌঁছবে অসমের মুগা পণ্য।'

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৬ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চলা এই মিশনে ডোনার মন্ত্রক, অসম সরকার, বস্ত্রমন্ত্রক, সমবায় মন্ত্রক, আপেডা, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আইসিএআর), ডিআরডিও-সহ মোট ১১টি সংস্থা অংশীদার হিসেবে কাজ করবে। গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন এবং রফতানি সম্প্রসারণে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে যোরহাট, শিবসাগর, সুয়ালকুচি, মাজুলি এবং লখিমপুরে পাঁচটি আধুনিক রিলিং ইউনিট স্থাপন করা হবে। এর ফলে কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদনের দক্ষতা বাড়বে এবং স্থানীয় স্তরে মূল্য সংযোজনের সুযোগও তৈরি হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন কৌশলের প্রসঙ্গ টেনে সিন্ধিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'অষ্টলক্ষ্মী' ভাবনার আওতায় প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব শক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনায় নাগাল্যান্ডের জন্য কফি, ত্রিপুরার জন্য আনারস, সিকিমের জন্য জৈব কৃষি, অরুণাচল প্রদেশের জন্য কিউই, মিজোরামের জন্য জৈব আদা এবং মণিপুরের জন্য পোলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অসমের ক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বখ্যাত মুগা রেশমকে।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী বিলাসবহুল বস্ত্রের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটে উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্র্যান্ডিং, জিআই সুরক্ষা এবং আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার ওপর জোর দিলে মুগা রেশম অসমের গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। সরকারের আশা, 'মিশন সোঁজালি' শুধু একটি প্রকল্প নয়, বরং অসমের 'সোনালি সুতো'কে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করার দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক যাত্রার সূচনা।

সীমান্ত পরিস্থিতি দেখতে ৫ জুন

কাঁটাতারের বেড়া এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৮৫৬ কিলোমিটার, যা রাজ্যের মোট সীমান্তের প্রায় ৮৪ শতাংশ। এর মধ্যে প্রায় ৮০৩ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা এবং প্রাকৃতিক কারণে সীমান্তের কিছু অংশে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে কয়েকটি নদী পথে পরিবর্তনের ফলে সীমান্ত বেড়ার অবস্থান ও কার্যকারিতা নিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়গুলি নিয়ে আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সাহা সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যার ছবি সহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আগামী ৮ জুন থেকে নয়াদিল্লিতে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও বিজিবি-র উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি ধারণা নিতে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে অমিত শাহের এই ত্রিপুরা সফর বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

শুক্রবার ১২.৪৫ টায় শপথ

রয়েছে তাঁর। এছাড়াও রাজ্যে বিজেপির উত্থানে রাজীব রায়ের প্রয়াত বাবা বিমলাংশু রায়েরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বরাক উপত্যকা থেকে দ্বিতীয় মন্ত্রীর প্রতিযোগিতায় কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছেন রাজদীপ গোয়ালা। তবে শুরু থেকে চর্চায় থাকলেও, মন্ত্রীদের প্রতিযোগিতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন কৃষ্ণেন্দু। এই দু'জনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একজনকে বেছে নেওয়া হবে বলে। আবার জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে এবার যে বিধায়কদের নাম চর্চায় উঠে এসেছে, যার মধ্যে সুশান্ত বড়গোহাঞির নাম চর্চায় ছিল। কিন্তু নতুন করে বিশেষ কোয়ারের নাম চর্চায় উঠে এসেছে। সংঘ পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় এবার তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হলে তার ভাগ্য উদয় হতে পারে। মন্ত্রিত্বের চর্চায় উঠে এসেছে নতুন করে তরঙ্গ গগৈয়ের নামও। এসিএ-এর সভাপতি হিসেবে তাঁর মাথায় শর্মা-র আশীর্বাদ রয়েছে। ফলে তাঁর পাল্লা কিছুটা ভারী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের শিবিরের মানুষ হিসেবে বিমল বরার নাম চর্চায় রয়েছে। কিন্তু যদি নতুন মন্ত্রীর তালিকায় তরঙ্গের নাম পাকা হয়, সেক্ষেত্রে বিমল বরা বাদ যেতে পারেন। হিন্দিভাষীর প্রতিনিধি হিসেবে কৌশিক রায়ের নাম প্রায় নিশ্চিত হওয়ায়, অশোক সিংহল অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে পল্লব লোচন দাসেরও মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন মন্ত্রীর তালিকায় ভবেশ কলিতার নামও চর্চায় উঠে এসেছে। আবার শেষ মুহূর্তে নতুন করে কারও নামও সামিল হতে পারে তালিকায়। সবমিলিয়ে নতুন মন্ত্রী হিসেবে কারা শপথ নেবেন, শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রীই।

অসমে বাল্যবিবাহ ও কুমারী

সমীক্ষার সময় গর্ভবতী ছিল, তাদের হার ১১.৭ শতাংশ থেকে কমে ৭.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন ধরা পড়েছে। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ১০ বা তার বেশি বছর শিক্ষালাভকারীর হার ২৯.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৭.১ শতাংশ হয়েছে। ডিজিটাল সংযোগের ক্ষেত্রেও বড় অগ্রগতি দেখা গেছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৩.৫ শতাংশ নারী জানিয়েছেন যে তাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন, যেখানে আগের সমীক্ষায় এই হার ছিল মাত্র ২৮.২ শতাংশ। একইভাবে নিজস্ব মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী নারীর হার ৫৭.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৬.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নিজে ব্যবহার করেন এমন ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট রয়েছে; এমন নারীর হার ৭৮.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯১.৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এটি আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। মাতৃস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় সব গর্ভবতী নারীই প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। এছাড়া গর্ভাবস্থায় অন্তত ১৮০ দিন আয়রন-ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট গ্রহণকারী মায়ের হার ১৮.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৪ শতাংশ হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসবের হারও ৮৪.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৭.৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত অভ্যাসেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেছে। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ঋতুস্রাব সুরক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৬৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫.১ শতাংশ হয়েছে। সমীক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীর প্রতি সহিংসতার হার কমে যাওয়া। ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সী বিবাহিত নারীদের মধ্যে স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হওয়ার হার এনএফএইচএস-৫-এর ৩২.২ শতাংশ থেকে কমে ১৬.২ শতাংশে নেমে এসেছে, যা প্রায় অর্ধেক।

তবে কিছু উদ্বেগও সামনে এসেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯.৬ শতাংশ নারী উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন অথবা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ সেবন করছেন। এছাড়া ১২.৫ শতাংশ নারীর রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি অথবা তাঁরা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ওষুধ গ্রহণ করছেন। ফলে অসংক্রামক রোগের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এখনও উদ্বেগের বিষয় হয়ে রয়েছে। এনএফএইচএস-৬-এর তথ্য বলছে, শিক্ষা, আর্থিক স্বনির্ভরতা, মাতৃস্বাস্থ্য, ডিজিটাল ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অসমের নারীরা ধীরে ধীরে হলেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করছেন।

ভোট পর্যালোচনায় শিলচর

যে, খবর পেয়ে ছুটে যেতে হয় পুলিশকেও। তবে পুলিশ অবশ্য কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকেনি। অপেক্ষা করছিল গেটের সামনে। মার খাওয়ার পর আনসারকে ভয়ে দরজা বন্ধ করে আবদ্ধ থাকতে হয় কার্যালয়ের একটি কক্ষে।

ঘণ্টাখানেক পর তার কয়েকজন সঙ্গী পৌঁছে তাকে বন্ধ কক্ষ থেকে ব্যারিকেড করে বাইরে নিয়ে যান। এরপর পুলিশ তাকে দ্রুত একটি গাড়িতে উঠিয়ে সরিয়ে দেয় সেখান থেকে। মারপিটের ঘটনা নিয়ে আনসার সোনাই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নাসিম আহমদ লস্কর সহ ১২ জনকে অভিযুক্ত করে সদর থানায় এজাহার দায়ের করেছেন।

কাছাড়ের ৭টি বিধানসভা আসনের নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন কর এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রাঞ্জল ঘাটোয়ারকে। সূচি অনুযায়ী এদিন পর্যালোচনা করা হয় লক্ষীপুর, ধলাই এবং সোনাই আসনের ফলাফল। দুপুর ১২টা নাগাদ ইন্দিরা ভবনের শ্যামাচরণ হলে শুরু হয় পর্যালোচনা পর্ব। প্রথমে লক্ষীপুর এরপর ধলাই-এর ফলাফল পর্যালোচনার পর বিকেল ৪টা নাগাদ শুরু হয় সোনাইয়ের ফলাফল পর্যালোচনা। লক্ষীপুর এবং ধলাইয়ের পর্যালোচনা পর্বে ৩ পর্যবেক্ষকের মধ্যে আমিনুর রশিদ চৌধুরী ছিলেন গরহাজির। সোনাইয়ের পর্যালোচনা শুরুর কিছুক্ষণ পর হাজির হন তিনি।

লক্ষীপুর ও ধলাই-এর পর্যালোচনা পর্বে লোকসংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। আর পর্যালোচনা পর্বও মিটে যায় শান্তিপূর্ণভাবে। লক্ষীপুর এবং ধলাই থেকে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক নেতা-কর্মী হাজির হলেও সোনাইর ক্ষেত্রে দেখা যায় উল্টো চিত্র। ওই বিধানসভা এলাকার প্রচুরসংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী আগে থেকেই হাজির ছিলেন কার্যালয়ে। তাদের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা পর্বে শ্যামাচরণ হলের প্রায় সব আসনই ভরে যায়। এদিকে সোনাইর পর্যালোচনা শুরুর আগেই কার্যালয়ে হাজির হতে দেখা যায় আনসার হোসেন বড়লস্করকেও। আনসারও সোনাই আসনে দলের টিকিট চেয়েছিলেন। আমিনুলের অনুগামী কংগ্রেসিরা আগে থেকেই অভিযোগ করে আসছিলেন, টিকিট না পেয়ে নির্বাচনের সময় আনসার প্রতিদ্বন্দ্বী অগপ প্রার্থী করিম উদ্দিন বড়ভুইয়ার হয়ে প্রকাশ্যে আমিনুলের বিরোধিতা করেছেন। এনিয়ে আগে থেকেই আমিনুলের অনুগামী কংগ্রেসিরা ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

এদিন তাকে কার্যালয়ে হাজির হতে দেখেই শুরু হয়ে যায় কানাঘোষা। তবে শুরুতে কিছু হয়নি। আমিনুল সহ সোনাইর কংগ্রেসিরা পর্যবেক্ষকদের সামনে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য শ্যামাচরণ হলে ঢোকার পরও কয়েকজন থেকে যান বাইরে। বন্ধ দরজার বাইরে যখন এরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন পাশেই জেলা কংগ্রেস সভাপতির কক্ষে বসেছিলেন আনসার। তিনি একবার বাইরে বারান্দায় আসতেই আমিনুল সমর্থক কয়েকজন কংগ্রেসির সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ অগপ প্রার্থীর হয়ে কাজ করে কেন তিনি কংগ্রেস কার্যালয়ে এসেছেন, এ নিয়ে কয়েকজন প্রশ্ন করলে আনসারও জবাবে কিছু কথা বলেন। এরপরই শুরু হয়ে যায় মারপিট। মার খেয়ে আনসার এক সময় বারান্দায় লুটিয়ে পড়েন। এই অবস্থায় দলের অন্য দুই কর্মকর্তা রণজিৎ দেবনাথ ও জাভেদ আখতার লস্কর।

কোনওক্রমে আনসারকে টেনে নিয়ে কার্যালয়ের বড়বাবুর কক্ষে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। তবে উত্তেজিত সোনাইর কয়েকজন কংগ্রেসি এরপরও দরজা খুলতে ধাক্কা ধাক্কি করতে থাকেন। এই অবস্থায় পর্যবেক্ষক প্রাঞ্জল ঘাটোয়ার সহ আমিনুল হক লস্কররা শ্যামাচরণ হল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে উত্তেজিত কংগ্রেস কর্মীদের বুঝিয়ে শুনিয়ে সরিয়ে নিয়ে যান। উত্তেজিত কর্মীদের শ্যামাচরণ হলে ঢুকানোর পর ফের শুরু হয় পর্যালোচনা। এভাবে পরিস্থিতি কিছুক্ষণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ১৫-২০ মিনিট পর ফের আরো কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী আনসার দরজা বন্ধ করে বসে থাকা বড়বাবুর কক্ষের দিকে উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে যান। তবে এবারও প্রাঞ্জল ঘাটোয়ার ও আমিনুল হক লস্কর সহ অন্য কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে তাদের সরিয়ে নিয়ে যান।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কিছুক্ষণ পর আনসারের কয়েকজন সঙ্গী হাজির হন ইন্দিরা ভবনে। পুলিশও হাজির হয়, পুলিশ পৌঁছে অপেক্ষা করতে থাকে কার্যালয়ের গেটের সামনে। আনসারের সঙ্গীরা তাকে বন্ধ কক্ষ থেকে ডেকে বের করে ব্যারিকেড করে বাইরে নিয়ে যান। বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময়ও আমিনুল সমর্থক সোনাইর এক কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে তার কিছুটা উত্তেজিত বাক্য বিনিময় হয়। তবে অন্যান্যদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি তখন আর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। আনসারকে তার সঙ্গীরা বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ তাকে একটি গাড়িতে উঠিয়ে সেখান থেকে দ্রুত সরিয়ে দেয়।

ঘটনা নিয়ে আনসারের বক্তব্য,বিনা প্ররোচনায় আমিনুলের বাহিনীর সোনাইয়ের কিছু লোক তাকে মারপিট করেছেন। এভাবে চলতে থাকলে তাদের মতো লোকদের কংগ্রেসে টিঁকে থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। নির্বাচনে দল বিরোধীতার অভিযোগ খণ্ডন করে আনসার বলেন, শুধু মুখে বললেই হবে না এর প্রমাণ দিতে হবে। কেউ প্রমাণ দিলে, দল তাকে যে শাস্তি দেবে, তা তিনি মাথা পেতে নেবেন। আনসার এদিন কংগ্রেস কার্যালয়ে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটনা নিয়ে সোনাই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নাসিম আহমদ লস্কর সহ অন্য ১১ জন আকিবুজ্জামান লস্কর, আব্দুল জব্বার বড়ভুইয়া, চন্দন মজুমদার, আলম হোসেন চৌধুরী, নজমুল হোসেন ওরফে কাবলু, আবুল কাদির মজুমদার, মুজাহিদুল মজুমদার, আনোয়ার শাহাদত মজুমদার, রুবেল আহমদ মজুমদার, শাহিন আহমদ বড়ভুইয়া ও মাসুক আহমদ লস্করের নামে সদর থানায় এজাহার দায়ের করেছেন।

এদিকে পর্যালোচনা সভা শেষ হওয়ার পর আমিনুল বলেন, কেউ কাউকে মারপিট করেছে কি না তা তিনি দেখেননি। হইচই শুনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে এও বলেন, এদিন যারা সোনাই থেকে পর্যালোচনা সভায় এসেছিলেন তারা কেউ তার সমর্থক নন, তবে সবাই কংগ্রেস কর্মী। দলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক থাকা উচিত নয়। আমিনুল নাম না করে আনসার প্রসঙ্গে বলেন, উনি যদি জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন তবে নির্বাচনে জেলায় দলের পক্ষে তার কোনও ভূমিকা দেখা যায়নি কেন। আনসারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, হাইলাকান্দিতে কংগ্রেস এবং কাছাড়ে অগপ হয়ে যারা কাজ করেন তাদের তো কংগ্রেসে থাকাই উচিত নয়। সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান পদ তো অনেক বড় ব্যাপার। গত শনিবার হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে তাকে (আমিনুলকে) ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছে, এর পেছনেও আনসারের হাত রয়েছে বলে ইঙ্গিত করে বলেন, এদিনও একইভাবে সোনাইর পর্যালোচনা সভা ভেস্তে দেবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তবে সোনাইর কংগ্রেসিরা তা হতে দেননি।

নিজের গ্রামেই জানাজা হল না

নেন যে অভিযুক্তকে কোনও জনসাধারণের কবরস্থানে দাফন করতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, তাঁর জানাজায়ও অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বহু গ্রামবাসী। দেহর-কালাকুচি, কুমারিকাটা, পশ্চিম খাতা কালাকুচি, মাকালডোবা, চেরাবাড়ি-সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, যে অপরাধ গোটা সমাজকে কলঙ্কিত করেছে, তার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের কোনওভাবেই যুক্ত করতে চান না। ফলে স্থানীয় কবরস্থানে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় শেষ পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে বাড়ির সংলগ্ন এক আত্মীয়ের ব্যক্তিগত জমিতে জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে পরিবারের হাতে গোনা কয়েকজন সদস্য ও আত্মীয় ছাড়া প্রায় কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঠেকাতে নলবাড়ির পুলিশ সুপার বিবেকানন্দ দাস নিজে সম্ভাব্য দাফনস্থল পরিদর্শন করেন। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

উল্লেখ্য, নলবাড়ির গঙ্গাপুখুরিতে এক নাবালিকা তরুণীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে রোজ আলির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই তরুণীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল সে। তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করায় তাঁকে হুমকি ও হয়রানি করা হচ্ছিল। ঘটনার দিন তরুণীকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন তাঁর আত্মীয় তথা আসুর কর্মী মাধুর্য বর্মন। অভিযোগ, রোজ আলি তাঁকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে মাধুর্যের মৃত্যু হয়। সংকটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহত তরুণী।

ঘটনার পর ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ রোজ আলিকে গ্রেফতার করে। পুলিশের দাবি, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হলে সে এক পুলিশকর্মীর অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং হামলা চালাতে উদ্যত হয়। এরপর পুলিশ গুলি চালালে সে গুরুতর জখম হয়। পরে নলবাড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের সুর শুধু হিন্দু সমাজেই নয়, মুসলিম সমাজের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও সমাজের প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে রোজ আলির কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, একতরফা প্রেমের নামে কোনও তরুণীকে হয়রানি, ভয় দেখানো বা আক্রমণ করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নারী-নির্যাতন এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে সমাজকে আরও কঠোর অবস্থান নিতে হবে বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন।

অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলিও ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, নিরীহ এক তরুণীকে একতরফা প্রেমের কারণে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অপরাধের জন্য রোজ আলি কঠোরতম শাস্তির যোগ্য ছিল। তিনি বলেন, অপরাধীর কোনও ধর্ম নেই এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে আপসের কোনও সুযোগ নেই।

ঘটনার পর নিহত মাধুর্য বর্মনের বাড়িতে যান আসুর মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য-সহ সংগঠনের একাধিক শীর্ষ নেতা। তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান এবং আহত তরুণীর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। আসুর পক্ষ থেকে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈও ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নলবাড়ির হৃদয়বিদারক ঘটনায় তিনি মর্মাহত। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা তরুণীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তিনি নিহত মাধুর্য বর্মনের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

গৌরব গগৈ বলেন, অভিযোগ অনুযায়ী অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে তরুণীকে হয়রানি ও হুমকি দিয়ে আসছিল। তাই শুধু ঘটনার নিন্দা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। মহিলাদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনও আপস করা চলবে না। তিনি অসম সরকারকে অনুরোধ করেন, স্টকিং, হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যে কোনও ধরনের নির্যাতনের অভিযোগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

তিনি আরও বলেন, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এফআইআর গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের পুলিশ ও ভুক্তভোগীদের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন, হয়রানি বা হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তিনি।

এদিকে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত তরুণীর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। তাঁর জ্ঞান ফিরেছে এবং চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নিবিড় নজর রাখছে। যদিও চিকিৎসকদের মতে, পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত নয়। নলবাড়ির এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ গোটা অসম জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বিরোধী দলনেতা হিসেবে

তাঁকে। বিশেষ করে বিধানসভায়। কেননা, কংগ্রেসের ১৯ জনের মধ্যে ১৮ জনই মুসলমান বিধায়ক। ফলে বিধানসভায় পদে পদে শাসকপক্ষের কড়া সমালোচনা এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মুখোমুখি হতে হবে বিরোধী দলনেতা চৌধুরীকে। সেই পরিস্থিতিতে যুক্তি দিয়ে শাসকপক্ষের অভিযোগ উড়িয়ে বিরোধী দলনেতা হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না, সেটাই এখন দেখার। আসন্ন বাজেট অধিবেশনেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, বিধানসভায় ভূমিপুত্রদের স্বার্থে বিরোধী দলনেতা চৌধুরী সরব হবেন কি না, সেই প্রশ্নও ঘোরপাক খাচ্ছে। কংগ্রেস মুসলিম লিগে পরিণত হয়েছে, এই অভিযোগ নস্যাৎ করতে কতটা সক্ষম হবেন তিনি, সেটা তো সময়ই বলবে।

উল্লেখ্য, এখনই নিজ কার্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না বিরোধী দলনেতা চৌধুরী। কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। এর মধ্যে বিরোধী দলনেতার কার্যালয়টি নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হবে। তারপরেই কার্যালয়ে প্রবেশ করবেন বিরোধী দলনেতা চৌধুরী। এর আগে নিজ কেন্দ্রে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন এদিন তিনি।

এদিকে নলবাড়িতে একতরফা প্রেমের জেরে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মৃদুমুদ্রা ডেকাকে আক্রমণ এবং তাঁর ভাইকে হত্যার ঘটনাটির ঘোর নিন্দা করেছেন বিরোধী দলনেতা। এমনকি একতরফা প্রেমকে ব্যাধি হিসেবেও আখ্যা দেন তিনি। তবে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রোজ আলির এনকাউন্টারের মৃত্যু নিয়ে ঝেড়ে কাসেননি বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'পুলিশ বলেছে, বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেছিল রোজ আলি। যারই পরিপ্রেক্ষিতে গুলি চালাতে হয়েছে পুলিশকে। এবং মৃত্যু হয়েছে রোজ আলির। স্থানীয় জনগণ রোজের উচিত শাস্তির দাবি করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ এনকাউন্টারে তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর আর কী বলার থাকতে পারে।' একইসঙ্গে বিধানসভায় নিয়োগের পাশাপাশি আর্থিক অনিয়ম নিয়ে যেসব অভিযোগ উঠে এসেছে, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানান বিরোধী দলনেতা।

সিবিএসই-র চেয়ারম্যান ও

কোনও ধরনের সংস্কার-সহ বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করতেন পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি। অন্যদিকে সচিব পদে থাকা হিমাংশু গুপ্তার কাজ ছিল সিবিএসইর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়টি দেখা। দেশব্যাপী স্কুলের পরীক্ষা বিষয়ক দৈনন্দিন কার্যক্রম ও নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। সিবিএসই বিতর্ক মাথাচাড়া দিতেই রাহুল সিংকে তলব করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এর ঠিক পরই কেন্দ্রের তরফে কড়া পদক্ষেপ করা হল।

উল্লেখ্য, সিবিএসই-র নতুন অনস্ক্রিন মার্কিং সিস্টেম নিয়ে ভুরিভুরি অভিযোগ তুলেছিলেন পড়ুয়ারা। কেউ কম নম্বর পাওয়ার অভিযোগ করছেন, আবার কেউ অন্যের উত্তরপত্র পাওয়ার দাবি করছেন। অনেক শিক্ষার্থী এমনকী দাবি করেছেন যে, তাঁদের উত্তরপত্রের কিছু পেজ পাওয়া যায়নি। বহু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক অভিযোগ জানিয়েছেন, স্ক্যান করা উত্তরপত্র ঝাপসা ছিল। কোথাও কোথাও উত্তর মূল্যায়নই করা করার হয়নি। আবার কোথাও নম্বর গণনায় ভুলও দেখা গিয়েছে। রিভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়াতেও সার্ভার সমস্যা ও পেমেন্ট গেটওয়ে বিভ্রাটের অভিযোগ উঠেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ১ জুন পোর্টাল খোলার চেষ্টা করলে দেখা যায় ওয়েবসাইটটি 'আন্ডার মেনটেন্যান্স'।

মঙ্গলবার পোর্টাল চালু হওয়ার ২ মিনিটের মধ্যে ১৫ লক্ষ হিট এবং এক লক্ষের বেশিবার অনুমোদনহীন প্রবেশের চেষ্টা চলে। যা সাইবার হামলা বলেই দাবি করা হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর আকার নেয় যে পোর্টাল খুললেও লগইন থেকে শুরু করে প্রতি পদে বিপুল সমস্যার মুখে পড়েন পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। এই ঘটনায় বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সিবিএস-র তরফে।

চারদিন পর মঙ্গলবার পুনর্মূল্যায়ন পোর্টাল চালু করেছিল সিবিএসই। সকালে পোর্টাল চালু হতেই কার্যত দেশজুড়ে অভিযোগ আসতে শুরু করে। লগইন সমস্যা, পেমেন্ট ব্যর্থতা এবং ওয়েবসাইট ক্র্যাশের অভিযোগ করেন পড়ুয়ারা। মাত্র ২ মিনিটে ১৫ লক্ষের বেশি হিট আসে ওয়েবসাইটে। যা ডিনায়েল অব সার্ভিস বলে দাবি। এটিও একধরনের সাইবার হামলা। যার উদ্দেশ্য হল পোর্টাল অচল করে দেওয়া। একইসঙ্গে এক লক্ষের বেশি অ্যাকসেসের চেষ্টা হয়। দুপুর পেরোতেই সমস্যা আরও গুরুতর আকার নেয়। এরই মাঝে সিবিএসই জানায়, পোর্টালে সাইবার হামলা হয়েছে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ

প্রতীক্ষিত এই অনুষ্ঠানের জন্য রাজধানী জুড়ে ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যও এদিন শপথ নিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত তালিকা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। এছাড়াও কংগ্রেস শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং ইন্ডিয়া জোটের নেতাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৮০০ জন বিশিষ্ট অতিথিকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং ২,২০০-রও বেশি প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি, শিল্পপতি, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকের সমাগম হতে পারে বলে প্রশাসনের অনুমান। সেই কারণে লোক ভবন ও সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন চলাচল এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সম্ভাব্য যানজট এড়াতে বিধান সৌধ, বিকাশ সৌধ এবং এমএস বিল্ডিংয়ে কর্মরত সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের জন্য দুপুরের পর ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অভিবাসন নিয়মে বড় পরিবর্তন

অন্যদিকে, বিদেশি নাগরিকদের সন্তানদের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা আনা হয়েছে। আগে বিদেশি বাবা-মায়ের সন্তান ভারতে জন্মগ্রহণ করলে ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত অনলাইন পোর্টাল বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানানো বাধ্যতামূলক ছিল। তবে নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, যদি বাবা-মায়ের মধ্যে অন্তত একজন ভারতীয় নাগরিক হন এবং তিনি সন্তানের ভারতীয় নাগরিকত্ব বজায় রাখতে চান, তাহলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে পরবর্তীকালে যদি ওই শিশু ভারতে অবস্থানরত অবস্থায় কোনও বিদেশি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাহলে বিদেশি নাগরিকত্ব অর্জনের ৩০ দিনের মধ্যে বাবা-মায়ের একজনকে নিবন্ধন কর্মকর্তাকে তা জানাতে হবে।

এছাড়াও নতুন বিজ্ঞপ্তিতে হাসপাতাল, নার্সিং হোম এবং অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্যও কিছু প্রশাসনিক বিধি সংশোধন করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা, আবাসন বা রাত্রিযাপনের সুবিধা প্রদান করে, তাদের ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের সংক্রান্ত তথ্য ও প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নিয়ম আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, এই পরিবর্তনের ফলে বিদেশি নাগরিকদের তথ্য সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হবে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

স্কুলশিক্ষার জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে

সারা দেশে মাত্র চারটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সূচকে ডিজিটাল উপস্থিতি ব্যবস্থা, তহবিল ছাড়ের সময়ানুবর্তিতা, বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের মূলধারায় আনা এবং বিদ্যাঞ্জলি পোর্টালের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় মূল্যায়ন করা হয়েছে।

পরিকাঠামো এবং সুবিধা ক্ষেত্রেও অসমের অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। আইসিটি ল্যাব, স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো সূচকে রাজ্যটি ১৯০-এর মধ্যে ৯২ নম্বর পেয়েছে। সমতা বিভাগে অসম তার শক্তিশালী অবস্থান বজায় রেখেছে। ২৬০-এর মধ্যে ২২৭.৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যটি 'উত্তম-১' গ্রেড অর্জন করেছে। লিঙ্গ, সামাজিক শ্রেণি এবং গ্রাম-শহরের বৈষম্য হ্রাসে এই সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে প্রতিবেদনে শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রটিতে আরও মনোযোগের দাবি রাখে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিভাগে অসম ১০০-এর মধ্যে ৫৩.৮ নম্বর পেয়েছে। এখানে শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা, পরামর্শদানের সক্ষমতা এবং শিক্ষক-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন করা হয়। পারফরম্যান্স গ্রেডিং ইনডেক্স (পিজিআই) ২.০-এ মোট ১,০০০ নম্বরের ভিত্তিতে ছয়টি ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে মূল্যায়ন করা হয়;শিক্ষার ফলাফল, প্রবেশাধিকার, পরিকাঠামো, সমতা, প্রশাসন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষক শিক্ষা। এই মূল্যায়ন পরখ রাষ্ট্রীয় সর্বেক্ষণ এবং ইউডাইস-এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭৩৯.১ নম্বর নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে চণ্ডিগড়। এর পরেই রয়েছে পঞ্জাব এবং কেরল। ৫৯৩.৬ নম্বর নিয়ে অসম ১২তম স্থান অধিকার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'অসম শুধু পরিকাঠামো নির্মাণ করছে না, এমন নয়। বরং প্রত্যেকের কাছে সেই সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। পিজিআই ২.০-এ অসম যে ১৫ ধাপ এগিয়ে গেছে, তা উন্নত অসম গঠনের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও দৃঢ় প্রশাসনিক উদ্যোগের ফল।'

রাজ্যে ৯১.৭ শতাংশ মহিলা

অংশ। এটি নারীশক্তির ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের সুফল প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।' তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যের বিপুল সংখ্যক নারীর নিজস্ব সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং পাসবই রয়েছে। এর ফলে তাঁরা সরাসরি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা, সঞ্চয় কর্মসূচি এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করতে পারছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রসার, আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীদের আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগের ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথই সুগম করে না, বরং সমাজে সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি

মজবুত করতে হবে।' তবে রাজনৈতিক দায়িত্বের নতুন অধ্যায় শুরু হলেও নিজের শিকড়কে ভোলেননি আনন্দময়। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা এই প্রাক্তন ছাত্র জানান, শপথ নেওয়ার পর শিক্ষক, সহপাঠী এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া শুভেচ্ছা তাঁকে আবেগাপ্লুত করেছে।

'আমি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর আমার বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের আশীর্বাদ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আমার এই সাফল্যে তাঁরা আনন্দিত; এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না,' বলেন তিনি। নতুন দায়িত্বে নিজের অগ্রাধিকার সম্পর্কেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন আনন্দময় বর্মন। তাঁর কথায়, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির মানুষ বিপুল ভোটে তাঁকে জয়ী করেছেন। তাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য হবে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

'শিক্ষা, পানীয়জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মৌলিক নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দেব। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করাই আমার প্রধান অঙ্গীকার,' বলেন পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত রাজ্যমন্ত্রী। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র থেকে রাজ্যের মন্ত্রী;আনন্দময় বর্মনের এই রাজনৈতিক যাত্রা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগসূত্রেরও এক প্রতীকী প্রতিফলন বলে মনে করছেন অনেকেই।

ভারতে সন্ত্রাসের জাল বিছানোর ছক আইএসআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২ জুন : সন্ত্রাসবাদকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এই পরিস্থিতিতে ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে ভয়ংকর ফাঁদ পেতেছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। জানা যাচ্ছে, নিরাপত্তাবাহিনীর চোখে ধুলো দিতে জঙ্গিদের দেশের রাজনীতিতে ঢুকে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এমন একাধিক ঘটনাও গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির হাত থেকে বাঁচতে এবং সন্ত্রাসী ঘটনার তদন্ত এড়াতে দেশের মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলিতে ছদ্মবেশে ঢুকছে আইএসআইয়ের ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কাররা (ওজিডব্লু)।

তদন্তকারীদের দাবি, সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে এমন একাধিক ঘটনা নজরে এসেছে। যেখানে আইএসআই-এর একাধিক ওজিডব্লু ধরা পড়ার পর তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ। প্রাক্তন ডিজি এসপি বৈদ বলেন, পুলিশি তল্লাশির হাত থেকে বাঁচতে ধৃতরা রাজনৈতিক দলের মেম্বারশিপ কার্ড ব্যবহার করছে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে কাশ্মীরে গ্রেফতার করা হয়েছিল তালিব হোসেন নামে এক লস্কর জঙ্গিকে। জানা যায়, এই জঙ্গি জম্মুতে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সোশাল মিডিয়া ইনচার্জ হিসেবে কাজ করত। জঙ্গির কাছ থেকে ২টি রাইফেল-সহ বহু গ্রেনেড ও নানান অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়।

তদন্তকারীদের দাবি, জাল ভোটার ও আধার কার্ডের মাধ্যমে এই জঙ্গিরা প্রথমে এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে বসে। এরপর ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে। তালিবও একইভাবে বিজেপির সদস্যপদ নেয়, এরপর ধীরে ধীরে দলের অভ্যন্তরে ঢুকে শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে দলে নিজের জায়গা তৈরি করে। পঞ্জাবে সম্প্রতি লস্করের যে জঙ্গি মডিউল ধরা পড়েছিল সেখানেও দেখা গিয়েছে, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ভারতে গত ১৫ বছর ধরে বাস করছিল জঙ্গিরা।

লোয়াইরপোয়ায় ভিজিল্যান্স ও মনিটরিং কমিটির বৈঠক

জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নে জোর বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর

এসএম জাহির আব্বাস

কাটামণি ২ জুন : কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরও গতিশীল ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার পাথারকান্দি বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের পৌরোহিত্যে লোয়াইরপোয়া উন্নয়ন ব্লক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো ব্লক স্তরে ভিজিল্যান্স ও মনিটরিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। বৈঠকে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রীভূমি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিল কুমার ত্রিপাঠী, লোয়াইরপোয়া উন্নয়ন ব্লকের বিডিও যুগান্তর কোঁয়র, বিজেপি শ্রীভূমি জেলার সভাপতি সঞ্জীব বণিক, লোয়াইরপোয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি সজল কুর্মি, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি, আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য, ওয়ার্ড সদস্য এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকরা। বৈঠকের শুরুতেই বিভিন্ন দফতরের পক্ষ থেকে চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা করা হয়। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, আবাসন, পানীয়জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আলোচনাকালে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে সরকারি সুবিধা দ্রুত ও সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান বিধায়ক। জনপ্রতিনিধিরাও এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার বিষয়গুলো বৈঠকে তুলে ধরেন।

বিধায়ক তার বক্তব্যে এও বলেন, সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈঠকের শেষে উন্নয়নের ধারাকে আরও শক্তিশালী করতে সকল জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের পর্যালোচনা বৈঠক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির গতি বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিধায়ককে গামছা ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করছেন ব্লকের বিডিও যুগান্তর কোঁয়র

শিলাদিত্য দেবকে মন্ত্রী করার আর্জি বাঙালি সংগঠনগুলির

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২ জুন : অসমে প্রায় ৬৫ লক্ষ বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর মধ্যে বরাক উপত্যকায় প্রায় ১৮ লক্ষ এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রায় ৪৭ লক্ষ বাঙালি বাস করেন। রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচনে বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচনে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিপুল সংখ্যক বাঙালি ভোটার বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থন জানিয়ে জয়ী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। বিভিন্ন বাঙালি সংগঠনের মতে, দীর্ঘদিন ধরে বাঙালিদের স্বার্থে কাজ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন হোজাইয়ের বিধায়ক শিলাদিত্য দেব। তিনি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে হোজাই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রায় ৬৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। নির্বাচনে জয়ের পর রাজ্যের বিভিন্ন বাঙালি সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁর বাসভবনে গিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

আগামী ৫ জুন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে। এদিকে, বিভিন্ন সূত্রে বরাক উপত্যকা থেকে একজন বাঙালি প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পেলেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে কোনও বাঙালি বিধায়ককে মন্ত্রী করা হবে না: এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় বাঙালি সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে দাবি জানিয়েছে যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হোজাইয়ের বিধায়ক শিলাদিত্য দেবকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হোক। সংগঠনগুলির মতে, মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেলে তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া সরকারের সামনে আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারবেন।

শচীনপুর সিআরপিএফ ক্যাম্পের ইন্টারনেট পরিষেবা কেন্দ্র পরিদর্শনে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ২ জুন : সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের অধীনে সিআরপিএফ ১৪৭ ব্যাটেলিয়ন কমান্ড্যান্ট কর্তৃক গত ৫ ফেব্রুয়ারি শচীনপুর সিআরপিএফ ক্যাম্পের পাশে এয়ার ফাইবার ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে দু'টি কম্পিউটার সেট সহ একটি বিনামূল্যের ডিজিটাল পরিষেবা কক্ষ উদ্বোধন করা হয়। এটি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর মানুষের উপকারে আসবে। বিশেষ করে দর্মিখাল, মণিয়ারখাল, কৃষ্ণপুর-গঙ্গানগর, গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সুবিধা প্রদান করা হয়।

সোমবার শচীনপুর সিআরপিএফ ক্যাম্পে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে এই পরিষেবা কক্ষ পরিদর্শন করেন মণিয়ারখাল গ্রাম পঞ্চায়েতে সভানেত্রী সুনীতা ভুঁইয়া ও কৃষ্ণপুর-গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে সভানেত্রী রীনারানী দাশ। এসময় তারা শচীনপুর সিআরপিএফ ক্যাম্পে কমান্ডার পারবিন্দর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। পরে সিআরপিএফ ক্যাম্প কমান্ডার তথা সহায়ক কমান্ড্যান্ট পারবিন্দর সিং জানান, ক্রমে এ কমান্ড্যান্ট ১৪৭ ব্যাটেলিয়ন, সিআরপিএফ ক্যাম্প শচীনপুরের তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে ডিজিটাল পরিষেবা কক্ষ খোলা হয়েছে। এই কক্ষটি খোলার প্রধান উদ্দেশ্য হল পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গানগর, কৃষ্ণপুর- গঙ্গানগর, দর্মিখাল, মণিয়ারখাল এলাকার বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ডিজিটাল পরিষেবা প্রদান করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশের সাহায্য করা। যাতে এলাকার দরিদ্র লোকদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া যেতে পারে ও সবধরনের অনলাইন কাজ করতে পারেন। এখানে সরকারি-বেসরকারি চাকরির ফর্ম পূরণ করা, অনলাইন শিক্ষা/ভর্তি/ শূন্যপদ সংক্রান্ত ফর্ম, বিনামূল্যে তথ্য, ফর্ম পূরণ, ফলাফল যাচাই ইত্যাদি সুবিধা তারা নিতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, গ্রামবাসী, ছাত্রছাত্রী ও শিশুরা ক্রমাগত এই বিনামূল্যের ডিজিটাল পরিষেবাটির সুবিধা গ্রহণ করছেন। এদিন সিআরপিএফ কমান্ডার উভয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রীদের নিজ নিজ এলাকায় এই প্রকল্পের প্রচারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে দু'টি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ সম্প্রসারণ

মালিগাঁও, ২ জুন : গ্রীষ্মকালীন সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ট্রেন নং. ০৫৯৩২/০৫৯৩১ (ডিব্রুগড় -কলকাতা - ডিব্রুগড়) এবং ট্রেন নং. ০৩৪০৭/০৩৪০৮ (ভাগলপুর -কাটিহার ভাগলপুর)-এর পরিষেবার মেয়াদ তিন দিকে যথাক্রমে আটটি ও তিনটি করে অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এছাড়াও, ট্রেন নং. ০৫৬৩০ (গুয়াহাটি-তিরুপতি) এবং ট্রেন নং. ০৫৮৬২ (রাঙাপাড়া নর্থ-বিজয়ওয়াড়া) দু'টি ট্রেনকে ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ট্রেন হিসেবে একটি ট্রিপের জন্য চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং. ০৫৯৩২ (ডিব্রুগড় - কলকাতা) স্পেশাল ট্রেনের চলাচল ৬ জুন থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ফেরত যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৯৩১ (কলকাতা - ডিব্রুগড়) স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল ৮ জুন থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি আটটি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য এবং বিদ্যমান সময়সূচি, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৩৪০৭ (ভাগলপুর - কাটিহার) স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ ৪ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ফেরত যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৩৪০৮ (কাটিহার - ভাগলপুর) স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবার মেয়াদও ৪ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি তিনটি অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য এবং বিদ্যমান সময়সূচি, গঠন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলাচল করা হবে। এছাড়াও, ৪ জুন একটি ট্রিপের জন্য দুটি ওয়ান ওয়ে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেন দু'টি, অর্থাৎ ট্রেন নং. ০৫৬৩০ (গুয়াহাটি-তিরুপতি) এবং ট্রেন নং. ০৫৮৬২ (রাঙাপাড়া নর্থ-বিজয়ওয়াড়া), বৃহস্পতিবারে চলবে। সামগ্রিকভাবে, এই স্পেশাল ট্রেন পরিষেবাগুলি সংযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে, যাত্রীদের যাতায়াতকে আরও সুগম করবে এবং গ্রীষ্মকালীন ভিড়ের সময়ে ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আরও আরামদায়ক করে তুলবে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচির বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও তা অবহিত করা হচ্ছে। যাত্রীদের তাদের যাত্রা শুরু করার আগে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নারী ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, মত

অরুণোদয় প্রকল্প নিয়ে করিমগঞ্জ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সমীক্ষা

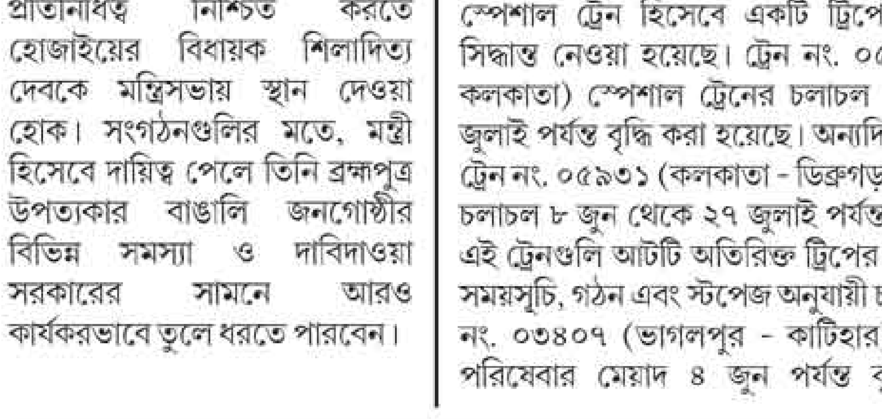

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ২ জুন : করিমগঞ্জ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে এবং কলেজের অধ্যক্ষ ড. রজতশুভ্র পালের পৃষ্ঠপোষকতায়, অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সুনিশ্চিতকরণ কোষ (আইকিউএসি)-এর সহযোগিতায় ১ জুন সুপ্রাকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্থানে একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষার বিষয় ছিল 'নারী ক্ষমতায়নে অসম সরকারের অরুণোদয় প্রকল্পের গুরুত্ব'। সমীক্ষার প্রাথমিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে নিম্নবিত্ত মহিলাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে রাজ্য সরকারের অরুণোদয় প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের আওতায় সরাসরি আর্থিক সহায়তা পেয়ে এলাকার বহু মহিলা উপকৃত হয়েছেন বলে সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মহিলারা জানান, অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধাভোগী হওয়ার পর তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে অনেক মহিলার আগে নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় আসার পর প্রত্যেকের নামে পৃথক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। স্থানীয় মহিলাদের মতে, বর্তমানে তারা সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও আগের তুলনায় অধিক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। সমীক্ষায় আরও জানা যায়,অনেক মহিলা অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ সংসারের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্বনির্ভরতার বিভিন্ন উদ্যোগেও বিনিয়োগ করছেন। তাদের দাবি, অসম সরকারের এই প্রকল্প গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, এই সমীক্ষায় করিমগঞ্জ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সমীক্ষার তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিভাগের প্রধান ড. সুচিত্রা দাস, অধ্যাপক গদাপাণি শর্মা, ড. ঋতুমণি হালই এবং হেমা হাজরিকা।

তিনের পাতার পর

৩৭ নং জাতীয় সড়কের উন্নয়নে

আওতায় সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়কের ব্যাপক সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে মূল প্রকল্পের কাজ শুরু হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সেই কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুর্ভোগ কমানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এনএইচআইডিসিএল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের অবিলম্বে রাস্তার গর্ত মেরামত, ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সংস্কার এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। বৈঠকে জাতীয় সড়কের পাশাপাশি শ্রীভূমি শহরের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যাও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গড়ে ওঠা অবৈধ মোটরস্ট্যান্ড ও অনিয়ন্ত্রিত যানবাহন পার্কিংয়ের কারণে প্রতিদিন চরম যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও রোগীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তিনি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, শহরের ভেতরে অবস্থিত অবৈধ মোটরস্ট্যান্ডগুলিকে দ্রুত শহরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। প্রশাসন, পুরসভা, পরিবহন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সমন্বিত উদ্যোগে এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে শহরের যান চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক হবে এবং প্রতিদিনের তীব্র যানজট থেকে নাগরিকরা স্বস্তি পাবেন। বিধায়ক আরও স্পষ্ট করে জানান, জনস্বার্থে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব কিংবা হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। তিনি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না) এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরীও বৈঠকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরেন। তাঁরা সড়ক সংস্কার কার্য দ্রুত শুরু করা, যানজট নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জাতীয় সড়ক সংস্কার প্রকল্পের অগ্রগতি, রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম এবং যানজট নিরসনে সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত কর্মকর্তারা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে সমন্বিতভাবে কাজ করার আশ্বাস দেন। বৈঠকের শেষে বক্তারা উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শ্রীভূমিকে একটি সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন ও যানবাহন-বান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, অনুমোদিত জাতীয় সড়ক সংস্কার প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলা জনদুর্ভোগের অবসান ঘটবে।

সমতা, নারী অধিকার ও আইনি

সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, প্রদেশ বিজেপির নির্দেশে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এবং ইউসিসি পাস হওয়ায় দলের কার্যকর্তারা অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, গত বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুনরায় সরকার গঠন করতে পারলে প্রথম অধিবেশনেই ইউসিসি পাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। সুব্রত বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরে এক দেশ, এক বিধান এবং সমতার নীতিকে সামনে রেখে কাজ করে আসছে। তিনি দাবি করেন, রামমন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বিলোপ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এখন ইউসিসি; একের পর এক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিজেপি তার অঙ্গীকার রক্ষা করছে। তিনি আরও বলেন, ইউসিসি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, বরং সমাজে বিদ্যমান কিছু কুসংস্কার ও বৈষম্য দূর করার একটি উদ্যোগ। বিশেষ করে নারীদের অধিকার রক্ষা এবং আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বক্তব্যের শেষে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস বলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সরকার ইউসিসি পাস করে দীর্ঘদিনের একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। তাঁর মতে, ভারতীয় জনতা পার্টি বহু দশক ধরে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের দাবিতে আন্দোলন করে এসেছে এবং এটি দলের অন্যতম প্রধান আদর্শগত অঙ্গীকার ছিল। তিনি বলেন, সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে ইউসিসির উল্লেখ রয়েছে এবং সেই সাংবিধানিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে অসম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হওয়ায় নারীরা ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা ও বঞ্চনার শিকার কম হবেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি উল্লেখ করেন, অতীতে বিবাহ সংক্রান্ত নথিপত্রের অভাবে বহু নারী রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বলেন, নতুন বিধানের ফলে বিবাহের নির্ধারিত বয়স, বিবাহ নিবন্ধন, লিভ-ইন সম্পর্কের নিবন্ধন এবং সম্পত্তির অধিকারের মতো বিষয়গুলিতে অভিন্নতা আসবে। তাঁর দাবি, লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হওয়ায় সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা এবং অভিভাবকদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সহজ হবে। তিনি বলেন, ইউসিসি প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করেছে এবং সমাজে আরও সুশৃঙ্খল ও সমতাভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরপতি রবীন্দ্র দেব, জেলা মিডিয়া আহ্বায়ক পাপ্পু কুরি সহ জেলা বিজেপির অন্যান্য পদাধিকারী ও কার্যকর্তারা।

সোনাইর ১১৩ জন কর্মকর্তার নামে

জানা গেছে। আমিনুলের ২৪ জনের তালিকায় নাম রয়েছে আখতার হোসেন বড়ভুইয়া ওরফে আক্কা, সামসুর রহমান চৌধুরী ওরফে জন, মজিবুর রহমান চৌধুরী, সাবির আহমদ বড়লস্কর, মবজিল হোসেন বড়ভুইয়া, আজমল হোসেন লস্কর, হোসেনুল হক লস্কর, হানিফ আলম মজুমদার ওরফে কিরণ, শাহীন আহমদ লস্কর, মেহবুব আলম লস্কর ওরফে রিপন, আলতাফ হোসেন লস্কর ওরফে টিটু, নাজিব হোসেন বড়ভুইয়া, খইরুল ইসলাম বড়ভুইয়া, আতাউর রহমান বড়ভুইয়া, কবীর মান্না চৌধুরী, সফিক উদ্দিন মজুমদার, আকবর হোসেন মজুমদার, জহুর উদ্দিন চৌধুরী, রাকিব আহমদ মজুমদার, সেলিম উদ্দিন মজুমদার, ইজাজ হোসেন লস্কর, তৈবুর রহমান মজুমদার, কাদির আহমদ লস্কর ও আমিনুল হক চৌধুরী। এদিন পর্যবেক্ষকদের হাতে এই অভিযোগ পত্র তুলে দেওয়া হলেও আমিনুল এর আগে গত ১৫ এপ্রিল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে তা প্রেরণ করেছেন বলে জানা গেছে। আমিনুল নিজে এই ২৪ জনের বিরুদ্ধে দল বিরোধিতার অভিযোগ করার পাশাপাশি সোনাই ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি নাসিম আহমদ লস্কর একইভাবে ব্লক স্তরের ৫০ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আগেই অভিযোগ করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সজল আচার্যের কাছে। একইভাবে সোনাই বিধানসভা এলাকার অধীন বাঁশকান্দি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নুর আহমদ চৌধুরীও ৫৯ জনের নামে অভিযোগ করেছেন। এদিন পর্যবেক্ষকদের হাতে এই দুই ব্লক কংগ্রেস সভাপতির তৈরি তালিকাও তুলে দেওয়া হয়।

পাতা পোকার বিরল উপস্থিতি

ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। পরিবেশবিদরাও মনে করেন, এ ধরনের প্রাণীর দেখা পাওয়া একটি সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের ইতিবাচক ইঙ্গিত এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণের গুরুত্বকে আরও তুলে ধরে। পোকাটিকে দেখতে ও এর চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করতে অনেক স্থানীয় বাসিন্দা সেখানে ভিড় করেন। উপস্থিতদের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, এটি এতটাই বাস্তব পাতার মতো দেখতে যে প্রথম দর্শনে একে গাছ থেকে পড়ে থাকা একটি সাধারণ পাতা বলেই মনে হয়। এই বিরল দৃশ্যটি হাফলংয়ের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্যের প্রতি নতুন করে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ডিমা হাসাওয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে

গুণগত মান বৃদ্ধি, বিদ্যালয় পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের ফলাফল আরও উন্নত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলোর সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও চলমান বিভিন্ন শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। জেলার প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে মানসম্মত শিক্ষা পৌঁছে দিতে শিক্ষক, প্রশাসন এবং নীতিনির্ধারকদের সমন্বিত ও আন্তরিক ভূমিকার ওপর জোর দেন উপস্থিত বক্তারা।

বৈঠকের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল জেলার একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান। টোব্যাকো ফ্রি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস প্রোগ্রাম ২০২৫-২৬-এ সমগ্র অসমের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের জন্য ডিমা হাসাও জেলাকে সম্মানিত করা হয়। এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের হাতে প্রশংসাপত্র ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

লাঙটিঙে সড়ক দুর্ঘটনায় হত ১

পুলিশের সহযোগিতায় তাদের হোজাইয়ের হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে পৌঁছার পর আহত সাবির আহমদ কাজীর মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে, আহত সইদুর রহমানের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় গুয়াহাটিতে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানা যায়। নগাঁও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার বিকেলে সাবির আহমদ কাজীর মৃতদেহ বাঁশকান্দির বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মাত্র দেড়মাস পূর্বে সাবির আহমদ কাজী বিয়ে করেন। বিয়ের দেড়মাসের মাথায় সাবিরের মৃত্যুতে বাঁশকান্দিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সামাজিক মাধ্যমে বিধায়ক জুবের

প্রচারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে হাইলাকান্দি সদর থানায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁর মোবাইল ফোন এবং সামাজিক মাধ্যম সংক্রান্ত কার্যকলাপও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাইলাকান্দি ও বরাক উপত্যকার কংগ্রেস রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চলমান গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিধায়ক জুবের আনাম ও আমিনুল হক লস্করকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক এবং তারই ধারাবাহিকতায় সামাজিক মাধ্যমে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা চলছে।

বরাক-মিজোরামে নয়া দৈনিক

বরাক উপত্যকা, মিজোরাম ও ত্রিপুরার বহু শ্রমিক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং শিক্ষার্থী দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে কর্ণাটকে বসবাস ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে আগরতলা,যশবন্তপুর হামসফর এক্সপ্রেসই একমাত্র সরাসরি রেল সংযোগ হিসেবে চালু থাকলেও যাত্রীর তুলনায় তার সক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। ফলে টিকিটের সংকটসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এছাড়াও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজধানী এক্সপ্রেসে প্রয়াগরাজ জংশনে স্টপেজ না থাকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আগত বহু তীর্থযাত্রীকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশনে নেমে অতিরিক্ত প্রায় ১৪১ কিলোমিটার সড়কপথে যাত্রা করতে হয়। একইভাবে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ও কর্মরত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ আলিগড় জংশনে ট্রেনের যাত্রাবিরতি না থাকায় নিয়মিত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে পাঠানো স্মারকলিপিতে তিনটি প্রধান দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। সেগুলি হলো, মিজোরামের সাইরাং থেকে বেঙ্গালুরু (যশবন্তপুর/এসএমভিটি) পর্যন্ত এসি, স্লিপার ও সাধারণ কোচ সমন্বিত একটি দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা; ২০৫০৭/২০৫০৮ নম্বর সাইরাং, আনন্দ বিহার, সাইরাং রাজধানী এক্সপ্রেসে প্রয়াগরাজ জংশনে বাণিজ্যিক স্টপেজ প্রদান; এবং একই ট্রেনের আলিগড় জংশনে বাণিজ্যিক স্টপেজ চালু করা। এ বিষয়ে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ এবং বরাক উপত্যকার একমাত্র রাজ্যসভা সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থের সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন রেলওয়ে যাত্রী অধিকার সুরক্ষা সমিতি (রিয়াস)-এর সভাপতি শামসুল হক বড়ভুইয়া, সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর দত্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কল্যাণ মঞ্চ, হাইলাকান্দির সম্পাদক প্রাক্তন নায়েব সুবেদার কাজল চন্দ। জেলা উন্নয়ন কমিশনার নরসিং বে-এর হাতে স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন কাজল চন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন সজলকান্তি নাথ, মোহি মজুমদারসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

জমি বিবাদ, এক ব্যক্তিকে হত্যার

চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত খলিল উদ্দিন ও হিফজুর রহমান আহত জহিরুল ইসলামের আত্মীয়। দীর্ঘদিন ধরে চলা জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিরোধের জেরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পরই দুই অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে মোরাঝার থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে। এজাহারের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগেও মারপিট ও অশান্তি সৃষ্টির একাধিক অভিযোগ উঠেছিল।

ইন্দ্রজিৎ রুদ্রপাল প্রয়াত, শোকস্তব্ধ

শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি যেন পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদের প্রদান করেন।

প্রবীণ সমাজসেবী এবং আরএমএসের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট রবীন্দ্র দাসও ইন্দ্রজিৎ রুদ্রপালের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ রুদ্রপালের মৃত্যুতে তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, সহকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দীর্ঘ কর্মজীবনের সততা, মানবিকতা ও সৌজন্যের জন্য তিনি বহু মানুষের স্মৃতিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রকল্প অনুমোদন করায় মুখ্যমন্ত্রী

দাবি ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৪৩ কোটি ৫০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয়ে করিমগঞ্জের কিমি ০.০০০ থেকে উলুকান্দির কিমি ১২.৫০০ পর্যন্ত শ্রীভূমি শহর হয়ে এনএইচ-৩৭ (নতুন)-এর শিলচর-চুরাইবাড়ি অংশে ওয়ানটাইম ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনও এলাকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়নই হবে না বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিপণ্য পরিবহন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার এবং বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাড়কারির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্ক অভূতপূর্ব উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কেন্দ্র সরকারের বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলেই আজ এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সাধারণ ভোটাররা আমার মূল সম্পদ

প্রয়োজন ছাড়া বেশিরভাগ সময় সোনাই কেন্দ্রের মাটিতে থাকবেন। জনগণের অভাব অভিযোগ মেটাতে সবসময় জনতার দুয়ারে দুয়ারে চষে বেড়াব। তবে পারিবারিক ঘরোয়া দ্বন্দ্ব, পারিবারিক কলহে আমাকে জড়াবেন না। বিগত দিনে ঘন ঘন বিচারসভা করায় আমি হেরেছিলাম। এদিন ঝাঞ্জারবালির যুবক সমাজের পক্ষ থেকে জাঁকালো সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বাজি-পটকা পুড়িয়ে বিধায়ককে বরণ করেন স্থানীয় যুবক কিশোররা। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবি ফারুক আহমেদ বড়ভুইয়ার পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় কচিকাঁচা শিশু থেকে শুরু করে শতাধিক যুবক গামছা পরিয়ে বরণ করে নেন তাদের প্রিয় নেতাকে। শিলচর জেলা কিষান মোর্চার চেয়ারম্যান তথা এলাকার সমাজকর্মী বাবুল আহমেদ বড়ভুইয়া মোমেন্টো হাতে তুলে দিয়ে প্রিয় নেতাকে সম্মাননা জানিয়েছেন। এছাড়াও সাতকরাকান্দি মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতি নছরুল হক লস্কর, জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি মহিম উদ্দিন লস্কর , সোনাই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নাছিম আহমেদ লস্কর, সোনাই শহর মণ্ডল কমিটির সম্পাদক বাপ্পী লস্কর, সহ কংগ্রেসে বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীরা গামছা, উত্তরীয় পরিয়ে বিধায়ককে সম্মান জানিয়েছেন। এদিনের সংবর্ধনা সভায় ব্যতিক্রমধর্মী চিত্র পরিলক্ষিত হয়। বিধায়ক চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে এলাকার প্রবীণ নাগরিক, স্থানীয় কর্মী সমর্থক, নির্বাচনী এজেন্টদের পাল্টা গামছা দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিধায়ক বলেন, তারা আমার মূল সম্পদ। তাদের কঠোর পরিশ্রমে আমি জয়ের মুখ দেখেছি। তাই প্রথমে তাদের সম্মান জানানোর কথা ছিল। বলেন, ঝাঞ্জারবালি গ্রামের জনগণ ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষার পাশাপাশি রাজনীতি ও কৃষক হিসাবে যথেষ্ট পরিচিত। এলাকাবাসীর পাশে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানীয়জল সরবরাহ, ঝাঞ্জারবালি গ্রামের নদী ভাঙনরোধে স্থায়ী সমাধান, গ্রামীণ রাস্তার কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

শ্রীভূমি জেলা বিজেপি সভাপতি

এক বিধায়কের নিকটাত্মীয়ের উদ্যোগে আপস-মীমাংসার চেষ্টা চলছে। এই খবর সামনে আসার পর বিজেপির একাংশের মধ্যে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও এই বিষয়ে জেলা বিজেপি সভাপতির পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু খোদ পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ঘটনাটি নিয়ে প্রকাশ্যে কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ঘটনাটি মীমাংসার পথে নিয়ে যাওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিধায়ক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই ঘটনায় কোনও ধরনের আপস-মীমাংসার সুযোগ নেই এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। দলের যারা আপস মীমাংসার চেষ্টা করছেন তাদেরকে এর থেকে বিরত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এক সভায় তিনি জানিয়েছেন যেভাবে মারপিট করা হয়েছে এক ব্যবসায়ীকে এরপর আপস মীমাংসার চেষ্টাও যেন না করা হয়।

অন্যদিকে, সম্প্রতি কংগ্রেস বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পান্নার আহ্বানে আয়োজিত একটি নাগরিক সভায় অংশগ্রহণ করাকে কেন্দ্র করেও জেলা বিজেপি সভাপতিকে নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে সঞ্জীব বণিককে জবাবদিহি করতে হয়েছে। সূত্রের দাবি, নাগরিক সভায় অংশ না নেওয়ার জন্য দলীয় স্তর থেকে মৌখিকভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সভায় উপস্থিত হন। শুধু উপস্থিতিই নয়, বিরোধী শিবিরের নেতাদের সঙ্গে একই মঞ্চে বসেন এবং বক্তব্যও রাখেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির একাংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোর কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সদস্য জেলা সভাপতির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বিরোধীদের আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কারণ জানতে চান। নাগরিক সভায় অংশগ্রহণের বিষয়টি দলীয় কর্মীদের একাংশও ভালোভাবে নেননি বলে সূত্রের দাবি। রাজনৈতিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীভূমি জেলা বিজেপির অন্দরে নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক অবস্থান নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অব্যাহত রয়েছে।

আমিনুল মুর্দাবাদ ধ্বনি, চার কংগ্রেস

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চরম বিশৃঙ্খলার আবহে শেষ পর্যন্ত বিধায়ককে কংগ্রেস ভবন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। এই ঘটনা শুধু হাইলাকান্দিতেই নয়, গোটা বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এদিকে বহিষ্কৃত এই চার নেতাই আলগাপুর-কাটলিছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক তথা অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি জুবের আনামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত। ফলে এই পদক্ষেপকে ঘিরে দলের অন্দরে নতুন করে নানা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে, বহিষ্কারের নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পর নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কংগ্রেস ভবন চত্বরে। একাংশ কংগ্রেস কর্মী সেখানে জড়ো হয়ে 'আমিনুল হক লস্কর জিন্দাবাদ' এবং 'যুব কংগ্রেস মুর্দাবাদ' স্লোগান দিতে থাকেন। ফলে পরিস্থিতি আরও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে এবং জেলা কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন প্রকাশ্যে চলে আসে। এদিকে, নির্বাচনের পর যখন রাজ্যে কংগ্রেস সংগঠন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় হাইলাকান্দিতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাপ্রবাহ কংগ্রেস নেতৃত্বের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহিষ্কারের মাধ্যমে প্রদেশ নেতৃত্ব শৃঙ্খলার বার্তা দিতে চাইলেও, এতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও বিভাজন কতটা প্রশমিত হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বরং এই পদক্ষেপ আগামী দিনে হাইলাকান্দি কংগ্রেসের রাজনীতিতে আরও বড় ধরনের মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বাইক চালকদের বিনামূল্যে হেলমেট দিয়ে সচেতনতার নয়া বার্তা পুলিশের

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২ জুন : পথে বেরোলেই দেখা যায় অসংখ্য মোটরসাইকেল ছুটে চলেছে ব্যস্ত সড়কে। কিন্তু সেই গতির সঙ্গেই প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। একটি মুহূর্তের অসাবধানতা কিংবা একটি ছোট ভুল সিদ্ধান্ত কেড়ে নিতে পারে একটি মূল্যবান জীবন। আর সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই সড়ক নিরাপত্তা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক ব্যতিক্রমী, মানবিক এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করল পাথারকান্দি পুলিশ। ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের শুধু জরিমানা বা শাস্তি দেওয়ার প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে এবার হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের হাতে বিনামূল্যে হেলমেট তুলে দিয়ে সচেতনতার এক নতুন বার্তা দিল পুলিশ প্রশাসন। শনিবার বিকেলে পাথারকান্দি বাজার এলাকা এবং আছিমগঞ্জ তেমাথায় এই বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সমজেলা পুলিশসুপার অনির্বাণ শর্মা, পাথারকান্দি থানার ওসি মানসজ্যোতি বড়ো সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘদিন ধরেই পাথারকান্দি ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানোর প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার সচেতনতামূলক সভা, প্রচারাভিযান এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা হলেও অনেক চালক এখনও নিরাপত্তা বিধি মানতে অনীহা প্রকাশ করছেন। এমনকি নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের জরিমানাও আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হওয়ায় এবার এক অভিনব পন্থা বেছে নেয় পুলিশ প্রশাসন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমজেলা পুলিশসুপার অনির্বাণ শর্মা বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেওয়া নয় বরং মানুষের জীবন রক্ষা করা। আমরা বহুবার মানুষকে হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছি। জরিমানাও করেছি। কিন্তু এখনও অনেকেই নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে উদাসীন। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ নয়, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা দেখিয়েও সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব। সেই ভাবনা থেকেই হেলমেট ছাড়া মোটর সাইকেল চালানো ব্যক্তিদের হাতে বিনামূল্যে হেলমেট তুলে দেওয়া হয়। 'বিকেল গড়াতেই পাথারকান্দি ও আছিমগঞ্জ তেমাথা এলাকায় শুরু হয় বিশেষ

হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের মাথায় বিনামূল্যে হেলমেট পরিয়ে দিচ্ছেন এক পুলিশ কর্তা।

পাথারকান্দি

অভিযান। পুলিশসুপার অনির্বাণ শর্মা ও ওসি মানসজ্যোতি বড়ো স্বয়ং রাস্তায় নেমে অভিযানের নেতৃত্ব দেন। দূর থেকে পুলিশকে দেখতে পেয়ে অনেক হেলমেটবিহীন চালক প্রথমে দিক পরিবর্তন করার কিংবা সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে পুলিশ কর্তারা তাদের থামিয়ে কোনওরকম রূঢ় আচরণ না করে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে ট্রাফিক আইন এবং হেলমেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝান। এরপর চালকদের হাতে নতুন হেলমেট তুলে দেওয়া হলে অনেকেই বিস্মিত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অনেক চালক প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে তারা এতদিন হেলমেট ব্যবহারে অবহেলা করেছেন এবং ভবিষ্যতে সবসময় হেলমেট পরে মোটর সাইকেল চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন। উপস্থিত সাধারণ মানুষের কাছেও এই উদ্যোগ ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, শাস্তির ভয় দেখিয়ে অনেক সময় মানুষকে নিয়ম মানানো গেলেও ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করলে তার প্রভাব অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। পুলিশের এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সমাজে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও মনে করছেন, বর্তমান সময়ে যখন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন এমন মানবিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষকরে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে হেলমেট ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে এধরনের কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সচেতনতামূলক প্রচারণার পরও যদি কেউ ট্রাফিক আইন অমান্য করেন এবং হেলমেট ছাড়া মোটর সাইকেল চালাতে থাকেন তাহলে ভবিষ্যতে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারণ আইন প্রয়োগের চূড়ান্ত লক্ষ্য শাস্তি নয়, মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পাথারকান্দি পুলিশের এই মানবিক, দায়িত্বশীল ও সময়োপযোগী উদ্যোগ একদিকে যেমন জনমনে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে অন্যদিকে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতার নতুন দিগন্তও উন্মোচন করেছে। অনেকের মতে, জরিমানার পরিবর্তে সচেতনতার এই বার্তা সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেলে দুর্ঘটনা কমবে, রক্ষা পাবে অসংখ্য মূল্যবান জীবন।

সাপরময়না গ্রামে সোনাইর বিধায়ককে সংবর্ধনা

বিরোধী দলে থেকেও উন্নয়নমূলক কাজ আদায় করা সম্ভব : আমিনুল

সাপরময়না গ্রামে বিধায়ক আমিনুল হক লস্করকে সংবর্ধনার একটি দৃশ্য।

কবীর আহমদ

লক্ষীপুর, ২ জুন : সোমবার মণিপুর-চিরিপার জিপির পাঙাল লাঙাইলুপ সাপরময়না চিরিপার সামাজিক সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় সোনাইর নবনির্বাচিত বিধায়ক আমিনুল হক লস্করকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফখর উদ্দিন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ড. জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী। পাঙাল লাঙাইলুপ সংগঠন সহ স্থানীয় মানুষের ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর বলেন, তিনি এখন সোনাইর বিধায়ক। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন তার কাছে এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন, বিরোধী দলের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বলে কাজ করা যাবে না এমনটা ভুল ধারণা। বিরোধী দলে থেকেও উন্নয়নমূলক কাজ আদায় করা সম্ভব। বিধানসভায় সোচ্চার হয়ে জনগণের সমস্যা সদনে তুলে ধরবেন বলে বিধায়ক আমিনুল সবাইকে আশ্বস্ত করেন। সাধারণ মানুষ উজাড় করে ভোট দিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন। সেটার মূল্যায়ন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এছাড়া এদিন বাঁশকান্দি ব্লক কংগ্রেসের অন্তর্গত চিরিপার-মণিপুর মণ্ডল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় পৃথকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয় বিধায়ক আমিনুল হক লস্করকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিবপুর-বাঁশকান্দি জেলা পরিষদ সদস্যার স্বামী ড. আব্দুর রহিম লস্কর, বাঁশকান্দি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি নুর আহমদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবীর লস্কর ও আজাদ চৌধুরী, ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আজমল আহমদ মজুমদার, মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী রেশমি বেগম চৌধুরী, জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগের সহ-সভাপতি ড. জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী সহ কংগ্রেস দলের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ। সভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি, ভালোবাসা ও উষ্ণ সংবর্ধনায় অভিভূত হন বিধায়ক আমিনুল। এই সম্মান ও আন্তরিকতার জন্য উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন তিনি। তিনি বলেন, মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগাবে। বিধায়ক হিসেবে সবার সহযোগিতায় এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবেন বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

লালা পুরসভার উদ্যোগে সন্তোষকুমার রায় শিশু উদ্যানের সংস্কার কাজ শুরু

আরও আকর্ষণীয় করে তোলার প্রতিশ্রুতি পুরনেত্রীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ২ জুন : দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ অবস্থা, অবহেলা, আগাছা আর আবর্জনার স্তূপে হারিয়ে যেতে বসেছিল লালার একমাত্র শিশু বিনোদন কেন্দ্র সন্তোষকুমার রায় শিশু উদ্যান। যে পার্ক একসময় শিশুদের হাসি-আনন্দে মুখর থাকত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটিই পরিণত হয়েছিল প্রায় পরিত্যক্ত এক স্থানে। ভাঙাচোরা অবকাঠামো, অযত্নে বেড়ে ওঠা জঙ্গল এবং সংস্কারের অভাবে পার্কটির অস্তিত্বই যেন প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। অবশেষে সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে লালা পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে শিশু উদ্যানের ব্যাপক সংস্কারমূলক কাজ। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের সংস্কারমূলক কাজের সূচনা করেন লালা পুরসভার চেয়ারপার্সন তুরসি রায়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরনেত্রী তুরসি রায় বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিলের অধীনে ৩২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয়ে এই সংস্কারমূলক কাজ শুরু হয়েছে। একসময় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের উদ্যোগে নির্মিত এই পার্ক লালার মানুষের কাছে শুধু একটি বিনোদন কেন্দ্রই ছিল না বরং ছিল শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিসর। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পার্কটির অবস্থা এতটাই বেহাল হয়ে পড়ে যে অভিভাবকরা সন্তানদের সেখানে নিয়ে যেতে অনীহা প্রকাশ শুরু করেন। সভায় সমীরণ পাল, গোবিন্দলাল চ্যাটার্জি, সানাতম্বা সিংহ, দেবু পাল, পাপ্পু নাথ, রজত পাল প্রমুখ তাদের বক্তব্যে বলেন, লালা শহরে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য উন্মুক্ত বিনোদন ও অবসর যাপনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। সেই প্রেক্ষাপটে সন্তোষকুমার রায় শিশু উদ্যানের পুনর্জীবন শুধু একটি উন্নয়ন প্রকল্প নয় বরং নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তারা বলেন, আধুনিক সময়ে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খোলা পরিবেশে খেলাধূলা ও সামাজিক মেলামেশার সুযোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটি সুপরিকল্পিত ও আকর্ষণীয় শিশু উদ্যান সেই চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই পার্কটির সংস্কার ছিল সময়ের দাবি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুরনেত্রী তুরসি রায় আরও বলেন, শুধু সংস্কার নয় পার্কটিকে আরও আকর্ষণীয় ও পরিবেশবান্ধব রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এখানে শিশুদের জন্য নতুন বিনোদন সামগ্রী, উন্নত অবকাঠামো এবং মনোরম পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে পুরসভার প্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক, স্থানীয় বাসিন্দা সহ বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা একবাক্যে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বহুদিন পর লালার শিশুদের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় পুরসভার প্রশংসা করা হয়।

কাজের ফলক উন্মোচন করছেন লালা পুরসভার চেয়ারপার্সন তুরসি রায়।

শিলচরে জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভায় সংগঠনকে সক্রিয় করতে নানা সিদ্ধান্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : শিলচর জেলা মহিলা কংগ্রেসের এক কার্যনির্বাহী সভা সোমবার জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী বন্দিতা ত্রিবেদী রায়। সভায় সংগঠনের বিভিন্ন পদাধিকারী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগামীদিনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংগঠনকে তৃণমুল স্তরে আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি ব্লক, মণ্ডল ও বুথ স্তরে মহিলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান জোরদার করা, মহিলাদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভানেত্রী উপস্থিত সব কর্মকর্তাকে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি ও জনসংযোগ কার্যক্রম সম্প্রসারণে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মহিলা কংগ্রেসের প্রত্যেক কর্মীকে মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হবে এবং কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তারা সংগঠনের ঐক্য ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী জুলাই মাসে এক মহিলা অধিবেশন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ ও প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী মীরা বরঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নবিনা মজুমদার, যশোদা সিনহা, ফাতেমা আল-মামুন, সোমাবতী দাস, আখতারুন নেহার, ফাতিমা চৌধুরী, সাহানারা বেগম, জেসমিন বেগম, কোকিলা বেগম, শাজনারা বেগম, সুপর্ণা দাস প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল প্রকাশকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ করিমগঞ্জ কলেজ ছাত্র সংসদের

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন রুচিতা পুরকায়স্থ সহ অন্যান্যরা।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২ জুন : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরীক্ষার ফল প্রকাশকে ঘিরে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল করিমগঞ্জ কলেজ ছাত্র সংসদ। ফল প্রকাশের চারদিন পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বারবার প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বহু শিক্ষার্থী নিজেদের ফলাফল দেখতে পারছেন না বলে অভিযোগ। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেন সাধারণ সম্পাদিকা রুচিতা পুরকায়স্থ। তাঁর দাবি, বহু মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রী একাধিক বিষয়ে অপ্রত্যাশিত ব্যাকলগ পেয়েছেন। এমনকি ষষ্ঠ সেমিস্টারের কিছু পড়ুয়ার ক্ষেত্রে মাত্র একটি বিষয়ে ব্যাকলগ দেখিয়ে তাদের ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। রুচিতার অভিযোগ, তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে উত্তরপত্র সংগ্রহ করার পর অনেক শিক্ষার্থী দেখতে পেয়েছেন যে উত্তরপত্রের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয়নি। কোথাও কোথাও মাত্র একটি বা দু'টি প্রশ্ন দেখে নম্বর দেওয়া হয়েছে। অথচ বাকি উত্তরগুলি মূল্যায়নের আওতায়ই আসেনি বলে দাবি তাঁর। পুনর্মূল্যায়নের পর নম্বর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে বলে উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তুলেন, প্রথম থেকেই সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হলে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে পুনর্মূল্যায়নের পথে যেতে হয় কেন? পাশাপাশি প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশের আগেই দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা নেওয়া এবং দীর্ঘ সময় পর ফল প্রকাশের পরও মূল্যায়নে অসংগতি থাকার বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে ছাত্র সংসদ। ছাত্র সংসদের দাবি, এই পরিস্থিতির ফলে বহু শিক্ষার্থী মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। চাকরি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকেও অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্রুত সমস্যার সমাধান ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দিলে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক বৈঠকে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোনওধরনের অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছে করিমগঞ্জ কলেজ ছাত্র সংসদ।

৪ অসম ব্যাটেলিয়ন এনসিসি-র উদ্যোগে ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম ও তামাকবিরোধী সচেতনতা অভিযান

এম এইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২ জুন : ৪ অসম ব্যাটালিয়ন এনসিসি, শ্রীভূমির উদ্যোগে ক্যাটসি-৩১ শিবিরের ষষ্ঠ দিনে চুনাইগুল গ্রামে সফলভাবে 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম' ও 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস' উপলক্ষে এক ব্যাপক সচেতনতামূলক ও জনসম্পৃক্ততা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ক্যাটসি-৩১ শিবিরটি ২৬ মে থেকে ৪ জুন ২০২৬ পর্যন্ত জেএনভি হরিনগরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মসূচিতে ৫০ জন এনসিসি ক্যাডেট, দু'জন অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসার (এএনও) এবং দু'জন পিআই স্টাফ অংশগ্রহণ করেন। শ্রীভূমি জেলার রামকৃষ্ণনগর উপ-বিভাগের অন্তর্গত চুনাইগুল গ্রামে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এনসিসি ক্যাডেটরা গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সরকারের বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। পাশাপাশি একটি আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ক্যাডেটরা তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য র‍্যালি, পোস্টার প্রদর্শনী, স্লোগান প্রচার এবং সচেতনতামূলক বক্তব্যের আয়োজন করেন। তাঁরা যুবসমাজ ও গ্রামবাসীদের তামাকমুক্ত জীবনধারা গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের বার্তা প্রদান করেন। গ্রামবাসীরা এনসিসি ক্যাডেটদের এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁদের অবদানের প্রশংসা করেন। সমগ্র কর্মসূচি জুড়ে ক্যাডেটরা শৃঙ্খলা, নেতৃত্বগুণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উজ্জ্বল পরিচয় দেন। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলের অংশগ্রহণে একটি শপথ গ্রহণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সবাই তামাকমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর সমাজ গঠনের পাশাপাশি গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার করেন।

ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় হাইলাকান্দিতে বিজয়ী ১৮ জন

বাহার লস্কর

হাইলাকান্দি, ২ জুন : অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী ২০২৬-এর হাইলাকান্দি কেন্দ্রের রবীন্দ্র নৃত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। প্রতিটি বিভাগে বয়সভিত্তিক তিনটি গ্রুপে দুই শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এদিন হাইলাকান্দি শহরের ইন্দ্রকুমারী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং মহিলা কলেজ প্রেক্ষাগৃহে সারা দিনব্যাপী জেলাভিত্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মহিলা কলেজ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জেলা সংযোজক তিলকরঞ্জন দাস (কুমার)। এরপর হাইলাকান্দির বিধায়ক তথা প্রতিযোগিতার উদ্বোধক ড. মিলন দাস, হাইলাকান্দি পুরসভার সভাপতি মানব চক্রবর্তী, কবি আশুতোষ দাস, রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন আয়োজক কমিটির জেলা সভাপতি সুশান্তমোহন চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রকুমারী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দীপক চক্রবর্তী, শ্রীভূমি জেলার রামকৃষ্ণনগর থেকে আসা চার বিচারক ক্রমে প্রিয়াঙ্কা দত্ত, পুনম চন্দ, অনামিকা মল্লিক, মিতালি দেব সহ জেলার বরিষ্ঠ নাগরিক সংস্থার সভাপতি নারায়ণ দেবনাথ, কবি-সাহিত্যিক কল্লোল চৌধুরী, আশুতোষ দাস, প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী নির্মলেন্দু ঘোষ, বণিক সংস্থার সম্পাদক সুদীপ পাল, সঞ্জীব দে, জেলা বিজেপির সহ-সভানেত্রী শুভ্রা চৌধুরী, নারায়ণচন্দ্র দাস, সন্দীপন পাল, বাঙালি পরিষদ অসম-এর হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সভাপতি বিপ্লবেন্দু পুরকায়স্থ প্রমুখকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। বরণের পর বিধায়ক ড. মিলন দাস সহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ড. মিলন দাস বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার ফলেই বিশালাকারের এই রবীন্দ্র প্রতিযোগিতা অসমের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে চার বছর ধরে। হাইলাকান্দি কেন্দ্রের আয়োজকদের প্রশংসা করে আগামী বছরের প্রতিযোগিতায় বিধায়ক আরও অধিক পরিমাণে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া যোগদানকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীর সাফল্য কামনা করে হাইলাকান্দির সুনাম উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান।

জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

বক্তব্য রাখেন পুরপতি মানব চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ দীপক চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি সুশান্তমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রতিযোগিতা শেষে চার বিচারকের বিচারে হাইলাকান্দির ১৮ জন বিজয়ী প্রতিযোগীরা হল রবীন্দ্রসঙ্গীত 'ক' বিভাগে প্রথম কৌশিকী দেব, দ্বিতীয় বেদত্রয়ী গোস্বামী, তৃতীয় অরিজিৎ আচার্য। 'খ' বিভাগে প্রথম অনন্যা দাস, দ্বিতীয় সুহানী নাথ ও তৃতীয় ঋতিষা সেনগুপ্ত। 'গ' বিভাগে প্রথম অনামিকা পাল, দ্বিতীয় অভিষিক্তা চৌধুরী এবং তৃতীয় প্রসুনকান্তি চক্রবর্তী। রবীন্দ্র নৃত্য 'ক' বিভাগে প্রথম সমৃদ্ধি গুপ্তা, দ্বিতীয় সানভি পাল এবং তৃতীয় দেবদত্ত দাস। 'খ' বিভাগে প্রথম সুপালী চন্দ, দ্বিতীয় সুদীক্ষা দাশগুপ্ত এবং তৃতীয় নন্দিনী চৌধুরী। 'গ' বিভাগে প্রথম নন্দিতা দে, দ্বিতীয় যুবরাজ নাথ এবং তৃতীয় স্বাগতা ভৌমিক। বিজয়ী আঠারোজনকে উৎসাহ প্রদানের জন্য জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশিষ্ট অতিথি এবং কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যারা এদিন বিজয়ীদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। জেলাস্তরের গণ্ডি পেরিয়ে আগামী ১৩ জুন গুয়াহাটির শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে হাইলাকান্দির বাছাইপর্বের প্রতিযোগিতায় আঠারোজন বিজয়ী ফাইনাল রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এদিনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, অহিতোষ ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর দে, দীপশংকর পাল, মলিনা চৌধুরী, মিতালী হালদার চক্রবর্তী, বন্দনা চক্রবর্তী, কিরীটি চক্রবর্তী, দেবজিৎ দাস, উমা রায়, মালা ভট্টাচার্য, ঝুমা পাল, কাকলি ধর, মান্না ধর, অভ্রাংশুকুমার চৌধুরী, অপু পাল, সঞ্জীব দে, রিম্পি ঘোষ, মৃণালকান্তি হালদার, সুব্রত ভট্টাচার্য, দীপক রায়, সুদীপা চৌধুরী, মিঠুন কংসবনিক, ইন্দ্রাণী সেন, কণিকা দাস, যতন দেবনাথ, প্রাঞ্জল ভট্টাচার্য, দেবোপম চক্রবর্তী, প্রীতম দে, সঞ্জিতা চন্দ, অমৃতা চক্রবর্তী, শ্রাবণী ভট্টাচার্য, সোমদত্তা দেব, অজন্তা শর্মা পণ্ডিত, অর্পিতা চৌধুরী, সুপায়ন নাথ মজুমদার, মিঠুলাল চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

জলাবদ্ধতা, প্লাস্টিক দূষণ ও জলবায়ু সঙ্কটের বিরুদ্ধে সামাজিক জাগরণের ডাক

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে সচেতনতার বার্তা, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভা শিলচরে

বক্তব্য রাখছেন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : অল্প বৃষ্টিতেই শহর জুড়ে জলাবদ্ধতা, নিষিদ্ধ ঘোষণার পরেও অবাধে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার, নর্দমায় বর্জ্য ফেলার প্রবণতা এবং ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ। এই বহুমাত্রিক সঙ্কট মোকাবিলায় প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হল আসাম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। বক্তাদের অভিমত, পরিবেশ রক্ষার লড়াই কোনও একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। সচেতন নাগরিক সমাজই হতে পারে এই সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি। আসাম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার শিলচর গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিভাগ, শিলচর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং টসো প্রাইভেট লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক আলোচনাসভা। অনুষ্ঠানের সূচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য সহ অতিথিরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে আসাম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের শিলচর আঞ্চলিক কার্যালয়ের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দাস বলেন, আজকের প্রজন্মকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। তিনি জানান, জনসাধারণ এবং ছাত্রসমাজের সহযোগিতা ছাড়া পরিবেশ রক্ষার বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সফল করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হাতে কোনও জাদুকাঠি নেই। স্বল্পসংখ্যক কর্মী নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার পরিবেশগত সমস্যার মোকাবিলা করা কঠিন। তাই প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ। শহরে ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সামান্য বৃষ্টিতেই কৃত্রিম বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ হয়নি। বহু ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে না ফেলে নর্দমায় ফেলা হচ্ছে, যার ফলে নিকাশি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে ভবিষ্যতে সমস্যার মাত্রা আরও বাড়বে বলেও সতর্ক করেন তিনি। পর্ষদের ইতিহাসের কথাও স্মরণ করান অরবিন্দবাবু। তিনি জানান, ১৯৭৫ সালের ২ জুন গুয়াহাটিতে মাত্র তিনজন কর্মী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল আসাম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন বরাকের কৃতী সন্তান অমরেন্দ্র নারায়ণ দত্ত চৌধুরী। বরাক উপত্যকায় পর্ষদের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে। গত পাঁচ দশকে জনসংখ্যা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং যানবাহনের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও। সেই সঙ্গে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে পর্ষদের দায়িত্ব। অথচ সমগ্র বরাক উপত্যকায় বর্তমানে কর্মীর সংখ্যা মাত্র ২৭ জন। তাই সচেতনতা ও সামাজিক সহযোগিতাকেই তিনি সবচেয়ে কার্যকর পথ হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায় জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনীতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নটি আজ আর কেবল প্রকৃতির বিষয় নয়, এটি অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য এবং মানবসভ্যতার ভবিষ্যতের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ভারতীয় দর্শনের আলোকে পরিবেশচেতনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি ঋগ্বেদে বর্ণিত 'পঞ্চ মহাভূত' অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি এবং আকাশের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রকৃতির এই পাঁচটি উপাদানকে সৃষ্টির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অধ্যাপক রায় ভারতীয় জীবনদর্শনের কয়েকটি মৌলিক সূত্রও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা। পরিবেশের কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত মানুষের উপরও ফিরে আসে। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ', অর্থাৎ সকলের মঙ্গল কামনা, আমাদের শেখায় প্রকৃতি ও মানবসমাজের সহাবস্থানের কথা। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', অর্থাৎ সংযমের সঙ্গে ভোগ করো, সীমাহীন ভোগবাদ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়, যা আজকের পরিবেশ সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একইভাবে 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্', অর্থাৎ কর্মে দক্ষতাই যোগ, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, সুশাসন এবং দায়িত্বশীল আচরণই টেকসই উন্নয়নের পথ দেখাতে পারে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ভয়াবহ প্রভাব নিয়েও তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পরিবেশ রক্ষায় সমাজভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে টসো প্রাইভেট লিমিটেডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপার্ট সোনি কুমারী উপস্থিত পড়ুয়াদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। পরিবেশবান্ধব শিল্পচর্চা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। শিলচর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আরবান টেকনিক্যাল অফিসার দীপককুমার পোরেলও আলোচনায় অংশ নিয়ে নগর পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে নিজের মতামত তুলে ধরেন। দিনভর কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একটাই বার্তা উঠে আসে স্পষ্টভাবে, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব কেবল কোনও সরকারি দফতরের নয়। গাছ লাগানো থেকে শুরু করে প্লাস্টিক বর্জন, নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখা থেকে জল সংরক্ষণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। কারণ প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানেই আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখা।

কুরিয়ার পরিষেবার আড়ালে মাদকের চালান! চুরাইবাড়িতে ১৫ লক্ষ টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার

চুরাইবাড়িতে পুলিশের তল্লাশিতে নিষিদ্ধ বাজেয়াপ্তকৃত কফ সিরাপ সহ আটক পাচারকারী চালক।

এস এম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২ জুন : অসম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোকে ব্যবহার করে মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচারের চক্র দিন দিন আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে। প্রশাসনের কঠোর নজরদারি সত্ত্বেও বিভিন্ন কৌশলে পাচারকারীরা তাদের অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সেই অপচেষ্টা বারবার ব্যর্থ করে দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এবারও তেমনই এক বড় সাফল্য পেল চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ। সুচারু পরিকল্পনা ও তৎপর অভিযানের মাধ্যমে ত্রিপুরাগামী একটি কন্টেইনার ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশে যাওয়া একটি ছয় চাকার কন্টেনারবাহী ট্রাক সোমবার সন্ধ্যার অসম সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের মুখে চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের অসম পুলিশের নাকা পয়েন্টে এসে পৌঁছায়। বাহ্যিকভাবে গাড়িটি ছিল বিভিন্ন অনলাইন ই-কমার্স সংস্থার পার্সেল ও পণ্যবোঝাই। কিন্তু কিছু অসংগতি কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সন্দেহের উদ্রেক করে। এরপর চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের গেট ইনচার্জ নিরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। প্রথমদিকে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও, গাড়ির ভেতরে থাকা বিভিন্ন কুরিয়ার সামগ্রীর আড়ালে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা কয়েকটি প্যাকেট পুলিশের নজরে আসে। সন্দেহজনক প্যাকেটগুলো খুলতেই বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর বস্তু। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় মোট ১৫০০ বোতল নিষিদ্ধ ব্র্যান্ডের কফ সিরাপ, যা মূলত নেশাজাতীয় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। বিপুল পরিমাণ এই নেশাদ্রব্য ত্রিপুরায় পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ট্রাকের চালক রহিম উদ্দিন লস্কর-কে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয়। পুলিশি জেরায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, ধৃত চালক কাছাড় জেলার আমড়াঘাট এলাকার বাসিন্দা। তবে তিনি একাই এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত, নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনও নেটওয়ার্ক কাজ করছে, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, সীমান্ত এলাকায় মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পাচার রুখতে পুলিশ নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি যানবাহনকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি এই পাচারকাণ্ডের সুরাহায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্লিপার পুনর্নবীকরণ কাজে রেকর্ড অগ্রগতি মরানহাট-ডিব্রুগড় সেকশনের সুরক্ষা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২ জুন : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনে গত মে মাসে 'থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল' (টিএসআর) কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। মরানহাট-ডিব্রুগড় সেকশনে 'ট্র্যাক রিলেয়িং ট্রেন' (টিআরটি) মেশিন ব্যবহার করে মোট ১০.৬১ কিলোমিটার স্লিপার পুনর্নবীকরণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে এই ডিভিশনটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই সাফল্য মাসের মধ্যে ২১টি ট্রাফিক ব্লকের-যার মধ্যে ৯টি ছিল নাইট ব্লক- কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, যা পুনর্নবীকরণ কাজের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুগম সমন্বয়, মেনপাওয়ার ও মেশিনের দক্ষ ব্যবহার, শান্টিং কার্যক্রমের সুগম পরিচালনা এবং সিগন্যালিং ও ওভারহেড ট্র্যাকশন সংক্রান্ত কাজগুলোর সম্পাদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশনের মরানহাট-ডিব্রুগড় সেকশনে স্লিপার পুনর্নবীকরণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার ফলে ট্র্যাকের সুরক্ষা ও পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুনর্নবীকরণ রেললাইন পরিকাঠামো ট্রেনের চলাচলকে আরও সুগম করতে এবং যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে সহায়তা করবে— যা ট্রেন যাত্রার সময় সুরক্ষা, দক্ষতা ও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে পুনরায় সুদৃঢ় করে।

হোজাইয়ে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন বন্য হাতির শাবক উদ্ধার, মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বন বিভাগের

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ২ জুন : হোজাই জেলার উদমারী বনাঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকা থেকে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটি বন্য হাতির শাবক উদ্ধার করেছে হোজাই বন বিভাগ। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বন বিভাগের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, হাতির পালের সঙ্গে চলাচলের সময় কোনও এক কারণে শাবকটি তার মা ও পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে উদমারী বনাঞ্চলের পাশে একা ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়রা বন বিভাগকে খবর দেন। খবর পেয়ে বনকর্মীদের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালিয়ে শাবকটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর শাবকটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এটি বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে, শাবকটিকে পুনরায় তার মা ও পালের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বন বিভাগ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় শাবকটিকে বন্য হাতির পালের কাছে নিয়ে যাওয়া হলেও পালটি তাকে গ্রহণ করেনি। ফলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং শাবকটিকে আবার বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে আনা হয়। হোজাইয়ের ডিএফও নয়নজ্যোতি রাজবংশী জানান, শাবকটির মা ও পালের সন্ধান অব্যাহত রয়েছে। উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে শাবকটিকে আবার তার প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ছেড়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বর্ষাকালের শুরুতে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে বন্য হাতির পাল প্রায়ই বনাঞ্চল ছেড়ে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় চলে আসে। এ সময় অনেক ক্ষেত্রেই শাবকরা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই কোনও বন্যপ্রাণী দেখতে পেলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত বন বিভাগকে খবর দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডিএফও নয়নজ্যোতি রাজবংশী।

ছোট দুধপাতিল গ্রান্টের পূর্বলাইন উত্তরপাড়ার রাস্তা নির্মাণের দাবিতে বিধায়কের দ্বারস্থ ইয়াসি

বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালার হাতে স্মারকপত্র দিচ্ছেন ইয়াসির কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছোট দুধপাতিল গ্রান্টের পূর্বলাইন উত্তরপাড়ার দীর্ঘদিনের রাস্তা সমস্যার সমাধান ও দ্রুত রাস্তা নির্মাণের দাবিতে পুনরায় সরব হয়েছে ইয়ুথস এগেইনস্ট সোসিয়াল ইভিলস (ইয়াসি) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ইয়াসি ছোট দুধপাতিল জিপি কমিটি। এ দাবি নিয়ে বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালার দ্বারস্থ হন কমিটির কমকর্তারা। সোমবার ইয়াসি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বর্তমান বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালার কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের ভোগান্তির কথা তুলে ধরে দ্রুত রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য তাঁর জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। এদিন ইয়াসি ছোট দুধপাতিল জিপি কমিটির প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সভাপতি গণেশ মণ্ডল। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক মনোজ কালোয়ার, নন্দু রবিদাস, বিজন রবিদাস, আহাদ বড়ভুইয়া, সাজন লস্কর সহ অন্যান্য সদস্যরা। স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন এবং রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উল্লেখ্য, সংগঠনের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের এই দাবিকে সামনে রেখে ইয়াসি নিরলসভাবে আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের ২ আগস্ট তৎকালীন অসমের পূর্তমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এরপর থেকে সংগঠনের সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি দফতর ও বিভাগের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছেন। এমনকি বিধায়ক মিহিরকান্তি সোমের কার্যকালের সময়ও সংগঠনের জিপি কমিটির সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও অনুসরণ করেছিলেন। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা (সার্ভে) পরিচালিত হচ্ছে বলেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

হাইলাকান্দি এসএস কলেজে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২ জুন : হাইলাকান্দির শ্রীকিষণ সারদা মহাবিদ্যালয়ে সোমবার থেকে ১৫ দিনব্যাপী কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। এতে ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, গুয়াহাটির কৃষি ও গ্রামীণ প্রযুক্তি বিদ্যালয়, শ্রীকিষণ সারদা মহাবিদ্যালয়ের জীবসম্পদ কেন্দ্র এবং এইচডিএফসি পরিবর্তনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন হাইলাকান্দি ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানির সদস্যরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. রতন কুমার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয়তা কোষের সমন্বয়ক ড. গোলাবচন্দ্র নন্দী, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা সুকন্যা চৌধুরী, জীবসম্পদ কেন্দ্রের সহ-প্রধান গবেষক ড. দেবাশিস গুহ ঠাকুরতা, ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, গুয়াহাটির প্রতিনিধি বিক্রমজিৎ দত্ত এবং হাইলাকান্দি কৃষক উৎপাদক সংস্থার পরিচালক আব্দুল মালিক। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে কৃষিজাত পণ্যের আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন, গুণগত মানোন্নয়ন এবং বাজারমুখী উৎপাদনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কৃষিজাত পণ্যের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কীকরণ, মূল্য সংযোজন, পণ্য পরিচিতি গঠন এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলা, বাজারের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি এবং টেকসই জীবিকানির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইলাকান্দি জেলার কৃষক ও ফারমার্স প্রডিউসার কোম্পানির সদস্যরা আধুনিক কৃষি-উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন এবং জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

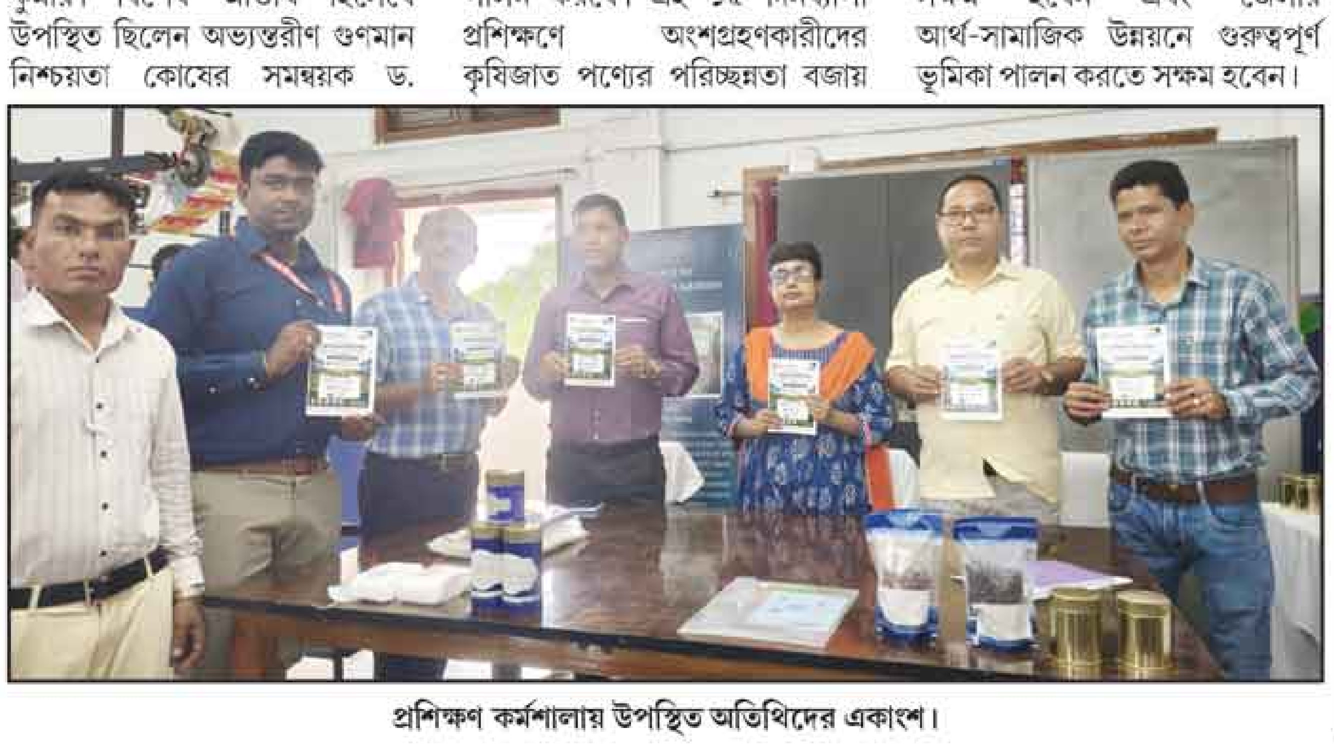
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিদের একাংশ।

মাইজগ্রাম, সুপ্রাকান্দি জেলা পরিষদ এলাকার সড়ক-সেতুর সংস্কারের দাবিতে স্মারকপত্র

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২ জুন : শ্রীভূমি জেলার মাইজগ্রাম,সুপ্রাকান্দি জেলা পরিষদ এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সেতুর দীর্ঘদিনের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে সংস্কারমূলক কাজ শুরু করার দাবিতে সরব হলেন শ্রীভূমি জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি সাথী রায় কুরি। মঙ্গলবার পূর্ত বিভাগের কার্যনির্বাহী অভিযন্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লিখিত স্মারকপত্র প্রদান করেন জেলাপরিষদ উপসভানেত্রী সাথী রায় কুরি। পূর্ত বিভাগের কার্যবাহী বাস্তুকার বিশ্বজিৎ নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জেলাপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাথী রায় কুরি সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তার জেলাপরিষদ এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লঙ্গাই, চান্দখানি সড়ক, কাটাখাল সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ এবং শহরের ব্যস্ততম বিপিন পাল রোড বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলির যথাযথ সংস্কার না হওয়ায় প্রতিদিন সাধারণ মানুষ, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও যানবাহন চালকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষ করে বিপিন পাল রোড দিয়ে প্রতিদিন পূর্ব বাজারের হোলসেল মার্কেটে বিপুল পরিমাণ পণ্যবাহী ট্রাক ও অন্যান্য ভারী যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় যান চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে জানান সাথী রায় কুরি। স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের সম্মুখে রাস্তার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বিশাল গর্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সাথী রায় কুরি বলেন, 'বিদ্যালয়ে যাতায়াতকারী ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সাধারণ পথচারীদের নিরাপত্তা আজ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। যে কোনও সময় একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' তিনি আরও বলেন, এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে এসব গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও সেতুর দ্রুত মেরামত অত্যন্ত জরুরি। তাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যমে সংস্কারকাজ শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সাথী রায় কুরি জানান, লঙ্গাই, চান্দখানি সড়কের বেহাল অবস্থার বিষয়টি নিয়ে অতীতেও একাধিকবার পূর্ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সময় দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু করার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'উন্নয়নের আশ্বাস দিয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করানো ঠিক নয়। জনগণের করের টাকায় নির্মিত এই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো দ্রুত সংস্কার করা সরকারের দায়িত্ব। তাই আর কোনও ধরনের বিলম্ব মেনে নেওয়া হবে না।' একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু না হয়, তবে এলাকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নজরে আনবেন এবং জনগণের সমস্যা ও বিভাগীয় উদাসিনতা দুটো বিষয় মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করবেন।

পূর্ত বিভাগের কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে জেলাপরিষদ উপসভানেত্রী সাথী রায় কুরি জানান, বিভাগীয় কর্তা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে স্থানীয় জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক ও সংস্কারমূলক কাজ শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই সড়ক ও সেতুগুলির উন্নয়ন হলে শুধু যাতায়াত ব্যবস্থাই সহজ হবে না, বরং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে এলাকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডও আরও গতিশীল হয়ে উঠবে বলে মত ব্যক্ত করেন সাথী রায় কুরি।

স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন জেলা পরিষদ সহ সভানেত্রী সাথী রায় কুরি।

কাঁটায় গেঁথে শিকার জমা রাখে যে পাখি

পাখি মানেই বীজ, ফল বা পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকা শান্ত স্বভাবের প্রাণী— এমন ধারণা আমাদের অধিকাংশের। কিন্তু প্রকৃতির জগতে ব্যতিক্রমও আছে। আকারে ছোট হলেও শিকারের ক্ষেত্রে একেবারে হিংস্র শিকারির মতো আচরণ করে 'শ্রাইক' নামে এক প্রজাতির পাখি। সম্প্রতি এর শিকার ধরার কৌশল নিয়ে একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই চমকে উঠেছেন বহু মানুষ।

প্যাসেরি উপবর্গের অন্তর্গত এই পাখি দেখতে সাধারণ পাখির মতো। মিষ্টি গলা, সুন্দর ডাক। কিন্তু পায়ের আকার আর ঠোঁটের গড়ন দেখলে বোঝা যাবে এটি শিকারি পাখি। এদের খাদ্যাভ্যাস একেবারেই আলাদা। টিকটিকি, বড় পোকামাকড়, ইঁদুর, এমনকী ছোট পাখিও শিকার করে শ্রাইক। আশ্চর্যের বিষয়, শিকার ধরেই তা খেয়ে ফেলে না। বরং কাঁটাযুক্ত গাছ, কাঁটাতার বা ধারালো ডালের উপর শিকারকে গেঁথে রেখে দেয়। দেখলে মনে হতেই পারে, গাছটা বা ওই কাঁটাতার কোনও কবরস্থান। আর এই দেখেই হতবাক নেটপাড়া।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই আচরণের পিছনে রয়েছে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রথমত, শ্রাইকের পা শিকারি পাখিদের মতো শক্তিশালী নয়। ফলে শিকারকে কাঁটায় গেঁথে রেখে ঠোঁট দিয়ে সহজে টুকরো টুকরো করে খেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এটি খাবার সংরক্ষণেরও একটি পদ্ধতি। পরে খাওয়ার জন্য শিকার জমিয়ে রাখে তারা। এমনকী অনেক সময় বেশি শিকার মজুত করে সঙ্গীকেও আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

বন্যপ্রাণ বিষয়ক সমাজমাধ্যম পাতা-র প্রকাশিত ভিডিওতে এই আচরণ তুলে ধরা হয়েছে। ভিডিওর বর্ণনায় বলা হয়, 'শ্রাইক দেখতে সাধারণ পাখির মতো হলেও খুদে শিকারির মতো শিকার করে। পোকামাকড়, টিকটিকি, ইঁদুর ও ছোট পাখি ধরে কাঁটায় গেঁথে রাখে, তারপর সেগুলো টুকরো করে খায় অথবা পরে খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করে।' ভিডিওটি প্রকাশের পর নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ এই পাখিকে 'কসাই' বলে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ মজা করে নাম দিয়েছেন 'ভ্লাদ দ্য ইমপেলার'। এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'এত ভয়ঙ্কর পাখি আগে কখনও দেখিনি।' আরেক জনের মন্তব্য, 'এটা দেখে মনে হবে কেউ ইচ্ছে করে প্রাণীগুলোকে কাঁটায় গেঁথে রেখেছে।' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকৃতি সবসময় শান্ত ও স্থির হয় না। খাদ্যশৃঙ্খলের নিয়মে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রতিটি প্রাণীই কখনও শিকার, কখনও শিকারি। আর সেই বাস্তবতার অন্যতম বিস্ময়কর উদাহরণ এই শ্রাইক পাখি।

এভারেস্টে সফল আরোহণের রেকর্ড

মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। চলতি ২০২৬ সালে এযাবৎকালের রেকর্ডসংখ্যক পর্বতারোহী বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গটি সফলভাবে আরোহণ করেছেন। নেপাল সরকারের পর্যটন বিভাগের উদ্ধৃতি দিয়ে দেশটির জাতীয় দৈনিক কাঠমান্ডু পোস্ট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এ বছর রেকর্ড ১ হাজার ৮ জন পর্বতারোহী এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসে এর আগে কোনও একটি একক বছরে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ এভারেস্ট জয় করতে পারেননি। হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত ২৯ হাজার ৩২ ফুট উঁচু এভারেস্ট বিশ্বজুড়ে নেপাল এবং চিনের তিব্বত অংশ জুড়ে বিস্তৃত। দু'দিক থেকেই পর্বতারোহণের সুযোগ থাকলেও বিশ্বের অধিকাংশ পর্বতারোহী নেপাল অংশটি ব্যবহার করেই আরোহণ করতে বেশি পছন্দ করেন। ১৯৫৩ সালে নিউজিল্যান্ডের অ্যাডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগের প্রথম ঐতিহাসিক এভারেস্ট বিজয়ের পর থেকেই মূলত বিশ্বজুড়ে পর্বতারোহীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয় এই শৃঙ্গ। আবহাওয়াগত কারণে বছরের কেবল এপ্রিল এবং মে— এই দুই মাস এভারেস্টে আরোহণের জন্য উপযোগী থাকে, বাকি দশ মাস এখানকার পরিবেশ পর্বতারোহণের অনুকূলে থাকে না।

নেপাল সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, এভারেস্টে আরোহণ করতে যাওয়া বিদেশি পর্বতারোহীদের সঙ্গে একজন স্থানীয় গাইড থাকা বাধ্যতামূলক। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থাকে স্থানীয় গাইডরা জানিয়েছেন, এভারেস্ট অভিযানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আবহাওয়া। তবে এপ্রিল এবং মে মাসে আবহাওয়া তুলনামূলক উষ্ণ থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেক কমে আসে। তাছাড়া বর্তমান আধুনিক যুগে ইন্টারনেটের কল্যাণে এভারেস্টে আরোহণ আগের চেয়ে অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় বেসক্যাম্পে বসেই চূড়ার আবহাওয়া কেমন তা নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হয়, যার ফলে দুর্ঘটনার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। নেপালের পর্যটন বিভাগের মহাপরিচালক রামকৃষ্ণ লামিচানে জানিয়েছেন, এর আগে এক বছরে সর্বোচ্চ সফল আরোহণের রেকর্ডটি ছিল ২০১৯ সালের। ওই বছর ৮৭২ জন অভিযাত্রী সফলভাবে এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিলেন। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে এক হাজার পার হলো।

'এলিয়েনদের জন্য' ওয়েবসাইট খুলল যুক্তরাষ্ট্র

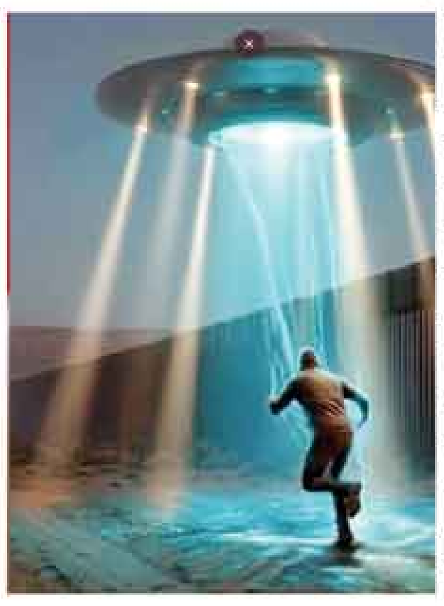

যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি 'aliens.gov' নামে ভিন্নধর্মী একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। প্রথম দেখায় সাইটটিকে মহাকাশের ভিনগ্রহী বা এলিয়েন সংক্রান্ত কোনও তথ্য প্রকাশের মাধ্যম মনে হলেও একটু স্ক্রল করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে এলিয়েন বলতে আসলে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করা বিদেশি নাগরিকদের বোঝানো হয়েছে। মহাকাশের আবহে তৈরি এই অভিবাসন বিষয়ক ওয়েবসাইটে একটি বিশেষ ইউএস ম্যাপ যুক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তথাকথিত 'এলিয়েনদের' গ্রেফতারের তথ্য ট্র্যাক করা যাবে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ডাটা বা তথ্য প্রতিনিয়ত আপডেট করা হবে এবং এটি হোয়াইট হাউসের অফিসিয়াল অ্যাপেও যুক্ত থাকবে। ওয়েবসাইটটিতে রহস্যময় সবুজ রঙে লেখা হয়েছে, ৬০ বছর ধরে মার্কিন সরকার একটি অত্যন্ত গোপন বিষয় চেপে রেখেছে। সেখানে দাবি করা হয়, লক্ষ লক্ষ এলিয়েন রাতের অন্ধকারে এসে আমাদের সমাজে মিশে গেছে এবং বিগত দিনের প্রেসিডেন্ট ও সরকারি কর্মকর্তারা বিষয়টি জেনেও তা ধামাচাপা দিয়েছেন।

তবে সাইটটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল একজন মানুষই এই সত্যটি প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছেন এবং তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি মার্কিন নাগরিকদের সুরক্ষায় এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ওয়েবসাইটের শেষ অংশে রসাত্মক ও কড়া ভাষায় বলা হয়েছে, কেউ যদি কোনও এলিয়েন অপহরণের ঘটনা দেখেন তবে যেন আতঙ্কিত না হন, কারণ সেই এলিয়েনকে নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে এবং তাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। এছাড়া সন্দেহভাজনদের তথ্য দিতে সাইটটিতে একটি বিশেষ 'টিপ বক্স'-ও রাখা হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারে চমক ভারতীয় মহিলাদের

চোখ ধাঁধানো সাফল্য, তিন বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি

তিন বছরে ভারতীয় মহিলাদের ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়েছে দ্বিগুণ। বেড়েছে ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টের সংখ্যাও। বৃদ্ধির এই হার যথেষ্ট সন্তোষজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার প্রকাশিত ষষ্ঠ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস-৬) প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৯-২১ সময়কালে অন্তত একবার ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মহিলার হার ৩৩.৩ শতাংশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৬৪.৩ শতাংশ হয়েছে।

২০১৯-২১ সময়কালের এনএফএইচএস-৫ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, ৩৩.৩ শতাংশ ভারতীয় মহিলা অন্তত একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন। এই দু'বছরে সংখ্যাটি দ্বিগুণ হয়েছে, যা মহিলাদের মধ্যে ডিজিটাল পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২১ (এনএফএইচএস-৫) সালে ব্যাঙ্কিং বা সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট থাকা মহিলাদের হার ৭৮.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ (এনএফএইচএস-৬) সালে ৮৯ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন থাকা মহিলাদের হার ২০১৯-২১ সালের ৫৩.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৬৩.৬ শতাংশ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এনএফএইচএস-৬'র প্রতিবেদনে মহিলাদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতির কথা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম-র আওতায় মাসিক স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (এমএইচএস) এবং জনঔষধি প্রকল্পের অধীনে সাশ্রয়ী মূল্যের স্যানিটারি পণ্যের মতো উদ্যোগের সহায়তায়, ১৫-২৪ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে মাসিক সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি ব্যবহারের হার ২০১৯-২১ সালের ৭৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৭৯.২ শতাংশ হয়েছে।

মন্ত্রক উল্লেখ করেছে যে, এই উদ্যোগগুলো নিরাপদ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি চর্চার বিষয়ে সচেতনতা, সহজলভ্যতা এবং এর প্রচলন বৃদ্ধি করেছে।

এতে বলা হয়েছে, 'এই ফলাফল মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ক্ষমতায়ন এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতির প্রতিফলন।'

মন্ত্রক আরও বলেছে, একইসঙ্গে ক্রমবর্ধমান অসংক্রামক রোগ, জীবনযাত্রাজনিত ঝুঁকি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অপুষ্টি ও ক্রমবর্ধমান স্থূলতার দ্বৈত বোঝা— এইসব উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, আচরণগত পরিবর্তন এবং সুষম পুষ্টি কৌশলের ওপর ক্রমাগত মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

এতে আরও যোগ করা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে এই ফলাফলগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের দিকে ভারতের ধারাবাহিক অগ্রগতিকে পুনরায় নিশ্চিত করে। এতে বলা হয়েছে, 'সমন্বয়, প্রান্তিক পরিষেবা প্রদান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির ওপর ক্রমাগত জোর দেওয়ার মাধ্যমে ভারত এই সাফল্যকে ধরে রাখতে এবং জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণকে আরও উন্নত করতে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।'

এনএফএইচএস-৬ সমীক্ষাটি ২০২৩-২৪ সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং মুম্বইর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করেছিল।

৭১৫টি জেলার প্রায় ৬.৭৯ লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিচালিত এই সমীক্ষাটি জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার কল্যাণ সূচকগুলির ওপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ সরবরাহ করে এবং জেলা স্তর পর্যন্ত তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

হাতের তালুতেই ধরে ফেলা যায়, মিলল নতুন নীল অক্টোপাস

গভীর সমুদ্রের অজানা জগৎ থেকে এবার মিলেছে নতুন এক খুদে অক্টোপাসের সন্ধান। নীল রঙের এই প্রাণী এতটাই ছোট যে, মানুষের হাতের তালুতেই সহজে ধরে রাখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন এই আবিষ্কার সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য ও প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে নতুন ধারণা দেবে। ২০১৫ সালে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের কাছে সমুদ্রের প্রায় ১,৭৭৩ মিটার গভীরে একটি দূরনিয়ন্ত্রিত জলের নীচের যন্ত্র প্রথম প্রাণীটির ভিডিও ধারণ করে। তখন গবেষকরা এটিকে খেলনা পুতুলের মতো দেখতে বলে মন্তব্য করেছিলেন।

দীর্ঘ গবেষণার পর সম্প্রতি প্রাণীটিকে নতুন প্রজাতি হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মাইক্রোএলেডোনে গ্যালাপাগেনসিস'। শিকাগোর ফিল্ড জাদুঘরের গবেষক জ্যানেট ভয়েট গবেষণাটি পরিচালনা করেন। প্রাণীটি ছিল স্ত্রী-প্রজাতির।

গবেষকরা জানান, প্রাণীটির দেহ নরম হওয়ায় সরাসরি কেটে পরীক্ষা করা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই বিশেষ ত্রিমাত্রিক চিত্র তৈরির যন্ত্র ব্যবহার করে এর শরীরের ভেতরের গঠন বিশ্লেষণ করা হয়। হাজার হাজার রশ্মিচিত্র একত্র করে প্রাণীটির পূর্ণ ত্রিমাত্রিক অবয়ব তৈরি করা হয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এই অক্টোপাসের ত্বক মসৃণ এবং চোখ বড়। এর শরীরের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রশান্ত মহাসাগরের আরেকটি পরিচিত প্রজাতির সঙ্গে মিলে যায়। তবে দেহের রঙের বিন্যাস আলাদা হওয়ায় এটিকে নতুন প্রজাতি হিসেবে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সমুদ্রতলের খুব সামান্য অংশই এখন পর্যন্ত মানুষের জানা হয়েছে। তাই গভীর সমুদ্রের অনুসন্ধানে নিয়মিত নতুন প্রাণীর সন্ধান মিলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমুদ্রের গভীর অংশেও পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে এসব প্রাণী সম্পর্কে দ্রুত জানার প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে।

সহকর্মীর চুল দিয়ে টাক ঢাকতেই বাজিমাত

টাক মাথার কারণে কাজ হারানোর উপক্রম! তেলেঙ্গানার মেহবুবাবাদ জেলায় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (MGNREGA) বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা গেছে, শ্রীনিবাস নামের এক শ্রমিক সম্প্রতি একটি মন্দিরে গিয়ে মানত পূরণ করতে মাথা মুণ্ডন (ন্যাড়া) করে আসেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার যখন তিনি কাজে যোগ দিতে যান, তখন বিপত্তি বাধায় সরকারের নতুন চালু করা 'ফেসিয়াল রিকগনিশন' হাজিরা অ্যাপ।

চুল না থাকায় অ্যাপটি কোনওভাবেই শ্রীনিবাসকে চিনতে পারছিল না এবং বারবার তার হাজিরা বাতিল করে দিচ্ছিল। প্রযুক্তির এই গোলমালে যখন ওই শ্রমিকের সেদিনের মজুরি হারানোর দশা, ঠিক তখনই এক মহিলা সহকর্মী এক অভিনব ও হাস্যকর বুদ্ধি খাটান। তিনি নিজের মাথার লম্বা চুলগুলো আলতো করে শ্রীনিবাসের ন্যাড়া মাথার ওপর ছড়িয়ে দেন, যাতে দূর থেকে মনে হয় তার মাথায় চুল রয়েছে। আর অবিশ্বাস্যভাবে এই টোটকা কাজও করে যায়! ছদ্মবেশী চুল মাথায় থাকা অবস্থায় সুপারভাইজর আবার অ্যাপটি চালু করতেই শ্রীনিবাসের চেহারা মিলে যায় এবং তার হাজিরা সফলভাবে নথিভুক্ত হয়। এই চটজলদি সমাধানের ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক হাসির খোরাক জোগালেও, এটি সরকারি কাজে ব্যবহৃত ফেসিয়াল রিকগনিশন প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সামান্য চুল কাটার মতো বাহ্যিক পরিবর্তনের কারণে যদি সাধারণ মানুষকে প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তবে এই গ্রামীণ স্তরে এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা ঠিক কতটুকু— তা নিয়ে নতুন করে ভাবছেন বিশেষজ্ঞরা।

আইটি খাতের চাকরি ছেড়ে অটোরিকশা চালান তিনি

এক সময় তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতে কাজ করা এক ভারতীয় মহিলা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পেশা বেছে নিয়েছেন। অফিসের কাজের চাপ ও দীর্ঘ কর্মঘণ্টায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি ওই চাকরি ছেড়ে অটোরিকশা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই নারী বলেন, আগের চাকরিটি তাঁর জন্য প্রচণ্ড চাপের হয়ে উঠেছিল। তিনি পেশাজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। ৯ বছর ধরে এ চাপে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর এ চাপ নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি পেশা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন।

কোন্ পেশায় নিজের সুবিধামতো সময়সূচিতে কাজ করতে পারবেন, তা তিনি খুঁজতে থাকেন এবং একসময় অটোরিকশা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

ওই মহিলার এ সিদ্ধান্ত শুরুতে অনেককে অবাক করেছিল। কিন্তু এটা তাঁর জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে। এখন তিনি মাসে প্রায় ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। তিনি বলেন, আগের তুলনায় এখন তিনি অনেক বেশি সুখী।

অটোরিকশা চালানোর পেশা ওই নারীকে তাঁর কাজের ওপর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ এনে দিয়েছে। তিনি এখন নিজের সুবিধামতো সময়ে কাজ করেন। ফলে তিনি আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারছেন। সম্প্রতি ওই মহিলার এই পেশা পরিবর্তনের গল্পের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ভিডিওটি দেখার পর এক ব্যবহারকারী বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, ১৮ বছর ধরে আইটি খাতে কাজ করার পরও তিনি এখনও এমন অসংখ্য বৈঠক সহ্য করছেন, যেগুলো একটি ই-মেলেই সেরে ফেলা যেত। পাশাপাশি 'সংক্ষিপ্ত' বলে শুরু হওয়া কল ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলা এবং গভীর রাতে বিভিন্ন কারিগরি সমস্যা সামলানোর মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

আরেক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, আইটি খাতে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সম্ভবত ৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত সঞ্চয় রয়েছে। অন্য এক ব্যবহারকারী ওই মহিলার সহজ ও সুখী জীবন বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন, শেষ পর্যন্ত সবাই মানসিক শান্তিই খোঁজেন। তিনি ভবিষ্যতের জন্য তাঁর সাফল্য ও মঙ্গল কামনাও করেন।

এই গ্রামের অলিগলিতেই ঘোরেন লেনিন-মার্ক্স

অনেকে বলেন, বার্লিন প্রাচীরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দুনিয়া থেকে সাম্যবাদ বা কমিউনিজমের অবসান ঘটেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর ইতিহাসবিদেরাও অনেকে এই তত্ত্বের ওপর সিলমোহর দিয়েছিলেন। কিন্তু তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার পেরাইয়ুর তালুকের একটি ছোট্ট গ্রাম 'ভান্নিভেলামপাত্তি' অর্ধশতাব্দী ধরে এই দাবিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আসছে। এখানে কমিউনিজম কোনও বইয়ের পাতা বা তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং মানুষের যাপিত জীবন ও আত্মমর্যাদার এক জীবন্ত দলিল। গ্রামের মানুষ কেবল মুখে সাম্যবাদের কথা বলেন না, ৫০ বছর ধরে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং সন্তানদের নামের অক্ষরে অক্ষরে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই বিপ্লবের আগুন।

ভান্নিভেলামপাত্তি গ্রামে গিয়ে যদি আপনি যে কোনও ১০ জন বাসিন্দার নাম জিজ্ঞেস করেন, তবে অবাক হয়ে দেখবেন তাদের মধ্যে অন্তত ৮ জনের নাম রাখা হয়েছে কোনও না কোনও বিশ্বখ্যাত কমিউনিস্ট নেতার নামে। গ্রামে পা রাখলেই কান পাতলে শোনা যায় কার্ল মার্ক্স, ভ্লাদিমির লেনিন, জোসেফ স্টালিন, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস কিংবা ফিদেল কাস্ত্রোর মতো ডাক। এমনকী যাদের কাগজে-কলমে এমন নাম নেই, পাড়ার আড্ডায় বা বন্ধুদের দেওয়া তাদের ডাকনামেও জড়িয়ে থাকে লেনিন বা মার্ক্সের ছোঁয়া। এটি কোনও সাময়িক ট্রেন্ড বা ফ্যাশন নয়, বরং এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ সামাজিক রূপান্তর ও শোষণের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস।

গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা তথা সিপিএম নেতা ভি মুরুগান, যাঁকে সবাই ভালবেসে 'স্টালিন' বলে ডাকেন, তিনি জানালেন সেই লড়াইয়ের দিনগুলোর কথা। ১৯৬০-র দশক পর্যন্ত এই গ্রামের অবদমিত মানুষগুলো তাঁদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন না। যুগের পর যুগ ধরে তাঁরা উচ্চবর্ণের ভূস্বামীদের জমিতে খেতমজুর হিসেবে প্রায় ক্রীতদাসের মতো খাটতেন। ১৯৫২ সালে এই গ্রামেরই এক লড়াকু যুবক ভেম্বুলু কাজের সন্ধানে তাঞ্জাভুরে যান এবং সেখানেই তিনি প্রথম সাম্যবাদী ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। তিন বছর পর গ্রামে ফিরে তিনি তাঁর বন্ধুদের সংগঠিত করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির একটি বড় কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। সেই সম্মেলনই গ্রামের মেহনতি মানুষের ভেতরের চেতনাকে প্রথম জাগিয়ে তুলেছিল।

কমিউনিস্ট নেতাদের ধারাবাহিক সান্নিধ্য ও নিয়মিত রাজনৈতিক সভার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুরো গ্রামের ভোল বদলে যায়। তাঁরা গ্রামবাসীকে আইনি উপায়ে এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পথ দেখান। মুরুগানের ভাষায়, আজ এই গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারগুলোও নিজস্ব জমির মালিক— যা একসময় অলীক স্বপ্ন বলে মনে হতো। এই মুক্তির আনন্দ থেকেই ১৯৬০-র দশক থেকে গ্রামবাসী ভালবেসে ও শ্রদ্ধায় তাদের সন্তানদের নাম কমিউনিস্ট নেতাদের নামে রাখতে শুরু করেন, যা আজও সমানভাবে চলছে।

এই নাম রাখার চল কেবল কোনও অন্ধ আবেগ নয়, বরং সচেতনভাবে লড়াইয়ের উত্তরাধিকারকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ার এক অনন্য প্রয়াস। ২৬ বছর বয়সি মা কে নাগাজ্যোতি যেমন সগর্বে জানান যে, তাঁর দুই মেয়ের নাম তিনি রেখেছেন 'মার্ক্সিয়া' ও 'লেনিনা'। তিনি চান তাঁর কন্যারা যেন এই বিশ্বনেতাদের মতোই সাহস ও নিষ্ঠা নিয়ে সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে পারে।

তামিলনাড়ুর এই প্রত্যন্ত গ্রামের অনুন্নত পরিকাঠামো যেখানে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বা এটিএম হয়তো এখনও পৌঁছয়নি, গ্রামের যুবসমাজ এখন 'পাঠচক্র' বা রিডিং ক্লাবের মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মার্ক্সীয় সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে উৎসাহিত করছে, যাতে তারা পূর্বপুরুষদের কঠিন সংগ্রাম এবং আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার গল্প ভুলে না যায়। ভান্নিভেলামপাত্তি আজও প্রমাণ করে চলেছে, আদর্শ যদি মানুষের অধিকারের সঙ্গে মিশে যায়, তবে কোনও প্রাচীর ভেঙেই তাকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা যায় না।

জটার শক্তিতে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে পর্তুগাল

লিসবন, ২ জুন : দুনিয়াতে না থেকেও পর্তুগাল দলে আছেন দিয়েগো জটা। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে তাকে বলা হচ্ছে অদৃশ্য সঙ্গী। প্রয়াত ফুটবলার এখনও এই দলের প্রাণশক্তির উৎস হয়ে আছেন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হুভেন নেভস বললেন, জটার প্রেরণাকেই বিশ্বকাপ জয়ের প্রতিজ্ঞা করছেন তারা।

এমনিতে শক্তির গভীরতায় তাদের তল খুঁজে পাওয়া কঠিন। তারকার ঝলকানি তাদের মতো এতটা তীব্র খুব কম দলেই। তার পরও কি বিশ্বকাপ জিততে পারবে পর্তুগাল? অতীত অভিজ্ঞতা আর নানা পারিপার্শ্বিকতায় তাদেরকে শীর্ষ ফেভারিটের তালিকায় হয়তো রাখছেন না অনেকেই।

কিন্তু নেভস দারুণ আত্মবিশ্বাসী। তার বিশ্বাস, গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো জটার প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ বাড়তি শক্তি জোগাবে তাদেরকে।

'আমরা এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি এবং সবসময় আমরা একই কথা বলি।'

'মাঝে মাঝে বাড়তি শক্তি পাওয়ার জন্য কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন হয়। এটি এমনই একটি ব্যাপার হবে, যা নির্দিষ্ট মুহূর্তে আমাদের বাড়তি শক্তি জোগাবে এবং আমরা যেখানে যেতে চাই, সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।'

কোথায় পৌঁছতে চান, সেটিও সরাসরিই বলে দিলেন ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

'আমাদের লক্ষ্য ফাইনালে পৌঁছানো, জয়লাভ করা এবং বিশ্বকাপ (ট্রফি) হাতে নিয়ে ফেরা। ব্যক্তিগত কোনো লক্ষ্য বেছে নেওয়া কঠিন, কারণ দল হিসেবে কী অর্জন করতে পারি, সেদিকেই আমাদের সব মনোযোগ।'

বিশ্বকাপে পর্তুগালের সেরা সাফল্যটি এসেছে সেই ৬০ বছর আগে। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েই ১৯৬৬ আসরে তারা তৃতীয় হয়েছিল কিংবদন্তি ইউসেবিওর অসাধারণ পারফরম্যান্সে।

এরপর ২০০৬ আসরে লুইস ফিগোদের সোনালি প্রজন্ম অনেক আশা ছড়ালেও শেষ পর্যন্ত চতুর্থ হয়েই থামতে হয়। পরের ২০ বছরে আর সেমি-ফাইনালের মুখ তারা দেখতে পারেনি।

এই সময়ে ২০১৬ ইউরো জিতেছে তারা, উয়েফা নেশন্স লিগ জিতেছে দুই দফায়। কিন্তু বিশ্বকাপের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অধরাই রয়ে গেছে। এবার সেই ধারাই বদলাতে চান নেভসরা।

বড় মঞ্চের যে ওজন এবং প্রত্যাশার যে চাপ, সেসবকেও খুব বড় প্রতিবন্ধকতা মনে করেন না আল হিলালের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার।

'আমাদের জাতীয় দলের সব ফুটবলারই এই ধরনের চাপে অভ্যস্ত। সম্প্রতি আমাদের চারজন ফুটবলার (নুনো মেন্দেস, ভিতিনিয়া, জোয়াও নেভেস এবং গন্সালো রামোস) দ্বিতীয়বারের মতো (পিএসজির হয়ে) চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। আমরা তরুণ দল, কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ দল।'

'আমরা এটাকে (চাপ) স্বাভাবিকভাবেই নিই। কারণ আমরা জানি যে, আমাদের সেই যোগ্যতা আছে এবং আমরা পর্তুগালের জন্য বড় কিছু অর্জন করতে পারি।'

গত বছর নেশন্স লিগের ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে টাইব্রেকারে নেভসের শটেই নিশ্চিত হয়েছিল পর্তুগালের শিরোপা। বিশ্বকাপেও এমন গোলের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। যদিও জিততে চান নির্ধারিত সময়েই।

'ওই ম্যাচের পর আমি বলেছিলাম, ওটা আমার ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ গোলগুলোর একটি; যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাও হয়।'

'এই বিশ্বকাপে যদি এমনটা আবার হয় এবং তা দলকে পরের রাউন্ডে যেতে বা এমনকি টুর্নামেন্ট জিততে সাহায্য করে, তাহলে সেটা দারুণ হবে। কিন্তু আমি ৯০ মিনিটের মধ্যেই জিততে চাইব, যাতে পেনাল্টি শুটআউটে যেতে না হয়। আমরা দল হিসেবে কী অর্জন করতে পারি, সেদিকেই আমাদের মনোযোগ।'

বিশ্বকাপ মাতাবে ৫ স্ট্রাইকার

নিউইয়র্ক, ২ জুন : গত বার কিলিয়ান এমবাপে ও লিয়োনেল মেসির মধ্যে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত লড়াই চলছিল। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যান এমবাপে। সবচেয়ে বেশি গোল করে সোনার বুট জেতেন তিনি। এ বারও কি সবচেয়ে বেশি গোল করবেন এমবাপে? না তাঁর জায়গা নেবেন অন্য কোনও স্ট্রাইকার? এ বারের বিশ্বকাপে কোন পাঁচ স্ট্রাইকারের দিকে সকলের নজর থাকবে তা খতিয়ে দেখল আনন্দবাজার ডট কম।

লিয়োনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এ বার নিজেদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে নামছেন। তাঁদের দল তাঁদের স্ট্রাইকারের তালিকায় রাখলেও কোনও বিশেষ পজিশনে তাঁদের আটকে রাখা যায় না। তাঁরা যেমন গোল করেন, তেমনই গোল করান। মেসি বা রোনাল্ডো খেলতে নামলে গোটা ফুটবলবিশ্বের চোখ তাঁদের দিকেই থাকে। গত দুই দশক ধরে এই ছবি দেখা যাচ্ছে। তাঁরা কিংবদন্তি। তাই এই দুই তারকাকে এই তালিকায় রাখা হল না।

কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)

তালিকায় সকলের উপরে থাকবেন এমবাপে। বিশ্বকাপে ১৪ ম্যাচ খেলে ১২টি গোল করেছেন তিনি। তার মধ্যে আটটি এসেছিল গত বার। আর পাঁচটি গোল করলেই জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজেকে টপকে ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক হবেন তিনি। পর পর দু'বার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছেন তিনি। এক বার জিতেছেন। একবার হেরেছেন। তৃতীয় বারও ফ্রান্সকে ফাইনাল খেলতে হলে গোলের মধ্যে থাকতে হবে এমবাপেকে। তাঁর দিকে নজর থাকবে সকলের।

আর্লিং হালান্ড (নরওয়ে)

এ বারই প্রথম বিশ্বকাপ খেলবেন হালান্ড। গত কয়েক বছরে ক্লাব ফুটবলে গোল মেশিনের তকমা পেয়েছেন তিনি। খেলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে। বিশেষজ্ঞ স্ট্রাইকার বলতে যা বোঝায়, হালান্ড ঠিক তেমনই। বক্সের মধ্যে তিনি ভয়ঙ্কর। গ্রুপ আই-এ ফ্রান্সের সঙ্গেই রয়েছে হালান্ডের নরওয়ে। অর্থাৎ গ্রুপ পর্বেই এমবাপে বনাম হালান্ডের লড়াই দেখা যাবে।

হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড)

বিশ্বকাপে ৮ গোল রয়েছে ইংল্যান্ডের এই স্ট্রাইকারের। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে ৬ গোল করে সোনার বুট জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু গত বার মাত্র দু'টি গোল করেছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পেনাল্টি ফস্কেছিলেন। দলও বাদ পড়েছিল। গত দু'বছর ক্লাব ফুটবলে গোলের মধ্যে রয়েছেন কেন। তিনিও বিশেষজ্ঞ স্ট্রাইকার। তাঁর উপরেই ভরসা করছে ইংল্যান্ড।

ইউলিয়ান আলভারেজ (আর্জেন্টিনা)

দলে মেসির মতো ফুটবলার থাকার পরও গত বারের বিশ্বকাপে নজর কেড়েছিলেন এই তরুণ স্ট্রাইকার। চারটি গোল করেছিলেন তিনি। গ্রুপ পর্বে পোল্যান্ড ও শেষ ষোলোয় অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছিলেন। এ বার তিনি আরও পরিণত। মেসির বয়স হয়েছে। ফলে গোলের জন্য আলভারাজের উপর ভরসা করবেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি।

ভিনিসিয়াস জুনিয়র (ব্রাজিল)

২০০২ সালের পর থেকে বিশ্বকাপ জিততে পারেনি পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। সেই খরা কাটাতে মরিয়া তারা। গোলের জন্য ব্রাজিলের বড় ভরসা ভিনিসিয়াস জুনিয়র। ক্লাব ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গোলের মধ্যে রয়েছেন তিনি। তাঁর প্রধান শক্তি গতি। যে কোনও ডিফেন্ডারকে গতিতে পরাস্ত করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে মাত্র একটি গোল করেছেন। সেই সংখ্যা এ বার অনেকটাই বাড়ানোর লক্ষ্যে নামবেন। নজর থাকবে তাঁর দিকেও।

চমক রেখে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা ইরানের

তেহরান, ২ জুন : বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে ইরান। এই দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার সর্দার আজমুনের। প্রাথমিক দল থেকে বাদ পড়া আজমুন শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত দলেও ফিরতে পারেননি। ইরানের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল ফুটবলার আজমুন জাতীয় দলের হয়ে ৯১ ম্যাচে ৫৭ গোল করেছেন। তবু তাকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তই দল ঘোষণার সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সরকারের প্রতি আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এমন একটি ঘটনার জেরে তাকে জাতীয় দলের বাইরে রাখা হয়। যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ইরান ফুটবল কর্তৃপক্ষ।

আজমুন না থাকায় আক্রমণভাগের মূল ভরসা হয়ে উঠেছেন ৩৩ বছর বয়সী মেহেদি তারেমি। বর্তমানে গ্রিসের ক্লাব অলিম্পিয়াকোসে খেলা এই স্ট্রাইকারের সঙ্গে আক্রমণভাগে থাকবেন জাহানবখশ। এছাড়া ফরোয়ার্ড বিভাগে রাখা হয়েছে আলি আলিপুর, ডেনিস দারগাহি, আমিরহোসেইন হোসেইনজাদেহ ও আমিরহোসেইন মাহমুদীকেও।

ইরান বিশ্বকাপ স্কোয়াড

গোলরক্ষক : আলিরেজা বেইরানভান্দ, হোসেন হোসেইনি, পায়াম নিয়াজমান।

ডিফেন্ডার : দানিয়াল ইরি, এহসান হাজসাফি, সালেহ হারদানি, হোসেন কানানি, শোকা খলিলজাদেহ, মিলাদ মোহাম্মদী, আলি নেমাতি ওমিদ নুরাফকান, রামিন রেজাইয়ান।

মিডফিল্ডার : রুজবেহ চেশমি, সাঈদ ইজাতোলাহি, মেহেদি ঘায়েদি, সামান ঘোদ্দোস, মোহাম্মদ ঘোরবানি, আলিরেজা জাহানবাখশ, মোহাম্মদ মোহেবি, আমির মোহাম্মদ রাজ্জাঘিনিয়া, মেহেদি তোরাবি, আরিয়া ইউসেফি।

ফরোয়ার্ড : আলি আলিপুর, ডেনিস দারগাহি, আমিরহোসেন হোসেইনজাদেহ, আমিরহোসেন মাহমুদী, মেহেদি তারেমি।

বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে ভিডিও দেখে কান্না করলেন আনচেলত্তি

রিও, ২ জুন : বিশ্বকাপে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে উড়াল দিয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। মঙ্গলবার সকালে নিউ জার্সির উদ্দেশে দেশে ছেড়েছে সেলেসাওরা। বিশ্ব মঞ্চে যাওয়ার আগে আবেগঘন এক মুহূর্তে সাক্ষী হয়েছেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার আগে বিশেষ একটি বার্তা পান আনচেলত্তি। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ও'গ্লোবো প্রকাশিত এক ভিডিওতে আনচেলত্তির নাতি-নাতনিরা তাকে বিশ্বকাপের জন্য শুভকামনা জানায়।

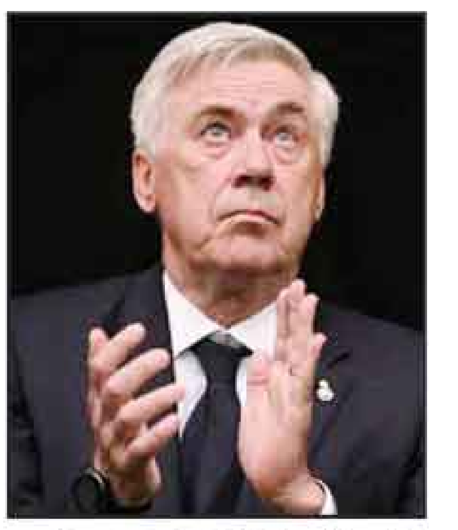

শিশুদের তখন বলতে শোনা যায়, 'দাদু, বিশ্বকাপে শুভকামনা। আমরা তোমাকে ভালোবাসি।' শিরোপা জয়ের আবদার করে তারা তখন বলে, 'স্পেন ও ফ্রান্সকে হারাতে হবে। আমাদের জন্য ষষ্ঠ শিরোপাটা ঘরে নিয়ে এসো।'

নাতি-নাতনিদের এমন ভালোবাসার বার্তা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আনচেলত্তিও। এ সময় অশ্রুসিক্ত হন রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই কোচ। ভিডিও চলাকালে চোখ মুছতে দেখা যায় তাকে। পরে অশ্রু ভেজা চোখে ইতালিয়ান এই কোচ বলেন, 'পরিবারের কথা বললে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না।'

এবারের বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে রয়েছে ব্রাজিল। আগামী ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে তারা। ২০ জুন ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ হাইতি এবং ২৫ জুন শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে সেলেসাওরা।

দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতেই ২০২ নম্বর রুমে মেসি

মিসৌরি, ২ জুন : বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। গত রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরিতে অবতরণ করে আলবিসেলেস্তেদের বিমানটি। যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটিতে ঘাঁটি গেড়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। আর্জেন্টিনা দল কানসাসে পৌঁছানোর পর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অধিনায়ক লিওনেল মেসির রুম নম্বর। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের বরাতে জানা গেছে, এবারের বিশ্বকাপে মেসি থাকবেন ২০২ নম্বর রুমে। অথচ গত কাতার বিশ্বকাপে, যেখানে আর্জেন্টিনা তাদের তৃতীয় ট্রফি জয়ের মিশনে নেমেছিল, সেখানে মেসির রুম নম্বর ছিল ২০১।

সংখ্যাতত্ত্ব কিংবা কুসংস্কারে যারা বিশ্বাস করেন, তারা ইতিমধ্যেই এই রুম নম্বর নিয়ে হিসাব মেলাতে শুরু করেছেন। গতবার রুমের অঙ্কগুলোর যোগফল ছিল ৩ (2+1=3), আর এবার ২০২ নম্বরের যোগফল দাঁড়াচ্ছে ৪ (২+২=৪)। আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আশা করছেন, এবার এই '৪' সংখ্যার হাত ধরেই আসবে আলবিসেলেস্তেদের চতুর্থ বিশ্বকাপ ট্রফি!

বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে মাঠের প্রস্তুতির পাশাপাশি এমন সব কাকতালীয় হিসাব-নিকাশও ফুটবলপ্রেমীদের আলোচনায় জায়গা করে নিচ্ছে। মেসির ২০২ নম্বর রুম, আর সেই সংখ্যা ঘিরেই আর্জেন্টিনার আরেকটি বিশ্বজয়ের স্বপ্নে নতুন করে রঙ লাগাচ্ছেন সমর্থকরা।

বিশ্বকাপে অনিশ্চিত মার্তিনেজের বিকল্প কাকে বেছে নেবে আর্জেন্টিনা?

বুয়েনস আয়ারস, ২ জুন : বিশ্বকাপের আগে ডান হাতের আঙুল ভেঙে বসেছেন আর্জেন্টাইন তারকা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। বিশ্বকাপে ফেরা নিয়ে নিশ্চিত করে এখনো জানানো হয়নি কিছু।

এরই মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে তার পরিবর্তে কাকে গোলবারের নিচে দায়িত্ব দেবে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ আলজেরিয়ার বিপক্ষে। আর সে ম্যাচে তার ফেরা অনিশ্চিত হওয়ায় অন্য দুই গোলরক্ষক গেরোনিমো রুলি ও হুয়ান মুসোর মধ্যে কে নামবেন তা নির্ধারণ করতে হবে স্কালোনিকে। আর তাই মার্তিনেজের বিকল্প খুঁজে নিতে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দু'টিকে ব্যবহার করতে পারেন তিনি।

আপাতদৃষ্টিতে মার্তিনেজের বিকল্প হিসেবে এগিয়ে আছেন রুলি। লিগ আঁর দল মার্শেইর হয়ে দারুণ এক মৌসুম কাটিয়েছেন তিনি। অভিজ্ঞতা আছে আর্জেন্টিনার গোল সামলানোরও। ৭টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাত্র দুই গোল হজম করেছেন তিনি। আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২৪ সালে কোপা আমেরিকা, ২০২২ বিশ্বকাপ ও ফিনালিসিমা জয়ী দলের সদস্যও ছিলেন তিনি। অন্যদিকে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের ইয়ান ওবালাকের চোটের কারণে মৌসুমের শেষ দিকে মাঠে ছিলেন হুয়ান মুসো। এসময় দলটির হয়ে দারুণ পারফর্ম করেছেন তিনি। আর্জেন্টিনার হয়ে ৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

সেনেগাল দল ঘোষিত, নেতৃত্বে সাদিও মানে

ডাকার, ২ জুন : সোমবার ফিফার দেওয়া সময়সীমার মধ্যে বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে সেনেগালের কোচ পাপে থিয়াও।

সাদিও মানে দলের নেতৃত্ব দেবেন। আগামী ১৬ জুন নিউ জার্সিতে ফ্রান্সের বিপক্ষে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে সেনেগাল। এটি ২০০২ বিশ্বকাপের সেই ম্যাচেরই পুনরাবৃত্তি, যেখানে আফ্রিকান দলটি তৎকালীন শিরোপাধারীকে পরাজিত করেছিল। গ্রুপ 'আই'-এর ম্যাচে দলটি একই ভেন্যুতে নরওয়ের (২২ জুন) এবং টরন্টোতে ইরাকের (২৬ জুন) মুখোমুখি হবে।

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য সেনেগাল দল :

গোলরক্ষক: এদুয়ার্ড মেন্ডি, মোরি দিয়াও, ইয়েভান দিউফ

ডিফেন্ডার: ক্রেপিন দিয়াত্তা, অ্যান্টোইন মেন্ডি, কালিদু কৌলিবালি, এল হাদজি মালিক ডিউফ, মামাদু সর, মুসা নিয়াখাতে, আবদৌলায় সেক, ইসমাইল জ্যাকবস

মিডফিল্ডার: ইদ্রিসা গান গুয়ে, পাপে গুয়ে, লামিন কামারা, হাবিব দিরা, পাথে সিস, পাপে মাতার সর, বারা সাপোকো এনদিয়ায়ে

ফরোয়ার্ড: সাদিও মানে, ইসমাইলা সার, ইলিমান এনদিয়া, আসানে দিয়াও, ইব্রাহিম এমবায়ে, নিকোলাস জ্যাকসন, বাম্বা ডিয়েং, শেরিফ এনদিয়ায়ে।

শাকিরাকে ১০ গোল স্পিডের

নিউইয়র্ক, ২ জুন : বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর প্রায় ১০ দিন। উত্তেজনার পারদ চড়ছে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। তবে প্রতিবারের মতো বিশ্বকাপের থিম সং নিয়েও চর্চা। ইতোমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে অফিসিয়াল থিম সং 'দাই দাই'। শাকিরা ও জনপ্রিয় ব্যান্ড বার্না বয়ের গাওয়া এই গানই এ বার ফিফা বিশ্বকাপের থিম সং। কিন্তু ফুটবলপ্রেমীদের অনেকেরই পছন্দ হয়নি এই গান। এমন আবহেই বাজিমাত করলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার ও ফুটবলপ্রেমী আইশোস্পিড। 'চ্যাম্পিয়ন' নামে বিশ্বকাপের একটি থিমসং প্রকাশ করেছেন তিনি, যা নিয়ে এখন জোর চর্চা ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। একটা বড় অংশের মতে, এই গানে শাকিরাকে কার্যত ১০ গোল দিয়েছেন স্পিড। পরিসংখ্যানও বলছে সেই কথা। শুনেছেন সেই গান? সোমবার প্রকাশ্যে এসেছে আইশোস্পিডের এই গান। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইউটিউব এবং সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সেটি। শুধু ইনস্টাগ্রামেই ভিডিয়োটি ৪ কোটিরও বেশি ভিউ পেয়েছে। ইউটিউবে আপলোড হওয়ার পরেই তা ৩০ লাখের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া মেলালে, গানটি প্রথম দিনেই ৫ কোটিরও বেশি ভিউ পেয়েছে দাবি একাধিক রিপোর্টে।

বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে যেতে পারেন ফরাসি তারকা

প্যারিস, ২ জুন : বিশ্বকাপ শুরুর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ঠিক এমন সময়ে বড় ধাক্কা খেতে পারে ফ্রান্স।

দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ডিফেন্ডার উইলিয়াম সালিবা পিঠের চোটে ভুগছেন এবং পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আসন্ন বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে যেতে পারেন তিনি।

সূত্রের বরাত দিয়ে ইএসপিএন জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ আগে পিঠে চোট পান ২৫ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার। সোমবার তার চোটের বিস্তারিত স্ক্যান করা হবে। তবে ফরাসি শিবিরে আশঙ্কা, চোটটি গুরুতর হলে দীর্ঘ সময় বিশ্রাম ও চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে, যা তাকে পুরো বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে দিতে পারে।

যদি এমনটা হয়, তবে তা হবে সালিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এক বড় হতাশা। কারণ এবারের বিশ্বকাপে শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবে মাঠে নামছে ফ্রান্স। একই সঙ্গে এটি হবে কোচ দিদিয়ের দেশম ও 'লে ব্লু'দের জন্যও বড় ধাক্কা। আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরা সেন্টার-ব্যাককে হারালে দলের রক্ষণভাগ দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অভিজ্ঞদের নিয়ে বিশ্বকাপে প্যারাগুয়ে

আসিনসিও, ২ জুন : দেশের বাইরের লিগে খেলা ফুটবলারদের নিয়ে আসন্ন বিশ্বকাপের দল সাজিয়েছেন প্যারাগুয়ে কোচ গুস্তাভো আলফারো। উত্তর আমেরিকা আসরের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দলে প্যারাগুয়ের স্থানীয় লিগে খেলা মাত্র তিনজন ফুটবলার জায়গা পেয়েছেন। বিশ্বকাপ দিয়ে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আলফারোর। অভিজ্ঞদের দলে রেখেছেন তিনি। দলকে নেতৃত্ব দেবেন ৩৩ বছর বয়সী গুস্তাভো গোমেস। ডাক পেয়েছেন ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন মিডফিল্ডার দিয়েগো গোমেস, আটলান্টা ইউনাইটেডের মিগেল আলমিরন, স্ত্রাসবুর্গ ফরোয়ার্ড হুলি এনসিসো ও ইন্দেপেন্দিয়েন্তের স্ট্রাইকার গাব্রিয়েল আভালস। আগামী ১২ জুন তিন স্বাগতিক দেশের একটি যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে প্যারাগুয়ের বিশ্বকাপ অভিযান।

শক্তিশালী দল নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাবে ঘানা

আক্রা, ২ জুন : অবশেষে সোমবার রাতে ঘানা তাদের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। কোচ কার্লোস কুইরোজকে শেষ মুহূর্তের চোটজনিত উদ্বেগ সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল এবং এরপরই তিনি তার ২৬ সদস্যের দলটি চূড়ান্ত করেন। ইংল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে খেলার আগে ব্ল্যাক স্টারস ১৭ জুন টরন্টোতে গ্রুপ এল-এর উদ্বোধনী ম্যাচে পানামার মুখোমুখি হবে।

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য ঘানার দল :

গোলরক্ষক : জোসেফ আনাং, বেঞ্জামিন আসারে, লরেন্স আতি-জিগি

ডিফেন্ডার: জোনাস অ্যাডজেটে, ডেরিক লুকাসেন, গিডিয়ন মেনসাহ, আবদুল মুমিন, জেরোম ওপোকু, কোজো ওপং প্রিপ্রাহ, বাবা আবদুল রহমান, আলিদু সেইদু, মারভিন সেনায়া

মিডফিল্ডার: অগাস্টিন বোকায়ে, আব্দুল ফাতাউ ইসাহাকু, এলিশা ওউসু, থমাস পার্টি, কোয়াসি সিবো, কামাল দ্বীন সুলেমানা, কালেব ইরেঙ্কি

ফরোয়ার্ড: প্রিন্স কোয়াবেনা আদু, জর্ডান আয়েউ, ক্রিস্টোফার বনসু বাহ, আর্নেস্ট নুয়ামা, অ্যান্টোইন সেমেনিও, ব্র্যান্ডন থমাস-আসান্তে, ইনাকি উইলিয়ামস।

বিশ্বকাপে জিততে পারেনি একটাও ম্যাচ, খরা কাটানোর লক্ষ্যে কয়েক দেশ

জুরিখ, ২ জুন : ১২ জুন থেকে ঢাকে কাঠি পড়বে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর। দুই সপ্তাহ আগে ফুটবলপ্রেমীদের উত্তেজনার পারদ চড়ছে মেগা টুর্নামেন্ট নিয়ে। তবে তারকা ফুটবলার ও বড় দলগুলির পাশাপাশি চর্চায় উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি দল। আগেও বিশ্বকাপে খেলেছে তারা। তবে এখনও পর্যন্ত জিততে পারেনি একটাও ম্যাচ। কোন কোন দেশ রয়েছে সেই তালিকায়? জেনে নিন।

সালাহদের সামনে নতুন সুযোগ

আফ্রিকা কাপ অফ নেশন্সে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন মিশর। তবে এখনও বিশ্বকাপে সাফল্যের মুখ দেখেনি তারা। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল তারা। সেটাই এখনও সেরা ফলাফল। শেষবার ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে খেলেছিল মিশর। তবে কোনও ম্যাচেই জয় পায়নি। এ বার সেই খরা কাটানোই লক্ষ্য মোহামেদ সালাহদের।

প্রথম জয়ের খোঁজে কানাডা

বিশ্বকাপের ইতিহাসে কানাডার হয়ে এখনও পর্যন্ত একমাত্র গোলটি করেছেন আলফোন্সো ডেভিস। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে গোল করেছিলেন তিনি। কিন্তু এখনও একটাও ম্যাচে জিততে পারেনি কানাডা। গ্রুপের সব ম্যাচই হেরেছিল তারা। এ বার সুযোগ বিশ্বকাপে প্রথম জয় তুলে নেওয়ার। আসন্ন বিশ্বকাপে সহ-আয়োজক কানাডা। সব ম্যাচই হবে ঘরের মাঠে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কাতার ও সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বে জয় তুলে নেওয়াই পাখির চোখ কানাডার।

নতুন স্বপ্ন ইরাকের

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে শেষবার খেলেছিল ইরাক। তবে সবটাই ছিল হতাশায় ভরা। আহমেদ রাধির গোলটি স্মরণীয় হয়ে থাকলেও তিন ম্যাচেই হেরেছিল ইরাক। এ বার প্লে-অফে বলিভিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ইরাক। গ্রুপ পর্বে কঠিন চ্যালেঞ্জ। ফ্রান্স, নরওয়ে ও সেনেগালের বিরুদ্ধে খেলতে হবে তাদের। তবে প্রথম জয়ের জন্য মরিয়া ইরাক।

৫২ বছরের অপেক্ষার পরে ফিরছে হাইতি

শেষবার ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপে খেলেছিল হাইতি। ওই টুর্নামেন্টে প্রতিটি ম্যাচেই বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছিল তাদের। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পরে আবার ফিরছে তারা। এ বার প্রথম জয় তুলে নেওয়াই তাদের লক্ষ্য। তবে কঠিন চ্যালেঞ্জ। গ্রুপ পর্বে ব্রাজিল, মরক্কো ও সুইডেনের বিরুদ্ধে খেলতে হবে তাদের।

অভিষেকেই নজর কাড়বে কারা?

নজরে থাকবে বিশ্বকাপে অভিষেক হতে চলা চার দেশের উপরেও। চমক দিয়ে মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে কেপ ভের্দে। সবচেয়ে ছোট দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে কুরাসাও। প্লে-অফের গেরো কাটিয়ে সুযোগ পেয়েছে জর্ডান। ইতিহাস গড়ে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলতে চলেছে মধ্য-এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তানও। প্রথম জয় তুলে নেওয়ার জন্য মরিয়া হবে তারাও।

বিতর্কের জেরে ভারতীয় দলে ডাকা হলো আকিব নবিকে

নয়াদিল্লি, ২ জুন : জাতীয় দলের জার্সিতে খেলার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে এবার টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন আকিব নবি। সূত্রের খবর, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট দলের রিজার্ভ হিসাবে কাশ্মীরের পেসারকে দলে ডেকে নিয়েছেন নির্বাচকরা। কোনও পেসার চোট পেলে তাঁকে মূল দলে যোগ দিতে বলা হবে। আকিব নবি গত দুই মরসুমে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে সফল বোলার। জম্মু ও কাশ্মীরের মতো একসময়ের পিছনের সারিতে পড়ে থাকা দল আজ যে রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, সেটার নেপথ্যে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল নবির। গত মরসুমে ১২.৫৭ গড়ে ৬০ উইকেট নিয়েছেন ২৪ বছর বয়সি এই পেসার। অথচ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট দল বাছার সময় সেই নবিকেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। বদলে সুযোগ দেওয়া হয় পঞ্জাবের পেসার গুর্নুর ব্রারকে। গত মরসুমে ২১.২৬ গড়ে ২৩ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

প্রশ্ন ওঠা শুরু করেছিল ৬০ উইকেটের মালিক নবিকে না নিয়ে ২৩ উইকেটের মালিক ব্রারকে কেন দলে নেওয়া হলো? ঘরোয়া ক্রিকেটই যদি জাতীয় দলে সুযোগ মাপকাঠি হয়, তা হলে নবির মতো সফল ক্রিকেটার সুযোগ পাবেন না কেন? কেউ কেউ এটাও বলা শুরু করেছিলেন— কাশ্মীরবাসী বলেই ব্রাত্য হতে হয়েছে নবিকে। যদিও আফগানিস্তান সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করে আগরকর দাবি করেছিলেন, 'খেলাটা যেহেতু ভারতের মাটিতে তাই বেশি পেসার বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই দলের কম্বিনেশনের কথা ভেবেই নবিকে নেওয়া যায়নি।' কিন্তু তাতেও বিতর্ক চাপা দেওয়া যায়নি।

সেই বিতর্কের মধ্যেই নবিকে জাতীয় দলের সঙ্গে নেট বোলার এবং ব্যাকআপ হিসেবে যোগ দিতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই আফগানদের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করছে ভারতীয় দল। সেই দলে নেট বোলার হিসেবে মোট ৭ জনকে ডাকা হয়েছে নেট বোলার হিসেবে। তাদের মধ্যে রয়েছেন নবিও। যদি কোনও পেসার চোট পান, তা হলে তাঁকে ১৫ জনের মূল দলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। যদিও তাঁর অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মেসিই শক্তি, মেসিই দুর্বলতা

বুয়েন্স আয়ার্স, ২ জুন : গতবারের তুলনায় এবার অনেক বেশি চাপ নিয়ে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। গতবারের আগে মাথার ওপর চ্যাম্পিয়নের তকমা ছিল না তাদের। দল অনেক অপরিণত ছিল। সেই দল নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন লিওনেল মেসিরা। কিন্তু এবার প্রত্যাশার চাপ বিশাল। ট্রফি ধরে রাখার চাপ। আরও এক বিশ্বকাপ জেতার চাপ নিয়ে খেলতে নামবেন স্কালোনির ছেলেরা।

সে কারণেই সম্ভবত বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করতে অনেকটা সময় নিয়েছেন স্কালোনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে ২৬ জনের দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। এবারের দলে ভারসাম্য রয়েছে। গতবার খেলা বেশ কিছু ফুটবলার রয়েছেন দলে। তাঁরা এখন আরও বেশি পরিণত। আরও বেশি অভিজ্ঞ। পাশাপাশি নতুন নামও দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, এই দল বানাতে অনেক ভাবতে হয়েছে স্কালোনিকে।

শক্তি

মাঝমাঠে শৃঙ্খলা ও বিকল্প, গোল করতে হলে মাঝমাঠই যে আসল ভূমিকা পালন করে তা জানেন স্কালোনি। সে কারণে মাঝমাঠে তিনি বিকল্প রেখেছেন। গতবার খেলা এঞ্জো ফের্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, লিওনার্দো পারেদেস ও রদ্রিগো ডি পল যেমন রয়েছেন, তেমনই জিয়োভানি লে সেলসো ও ভ্যালেন্টিন বার্কোর মতো তরুণ রয়েছেন। পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা বদলাতে পারবেন তিনি। ম্যাক অ্যালিস্টার ও পারেদেস যেমন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার, তেমনই উল্টোদিকে এঞ্জো, ডি পলদের মতো অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারকে দলে রেখেছেন স্কালোনি।

গোলে মার্তিনেস : গতবার আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জেতার নেপথ্যে বড় কারণ ছিলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস ও ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে তিনিই নায়ক ছিলেন। মার্তিনেজ বারবার প্রমাণ করেছেন, চাপের মুখে জ্বলে ওঠেন তিনি।

গোলস্কোরার মেসি : এবারের বিশ্বকাপে মেসি খেলবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খেলছেন। এবারের ঘরোয়া মরসুমে গোলের মধ্যে রয়েছেন মেসি। তিনি দলের সবচেয়ে বড় ভরসা। এমন জায়গা থেকে গোল করতে পারেন, যা বাকিরা ভাবতেও পারবেন না। পাশাপাশি ইউলিয়ান আলভারেজ রয়েছেন দলে। গতবার বেশ কয়েকটি গোল করেছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ফর্মে থাকা লাউতারো মার্তিনেজও দলে রয়েছেন। এই তিনজন সামনে থাকায় আর্জেন্টিনার আক্রমণ যথেষ্ট শক্তিশালী।

দুর্বলতা

মেসির বয়স ও খেলার ধকল : ৩৯ বছর বয়সে এবারের বিশ্বকাপে নামবেন মেসি। এই বয়সে প্রতি ম্যাচে টানা ৯০ মিনিট খেলার ধকল সামলানো কঠিন। পাশাপাশি মেসি থাকা মানে সতীর্থেরা ভাবেন, তাঁকে বল পাস করলেই হবে। বাকিটা তিনি করবেন। ফলে মেসির খেলার ধকল সামলাতে হবে স্কালোনিকে। তিনি খেলতে না পারলে সমস্যা হবে দলের। ফলে দলের শক্তির পাশাপাশি দুর্বলতার নামও মেসি।

রক্ষণে ট্রানজিশন : নিকোলাস ওটামেন্ডির বয়স হয়েছে। গতি কমেছে। ফলে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে লিসান্দ্রো মার্তিনেজকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। গঞ্জালো মন্টিয়েল, নাহুয়েল মোলিনা, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোরা রয়েছেন। কিন্তু ওটামেন্ডির বিকল্প তৈরি রাখতে হবে স্কালোনিকে। আর্জেন্টিনার রক্ষণ একটি ট্রানজিশন বা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যা সমস্যার কারণ হতে পারে।

মেসির বিকল্প নেই : মেসির ওপরই গোটা দল নির্ভর করে। গতবার একটি ম্যাচ বাদে বাকি সব ম্যাচে গোল করেছিলেন তিনি। ফাইনালে টাইব্রেকারের আগে দলের

টিম প্রি-ভিউ

তিনটি গোলের মধ্যে দু'টিই তাঁর পা থেকে এসেছিল। মেসির বিকল্প এখনও তৈরি করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। ফলে তাঁকে যে সব প্রতিপক্ষ জোনাল মার্কিংয়ে আটকে রাখবে, তা স্পষ্ট। মেসি আটকে গেলে সমস্যা হবে আর্জেন্টিনার।

সম্ভাবনা

নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব : এবারের বিশ্বকাপে দেখা যেতে পারে আর্জেন্টিনার নতুন প্রজন্মকে। নিকোলাস পাজ, ভ্যালেন্টিন বার্কো, থিয়াগো আলমাডা, জিউলিয়ানো সিমিয়োনের মতো তরুণরা নিজেদের মেলে ধরতে পারেন। ঠিক যেমন গতবার এঞ্জো, আলভারেজরা তারকা হয়ে উঠেছিলেন।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার অভিজ্ঞতা : গতবার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তাই বিশ্বকাপের চাপ কীভাবে সামলাতে হয় তা ভালভাবে জানে তারা। বাকিদের তুলনায় মানসিকভাবে এগিয়ে নামবে স্কালোনির দল।

পরিচিত আবহাওয়া : আর্জেন্টিনার এই দলের অনেক ফুটবলার উত্তর আমেরিকায় খেলেন। যেমন মেসি, ডি পল। তাঁরা জানেন, সেখানে কী রকম আবহাওয়া থাকে। পরিচিত আবহাওয়ায় খেলতে নামার সুবিধা তাঁরা পাবেন।

শঙ্কা

সারা বছর খেলার ধকল : বিশ্বকাপের আগে ঘরোয়া মরসুমে প্রত্যেক ফুটবলারই কোনও না কোনও ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। ফলে শারীরিক ধকল থাকবে। সেই ধকল বিশ্বকাপে সমস্যার কারণ হতে পারে।

প্রত্যাশার চাপ : আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপে খেলতে নামা মানেই পাহাড়প্রমাণ চাপ। গতবার কাতারে সবচেয়ে বেশি আর্জেন্টিনার সমর্থক খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। এবারও সেই ছবি দেখা যেতে পারে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বাকি সব দলের থেকে আর্জেন্টিনার ওপর প্রত্যাশার চাপ অনেক বেশি থাকবে।

চোটের আতঙ্ক : প্রতিটি বিভাগে নির্দিষ্ট কয়েকজন ফুটবলারের ওপর গোটা দল দাঁড়িয়ে। তাই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার চোট পেলে সমস্যা হবে দলের। সেক্ষেত্রে বিকল্প ফুটবলার আগে থেকে তৈরি রাখতে হবে স্কালোনিকে।

আর্জেন্টিনা দল : গোলরক্ষক : এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, জেরোনিমো রুলি, জুয়ান মুসো।

ডিফেন্ডার : গঞ্জালো মন্টিয়েল, নাহুয়েল মোলিনা, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নিকোলাস ওটামেন্ডি, লিয়োনার্দো বালের্দি, ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, ফাকুন্দো মেদিনা, নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকো।

মিডফিল্ডার : লিওনার্দো পারেদেস, রদ্রিগো ডি পল, এক্সেকুইল পালাসিয়োস, এঞ্জো ফ্রের্নান্দেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, জিয়োভানি লো সেলসো, ভ্যালেন্টিন বার্কো।

স্ট্রাইকার : লিওনেল মেসি, নিকোলাস পাজ, থিয়াগো আলমাডা, নিকোলাস গঞ্জালেজ, ইউলিয়ান আলভারেজ, জিউলিয়ানো সিমিয়োনে, লাউতারো মার্তিনেজ, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ।

খোঁজের পরেশ-জ্যোৎস্না স্মৃতি ফুটবল

টাইব্রেকারে জিতে ফাইনালে স্বাধীনবাজার এফসি

ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় শিবা দুষাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বদরউদ্দিন মজুমদার ও মৃণালকান্তি নাথ (বায়ে) পাশের ছবিতে সাইন্দুর শ্যামাইংকে পুরস্কৃত করছেন শাহজাহান লস্কর ও তাহেরা লস্কর।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : খোঁজ আয়োজিত পরেশচন্দ্র দত্ত এবং জ্যোৎস্না দত্ত স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে ভুবনখাল খাসিয়া ইয়ুথ ক্লাবকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিল স্বাধীনবাজার এফসি। সোনাই এনজিএইচএস স্কুলের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল থাকে ২-২ ড্র। এরপর টাইব্রেকারে জয়ী হয় স্বাধীনবাজার। ৫ মিনিটে অজুনাইস রংমাইয়ের গোলে প্রথম এগিয়ে যায় ভুবনখাল খাসিয়া ইয়ুথ ক্লাব। তবে সঙ্গে সঙ্গেই ৬ মিনিটে নুরজামান লস্করের গোলে সমতা ফেরায় স্বাধীনবাজার। ৪৪ মিনিটে সান্ধ্যায় রাংমাই গোল করে এবার ভুবনখালকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় স্বাধীনবাজার এফসি। ৬৩ মিনিটে শিবা দুষাদ গোল করে ২-২ সমতা আনেন। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ গোলে শেষ হলে খেলা টাইব্রেকারে গড়ায়।

টাইব্রেকারে স্নায়ুর চাপ সামলে ৫-৪ ব্যবধানে জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে স্বাধীনবাজার এফসি। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য স্বাধীন বাজার এফসি-র শিবা দুষাদকে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত করা হয়। ভুবনখাল খাসিয়া ইয়ুথ ক্লাবের সাইন্দুর শ্যামাইংকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ম্যাচ-পরবর্তী অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেন বর্ষীয়ান ক্রীড়াবিদ বদর উদ্দিন মজুমদার, মৃণালকান্তি নাথ, শাহজাহান লস্কর ও তাহেরা লস্কর। ম্যাচ পরিচালনা করেছেন টিটু লস্কর। সহকারী রেফারি : শাহিদ চৌধুরী, আবু আব্বাস লস্কর ও আব্দুল জলিল।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল বুধবার সোনাই টাউন ইলেভেন বনাম বেঙ্গল টাইগার বাগপুরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

ফ্রেঞ্চ ওপেনের শেষ চারে আন্দ্রেভা

প্যারিস, ২ জুন : দারুণ প্রদর্শনের মাধ্যমে ফ্রেঞ্চ ওপেনের শেষ চারে জায়গা করে নিলেন টিনএজার মীরা আন্দ্রেভা। রোমানিয়ার সরানা ক্রিস্টিয়াকে ৬-০, ৬-৩ সেটে হারান তিনি। প্রথমবারের মতো কোনও গ্র্যান্ডস্লামের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করলেন ইউক্রেনের মারতা কস্টুক। অল ইউক্রেন কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ৬-৩,২-৬,৬-৩ সেটে হারান এলিনা ভিতলিনাকে।

এদিকে, কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন আরিনা সাবালেঙ্কা, যেখানে তিনি আরেক চারবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকাকে পরাজিত করেন।

ফিলিপ শ্যাট্রিয়ার কোর্টে তিন বছরের মধ্যে প্রথম মহিলাদের নৈশকালীন সেশনের ম্যাচে, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর সাবালেঙ্কা লড়াইরত ওসাকাকে ৭-৫, ৬-৩ গেমে পরাজিত করেন।

বেলারুশের এই খেলোয়াড় পরবর্তী রাউন্ডে ডায়ানা স্নাইডারের মুখোমুখি হবেন, যিনি প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বিজয়ী ম্যাডিসন কিজকে ৬-৩, ৩-৬, ৬-০ গেমে পরাজিত করেছেন।

পুরুষ সিঙ্গলসে সোমবার সুজান-লেংলেন কোর্টে গভীর রাতের এক উন্মাদনাপূর্ণ ম্যাচে আমেরিকান ফ্রান্সেস টিয়াফোকে ৭-৬ (৫), ৬-৭ (৫), ৩-৬, ৭-৬ (৩), ৬-৪ সেটে হারিয়ে মাত্তেও আর্নাল্ডি খাদের কিনারা থেকে ফিরে এসে ফ্রেঞ্চ ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন।

প্যারিসের ফ্লাডলাইটের নীচে দর্শকদের উল্লাসের মধ্যে, বিশ্বের ১০৪ নম্বর খেলোয়াড়টি চতুর্থ সেটে ১-৪ গেমে পিছিয়ে পড়ে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ান এবং পাঁচ ঘণ্টা ২৬ মিনিটের ভয়ঙ্কর শট ও দমবন্ধ করা র‍্যালির পর নিজের তৃতীয় ম্যাচ পয়েন্টে জয় ছিনিয়ে নেন। সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার জন্য আর্নাল্ডি পরবর্তী ম্যাচে স্বদেশী মাত্তেও বেরেত্তিনির মুখোমুখি হবেন।

বদলে যাচ্ছে আইপিএলের সময়!

নয়াদিল্লি, ২ জুন : দু'দিন আগে শেষ হয়েছে এবারের আইপিএল। এখন থেকেই পরের বারের ভাবনা শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রতি বছর আইপিএলের সময় এক বা একাধিক ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। আবার অত্যধিক গরমে সমস্যা হয় ক্রিকেটারদের। ফলে আইপিএল শুরুর সময় বদলের কথা ভাবছে বোর্ড।

২০২৬ সালের আইপিএল শুরু হয়েছিল ২৮ মার্চ। ইডেনে কেকেআর বনাম পঞ্জাব কিংস ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। আরও কয়েকটি ম্যাচে প্রভাব ফেলেছে বৃষ্টি। বাকি সময়ে গরমে সমস্যা হয়েছে ক্রিকেটারদের। বিশেষ করে দুপুরের খেলায় ক্রিকেটারদের পায়ে টান ধরেছে। শরীরে জলশূন্যতা দেখা গিয়েছে। গরমে সমস্যা হয়েছে দর্শকদেরও।

ফলে আইপিএল শুরুর সময় বদলের কথা ভাবছে বোর্ড। প্রতিযোগিতা আরও আগে শুরুর কথা ভাবছে তারা। 'হিন্দুস্তান টাইমস'-কে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া বলেন, 'মাঝে বিরতির জন্য গতবছর আইপিএল এক সপ্তাহ বাড়াতে হয়েছিল। এবারও প্রতিযোগিতা ৩১ মে পর্যন্ত চলল। কয়েকটা জায়গায় অত্যধিক গরম ও বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে। তাই ভাবছি, যদি আরও ১৫ দিন আগে প্রতিযোগিতা শুরু করা যায়।'

শইকিয়া জানিয়েছেন, আগে শুরু করলে আগে প্রতিযোগিতা শেষ হবে। তাতে গরম ও বৃষ্টির প্রভাব কিছুটা কমবে। তিনি বলেন, 'এবার ২৮ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। পরের বছর চেষ্টা করব ১৫ মার্চ শুরু করার। তা হলে ১৫ মে-র মধ্যে আইপিএল শেষ হয়ে যাবে। মে মাসের শেষের দিকে বৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকে। সেই সময় গরমও বাড়ে। তার প্রভাব ক্রিকেটার ও দর্শকদের ওপর পড়ে। সেটা আর পড়বে না। তবে আপাতত সব ভাবনার পর্যায়ে আছে। এখনও কিছু ঠিক হয়নি।'

তবে এখনই আইপিএল আরও বড় হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছেন শইকিয়া। তিনি বলেন, 'লিগ আরও লম্বা হওয়ার সম্ভাবনা এখন নেই। কারণ, দল বাড়াতে গেলে বা ম্যাচের সংখ্যা ৭৪ থেকে ৯৪ করতে হলে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক সূচিও রয়েছে। ফলে আমাদের ওপরই পুরোটা নির্ভর করছে না। ২০২৭ সালের পর এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট 'উদ্ধারে' বড় সিদ্ধান্ত আইসিসি-র

দুবাই, ২ জুন : আইপিএলের রমরমা। বিশ্বজুড়ে একইসঙ্গে চলছে একাধিক টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। যার জেরে একঘরে হয়ে পড়ছে দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক সিরিজ। কীভাবে বার্ষিক ক্যালেন্ডারে দুটোর একটা সমঝোতা করা যায়। সে নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করল আইসিসি। যার চেয়ারম্যান জয় শাহ। দুটোকে একসঙ্গে চলার জন্য একটা আলাদা কমিটি তৈরি করেছে জয় শাহের বোর্ড।

বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আইসিসি-ও একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে তুলনায় ছোট দেশগুলোতে ক্রিকেটের মাদকতা ছড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাতে সমস্যা অনেক। আইসিসি-র ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম ও দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলোকে পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। এ মুহূর্তে ভারতে আইপিএল ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমিরশাহিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চলে। এর মধ্যে বছর শেষে জুড়ছে ইউরোপ টি-২০ প্রিমিয়ার লিগ।

ছোট দেশগুলোর প্লেয়াররা টাকার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এমনকী হেনরিক ক্লাসেন, সুনীল নারিনের মতো ক্রিকেটাররা পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে আইসিসি-র সার্বিক পরিকল্পনা বাধা পেয়েছে। এক বিবৃতিতে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, 'ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান বিস্তার নিয়ে বোর্ড উদ্বিগ্ন। বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সমন্বয় ঘটানোর জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে।'

খেলোয়াড়দের লভ্যতা, দায়বদ্ধতা ও ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক বৃদ্ধির ভারসাম্য রক্ষা করতে আইসিসি হিমশিম খাচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দায়বদ্ধতাকেই আগে রাখছে আইসিসি। পাশাপাশি একটি মরসুমে কতগুলো লিগে অংশ নিতে পারবে, তার সীমা নির্ধারিত হতে পারে। তবে ভারত এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ, ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা বিদেশের টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে পারেন না।

ঘরের মাঠে বিদেশ সফর টিম ইন্ডিয়ার!

নয়াদিল্লি, ২ জুন : ঘরের মাঠেই বিদেশ সফর টিম ইন্ডিয়ার ! অবিশ্বাস্য মনে হলেও এবার সেরকম ঘটনাই ঘটতে চলেছে। সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানের সঙ্গে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে। যার আয়োজক আফগানরাই। তবে ম্যাচগুলো হবে ভারতেই। সম্ভবত দিল্লিতে ম্যাচগুলো হবে। ফলে ভারতেই বিদেশ সফর ভারতের। এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি। সেপ্টেম্বরের ১৩, ১৬ ও ১৯ তারিখ ম্যাচগুলো হওয়ার কথা। এর মধ্যে একটি টেস্ট ও তিনটি ওয়ানডে খেলতে জুনে ভারতে আসছে আফগানিস্তান। সেটার আয়োজক বিসিসিআই। কিন্তু সেপ্টেম্বরের বিষয়টি আলাদা। ওই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এশিয়ান গেমস। আফগান সিরিজকে তার প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

নতুন অধ্যায় শুরু বিশ্বকাপ জয়ী ইনিয়েস্তার

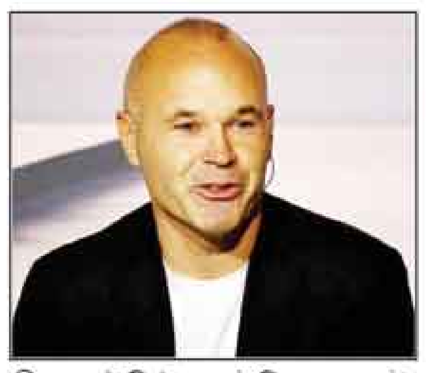

মাদ্রিদ, ২ জুন : খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানার দুই বছর পর এসে নতুন ক্যারিয়ার শুরু করতে যাচ্ছেন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। গাল্‌ফ ইউনাইটেডের প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। প্রথমবারের মতো কোনও দলের ডাগআউটে দেখা যাবে বিশ্বকাপ জয়ী স্প্যানিশ তারকা মিডফিল্ডারকে।

৪২ বছর বয়সি ইনিয়েস্তাকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা সোমবার জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দ্বিতীয় স্তরের ক্লাবটি।

আরব আমিরশাহির এমিরেটস ক্লাবের হয়ে খেলেই খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানেন ইনিয়েস্তা। সেই দেশটির আরেকটি ক্লাবের কোচ হিসেবে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করতে পেরে ভাল লাগছে তাঁর।

জানান, 'এই নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য গাল্‌ফ ইউনাইটেড এফসি-কে সঠিক জায়গা মনে হয়েছে। ফুটবল আমাকে সবকিছু দিয়েছে, আর এখন কোচিংয়ের মাধ্যমে, শেখার মাধ্যমে এবং প্রতিদিন এমন তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে, যাদের অনেক দুর যাওয়ার ক্ষুধা ও প্রতিভা রয়েছে, ফুটবলকে কিছু দিতে চাই।'

একবিংশ শতাব্দীর সফল ও ট্রফি জয়ী খেলোয়াড়দের একজন হিসেবে ২০২৪ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন ইনিয়েস্তা। বার্সেলোনার প্রাক্তন এই ফুটবলার ক্যারিয়ারে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, নয়টি লা লিগা জেতেন।

ইন্দোনেশিয়া ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু, বিদায় শ্রীকান্ত ও লক্ষ্য সেনের

জাকার্তা, ২ জুন: দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী পিভি সিন্ধু সরাসরি গেমে জিতে ইন্দোনেশিয়া ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রাক্তন বিশ্বসেরা কিদাম্বি শ্রীকান্ত এবং লক্ষ্য সেন টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নেন। সুপার ১০০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের মহিলা সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে থাইল্যান্ডের বুসানান ওংবামরুংফানের বিপক্ষে ২৫-২৩, ২১-১৬ গেমে জয় পেতে সিন্ধুকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ম্যাচটি ৫১ মিনিট ধরে চলে। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তাঁর আক্রমণাত্মক খেলা প্রদর্শন করে এক কঠিন লড়াইয়ে প্রথম গেমটি জিতে নেন। সেই গতি দ্বিতীয় গেমেও অব্যাহত রেখে সরাসরি গেমে জিতে যান সিন্ধু। তবে, কিদাম্বি শ্রীকান্তের জন্য দিনটি ছিল হতাশাজনক। পুরুষ সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে জাপানের ইউশি তানাকার কাছে ১৯-২১, ১৫-২১ গেমে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেন। সিঙ্গাপুর ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে বাদ পড়া লক্ষ্য সেন প্রথম রাউন্ডেই ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহানের কাছে ১৯-২১, ১৬-২১ গেমে হেরে বিদায় নিয়েছেন। মালবিকা বানসোদও মহিলাদের সিঙ্গলস বিভাগে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন। তিনি সপ্তম বাছাই পর্নপাওয়ি চোচুওংয়ের কাছে হেরে যান। থাইল্যান্ডের শাটলার ম্যাচজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে ২১-১২, ২১-১০ গেমে জয় তুলে নেন।

শিলচরে রেফারি কর্মশালা ৫-৭ জুন

ফুটবল রেফারি কর্মশালা নিয়ে বক্তব্য রাখছেন চন্দন শর্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২ জুন : শিলচর ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটির ব্যবস্থাপনায় তিনদিনের রেফারি কর্মশালা শুরু হচ্ছে আগামী ৫ জুন। মঙ্গলবার টাউন ক্লাবের কনফারেন্স হলে এ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক চন্দন শর্মা, সভাপতি নির্মল ভট্টাচার্য ও সচিব শৈলেন্দ্রচন্দ্র দাস। সচিব জানান, শিলচরে এধরনের ফুটবল রেফারি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে প্রথমবারের মতো। প্রথম শুধু জেলার রেফারিদের নিয়ে কর্মশালা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পড়শি জেলার অনুরোধ উপেক্ষা না করে এর পরিধি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে কর্মশালায় যোগ দিতে পারবেন উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তের রেফারিরা। আনুমানিক ৪৩ জন রেফারি কর্মশালায় যোগ দিতে পারেন বলে জানান শৈলেন্দ্র। এর মধ্যে তিনজন মহিলাও রয়েছেন। শৈলেন্দ্র জানান, শিলচর শহরাঞ্চলের রেফারিরা ছাড়াও ভাগা, ধলাই, লক্ষীপুর, উধারবন্দ, রামকৃষ্ণনগরের বেশ কয়েকজন রেফারি কর্মশালায় যোগ দিচ্ছেন। স্থানীয় কয়েকজন ছাড়া বেশিরভাগই আবাসিক শিবিরে অবস্থান করবেন।

সংস্থার মুখ্য পৃষ্ঠপোষক চন্দন শর্মা বলেন, শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় টাউন ক্লাবে সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অসম ফুটবল সংস্থার কোষাধ্যক্ষ তথা অসম ফুটবল রেফারি ওয়েলফেয়ার কমিটির সচিব হীরেন গগৈ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি গগৈ ছাড়া সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে প্রাক্তন জাতীয় রেফারি প্রবীর দাস, ডিএসএ-র ভারপ্রাপ্ত সচিব দেবাশিস সোম, ফুটবল সচিব বিকাশ দাস ও রেফারি শাখার সচিব সমর রায়কে সংবর্ধনা জানানো হবে। ৭ জুন সেমিনারের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হবেন বর্ষীয়ান প্রাক্তন রেফারি দিলীপরঞ্জন নন্দী ও ডিএসএ-র রেফারি শাখার সহ-সভাপতি নন্দদুলাল রায়। চন্দন শর্মা জানান, সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ৫০০ টাকা এন্ট্রি ফিস রাখা হয়েছে। তবে যারা সেটা বহন করতে অপারগ হবেন তারা বিনামূল্যেই প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালায় যোগ দিতে পারবেন। চন্দন জানান, ফিফার নতুন আইনের বই প্রকাশ পেলে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে একটি করে বই দেওয়া হবে কমিটির পক্ষ থেকে। চন্দন আরও জানান, কর্মশালায় রেফারিদের প্রশিক্ষণ দেবেন জেলার দুই জাতীয় ফুটবল রেফারি নির্মল ভট্টাচার্য ও আব্দুল মজিদ চৌধুরী।

সদস্য পদ স্থগিত হলেও আইসিসি-র টুর্নামেন্টে খেলতে পারবে কানাডা

দুবাই, ২ জুন : প্রশাসনিক জটিলতার কারণে গত মাসে কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের অর্থায়ন স্থগিত করেছিল আইসিসি। ৬ মাসের জন্য অর্থায়ন স্থগিত করা হয়। এবার আরও বড় নিষেধাজ্ঞা দিল বিশ্বক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গতকাল কানাডার সদস্য পদ স্থগিত করেছে। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ব্যর্থতার অভিযোগ গতকাল আহমেদাবাদে হওয়া আইসিসি-র বোর্ড সভা শেষে এই সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গত এপ্রিলে কানাডার অনুসন্ধানী ডকুমেনটারি অনুষ্ঠান 'দ্য ফিফ্‌থ স্টেটের' প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, আইসিসি-র নীতিমালা ভঙ্গ, আর্থিক তদারকিতে গুরুতর অনিয়ম ঘটেছে কানাডার ক্রিকেটে।

পরে তদন্ত করে আইসিসি স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। সদস্য পদ স্থগিত করা হলেও আইসিসি-র ইভেন্টগুলোতে অংশ নিতে পারবে কানাডা। সঙ্গে শর্ত অনুযায়ী অর্থায়নও করা হবে তাদের। আইসিসি-র মতে, প্রশাসনিক ঘাটতি দূর করার মধ্যে দিয়ে কানাডাকে সদস্য পদ পুনর্বহালের কিছু শর্ত দেওয়া হবে। শর্তগুলোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে আইসিসি-র নরমালাইজেশন কমিটি।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80